Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

~~5764~~
2/163

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varan

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

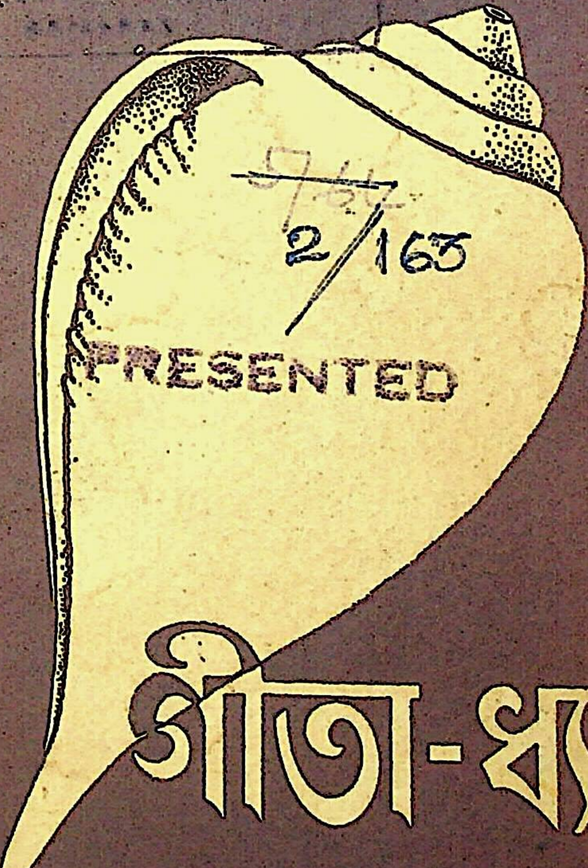

2/163
PRESENTED

গীতা-ধ্যান

প্রথম খণ্ড

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No. ... 764
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS. 2/163

Please return this volume on or before the date last stamped.

Overdue volume will be charged ten P. per-day.

5.5.74.		
16.5.74		
20.12.74		
14-1-79		

Pres

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা-ধ্যান

PRESENTED
5/64
Presented by Sri J.N. Datta
New Delhi

প্রথম খণ্ড

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীসুদর্শন সম্পাদক
মহাউদ্ধারণমঠ
৫৭, মানিকতলা মেইন রোড,
কলিকাতা-৫৪

প্রথম সংস্করণ, ১৩৬০ বাংলা
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬২ „
তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৫ „
চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৬৯ „
পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৭৭ „

মূল্য ২·৫০ মাত্র

১১৬, বিবেকানন্দ রোডস্থ প্রিণ্ট-স্মিথ হইতে
শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীহরিপুরুষঃ

উৎসর্গ

No 44।

মা!

পঞ্চভূত হইতে কুড়াইয়া তুমি এই দেহ গড়িয়াছ। কথা
বলার সঙ্গে সঙ্গে 'গীতা' শিখাইয়াছ ; মূক ছিলাম,
শ্রীগুরু-করুণায় সাগরপার হইতে বক্তা হইয়া
ফিরিলে তুমি একদা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ
হাতে তুলিয়া দিয়া ভাগবতবক্তা
হইতে আদেশসহ শুভাশিস্
দিয়াছ। তোমারই
শ্রীকরে
"গীতা-ধ্যান"
অর্পণ করিলাম।

অকৃতি সন্তান
মহানামব্রত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঙ্গলিকী

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা ।
যত্র দেবা অমৃতমানশানা স্তৃতীয়ে ধামান্যভ্যৈরয়ন্ত ॥
তৈত্তিরীয়ারণ্যক—১০.১

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি ।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥
ঋগ্‌বেদ—১।১৫৪।৫

অয়ং মে হস্তো ভগবানয়ং মে ভগবত্তরঃ ।
অয়ং মে বিশ্বভেষজোঽয়ং শিবাভিমর্শনঃ ॥ —১০.৬০.১২

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥

মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ ।
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ১।৯০।৬-৮

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥
১।৮৯।৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভি র্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাংস স্তনূভি র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ১।৮৯।৮

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ১।৯০।৯

মধুমন্মে পরায়ণং মধুমৎ পুনরায়নম্।
তা নো দেবা দেবতয়া যুবং মধুমতস্কৃতম্ ॥ ১০।২৪।৬

সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্ ॥
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ১০।১৯১।২-৪

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যো র্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ ॥

নারায়ণ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণ পরং ব্রহ্মতত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ ॥

তৈত্তিরীয়ারণ্যক—১০।১৩

মনোবাক্‌কায়কর্মাণি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং
বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।—১০।৬৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ বৃহদারণ্যক—৫।১

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি—৩।২৮

নমঃ শান্তাত্মনে তুভ্যং নমো গুহ্যতমায় চ।
অচিন্ত্যায়াপ্রমেয়ায় অনাদিনিধনায় চ॥ মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ—৫

সহ নবাবতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নমো নরকসন্ত্রাস-রক্ষামণ্ডলকারিণে।
সংসারনিম্নগাবর্ত-তরিকাষ্ঠায় বিষ্ণবে॥

প্রাণকান্তারপাথেয়ং সংসারোচ্ছেদভেষজম্।
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥
মহাভারত—১২।৪৭।৯৪, ৯৬

অসারে সংসারে বিষয়বিষসঙ্গাকুলধিয়ঃ
ক্ষণার্ধং ক্ষেমার্থং পিবত শুকগাথাতুলসুধাম্।
কিমর্থং ব্যর্থং ভো ব্রজতে কুপথে কুৎসিতকথে
পরীক্ষিৎ সাক্ষী যচ্ছ্রবণমুক্ত্যুক্তিকথনে॥
বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥

ভাগবত—১।২।২৮-২৯

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্ ।
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে ॥
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্ ।
অম্ব ! ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিনীম্ ॥

পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসংবোধনাবোধিতম্ ।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসী নঃ শ্রেয়সে ॥

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শলগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা ।
অশ্বত্থাম-বিকর্ণ-ঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈরণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ ॥

মূকংকরোতি বাচালং পঙ্গুংলঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

নিখিল শাস্ত্রের সার গীতা শ্রীভগবদুক্তি। গীতামন্ত্রমালা। মন্ত্রার্থ সাধ্য বস্তু। সাধনার দ্বারাই মন্ত্রের দেবতা প্রত্যক্ষীভূত হন। গীতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলেও চাই সাধনা। গ্রন্থকার তাহাই করিয়াছেন; তাই তাঁহার গ্রন্থের নাম **গীতা-ধ্যান**। গীতা-ধ্যান সাধকের সাধনা-লব্ধ গীতার মর্ম্মবাণী। ভগবানের বাণী—গীতাশাস্ত্র বুঝিতে হইলে ভাগবত-মানুষের কথা শুনিয়াই বুঝিতে হইবে—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" অতএব গীতাধ্যায়ী জিজ্ঞাসু পাঠকের নিকট **গীতা-ধ্যান** এক অভিনব বস্তু বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। গীতা-শাস্ত্রের উপর ইহা এক অপূর্ব্ব আলোক-সম্পাত। এই আলোকে পথ চলিয়া সুধী পাঠক অতি সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারিবেন বলিয়া মনে করি। গ্রন্থকার ব্রহ্মচারিজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত। তাঁহার সঙ্গে যোগ হইয়াছে তাঁহার সাধন সম্পদ্। 'মণিকাঞ্চনযোগ' ইহাকেই বলে। তাই তাঁহার গ্রন্থগুলির এই অপূর্ব্বতা।

গীতা-ধ্যানের নিবন্ধগুলির শ্রীসুদর্শনে প্রকাশকালে পড়িয়া মুগ্ধ হই। শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব আমাকেই বহন করিতে হইল। আনন্দের সহিত তাহা করিলাম। কিন্তু গ্রন্থ সম্বন্ধে ভূমিকায় কিছু বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বড়ই দুরূহ ব্যাপার, কারণ যাহা আস্বাদ্য তাহা বলা যায় না—"মূকাস্বাদনবৎ"।

গ্রন্থের ইহা প্রথম খণ্ড। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; কাজেই ইহা স্বয়ং-পূর্ণ। ভাষার মাধুর্য্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে এবং প্রকাশ-ভঙ্গিমার সৌকর্য্যে বঙ্গভারতীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অর্ঘ্য বড়ই সুন্দর—বড়ই মনোরম। শাস্ত্র-জিজ্ঞাসু প্রত্যেক সুধী পাঠককে এবং সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক সাধককে এই গ্রন্থ পাঠে সাদর আহ্বান জানাইতেছি। পাঠে তৃপ্ত হইবেন—লাভবান্ হইবেন। সর্ব্বশেষে মহাজন-বাক্য কীর্ত্তন করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিলাম :—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

শ্রীসুদর্শন কার্য্যালয়
মকর সংক্রান্তি
১৩৬০ বাংলা

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশকের নিবেদন

গীতা-ধ্যান সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে' তাই চতুর্থ সংস্করণের পর অত্যল্পকাল মধ্যেই পঞ্চম-সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা হইলেও শ্রীভগবৎকৃপায় আমরা পঞ্চম সংস্করণ লইয়া সহৃদয় পাঠকবৃন্দের নিকট উপস্থিত হইলাম।

গীতা-ধ্যানের ইহা প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণের ভুল ভ্রান্তি বর্ত্তমান সংস্করণে সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে; তা সত্ত্বেও ইহা সম্পূর্ণ নির্ভুল হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারিতেছি না। কাজেই সুধী পাঠকবৃন্দ কর্তৃক পুস্তকের ভুল ভ্রান্তি প্রদর্শিত হইলে আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মফলের আশাই বন্ধনের হেতু—সকল দুঃখের জনক। বন্ধনমুক্তি এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় গীতায় এইরূপ বলা হইয়াছে—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭

শ্রীপঞ্চমী
১৩৭৭ বাংলা

বিনীত
প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। গীতার প্রথম অধ্যায়	....	১
২। "শ্রীভগবান উবাচ"	....	১০
৩। "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"	...	২৪
৪। অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা	...	৩২
৫। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়	....	৫৬
৬। "ন ত্বং শোচিতুমর্হসি"	....	৭১
৭। স্বধর্ম্ম প্রকরণ	....	৭৫
৮। বুদ্ধিযোগ প্রকরণ	....	৮৩
৯। স্থিতপ্রজ্ঞ-প্রকরণ	....	৯১
১০। "ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন"	....	১০৮
১১। সমুচ্চয়ে গীতার রূপ	....	১১৫
১২। গীতায় ত্রিধারা	....	১২৫
১৩। প্রথম অধ্যায়ের মূল শ্লোক ও অনুবাদ	....	১৩৩
১৪। দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল শ্লোক ও অনুবাদ	....	১৪৪
১৫। তৃতীয় অধ্যায়ের মূল শ্লোক ও অনুবাদ	....	১৬০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED by Sri J.N. Dutta (New Del

গীতা-ধ্যান

এক

"গীতা মে পরমা বিদ্যা—"

গীতার প্রথম অধ্যায়

নিউইয়র্কে কোন কলেজে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছি। ধর্ম্মকথা আলোচনা প্রসঙ্গে একজন অধ্যাপক আমাকে বলিলেন, "The conception of God in your country is very cold."—আপনাদের ঈশ্বর তো জড়প্রায়—প্রাণহীন সত্তা।

"তাহার মানে ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"হ্যাঁ, আপনাদের ভগবান নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, অশব্দ, অস্পর্শ, অব্যয় ও অরূপ—সংক্ষেপে নাই বলিলেই চলে। এমন প্রাণহীন ভগবান নিয়া জীবনে বা ধর্ম্মে কোন কাজ হয় কি ?"

"আপনি আমাদের কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াছেন ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"হ্যাঁ, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা পড়িয়াছি।"

"কোনও মৌলিক গ্রন্থ পড়িয়াছেন ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভগবদ্‌গীতা পড়িয়াছি, অবশ্য আনিবেশেণ্টের ইংরেজী অনুবাদ।"

"গীতা পড়িয়াও আপনার হিন্দুদের ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা?"

"নিশ্চয়ই; আরও যেন বাড়িল।"

"মনে হয় ভাল করিয়া পড়েন নাই। আচ্ছা, আপনি গীতার প্রথম অধ্যায়টি পড়িয়াছেন?"

"হ্যাঁ, পড়িয়াছি; তবে প্রথম অধ্যায়ে পড়ার কিছুই নাই।"

"অনেক কিছু আছে, আপনি যদি প্রথম অধ্যায়টি নিবিষ্টভাবে পড়িতেন, তবে আপনার এই ধারণা থাকিত না।"

"বলেন কি? প্রথম অধ্যায়ে এমন কি আছে? এ তো একটা ভূমিকা মাত্র। দার্শনিক বিষয় বিন্দুমাত্রও উহার মধ্যে নাই। গীতা পড়িতে গিয়া ঐটি না পড়িলেও চলে।"

"আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, প্রথম অধ্যায় বাদ দিলে গীতা হয় না। প্রথম অধ্যায়েও দার্শনিক তত্ত্ব আছে; দর্শনের ভাষায় নাই, কাব্যের ভাষায় আছে।"

"আমি তো কিছুই দেখিতে পাই না, বুঝাইয়া দেন।"

আমি বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। একটি বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র। আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে। সমস্ত বড় বড় যোদ্ধারা উপস্থিত। তাঁহাদের নাম "অত্র শূরা মহেষ্বাসা" ইত্যাদি শ্লোকে দুর্য্যোধনের মুখ দিয়া কবি আমাদের শুনাইতেছেন। যুদ্ধ এখনি আরম্ভ হইবে। শঙ্খ বাজিয়াছে। সকল বড় বড় বীর পরস্পর শঙ্খধ্বনির দ্বারা পরস্পরের ধ্বনির প্রতিধ্বনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছে। অর্থাৎ জানান হইতেছে, আমরা প্রস্তুত যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে। যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। "স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ"

এমন সময় এক পক্ষের সেনাপতি অর্জ্জুন তাঁহার কপিধ্বজ রথের সারথি হৃষীকেশকে বলিলেন, "দেখ অচ্যুত, রথখানাকে আর একটু আগাইয়া লইয়া উভয় সেনার মাঝখানে রাখ। একবার দেখিয়া লই কোন্ কোন্ বীর আমার সঙ্গে লড়িতে আসিয়াছে। তাহাদের মুখগুলি একবার দেখিব।"

সেনাপতির কথাগুলি খুব বীরত্বব্যঞ্জক। কথার মধ্যে দেমাক আছে, ঝাঁজও আছে। যেন কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। বলিতেছেন, "দেখি, দুর্ব্বুদ্ধি দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের কোন্ কোন্ ছেলে আসিয়াছে। কে কয়টা মাথা লইয়া আমার সামনে দাঁড়াইয়াছে একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লই। রথখানি আগাইয়া নিয়া রাখ।"

সারথি হৃষীকেশ বীর-রথীর অভিপ্রায় অনুসারে রথ লইয়া আগাইয়া আসিলেন। বলিলেন, "দেখ পার্থ, সমবেত কুরুদের দেখ।" সারথির ভাষার মধ্যে বেশ একটু মনস্তত্ত্ব আছে। রথীকে ডাকিয়াছেন "পার্থ", তাঁহার মা পৃথার পরিচয় দিয়া, যাহাতে হৃদয়ের কোমল তন্ত্রী স্পর্শ করে। আর শত্রুপক্ষের কথা বলিয়াছেন পূর্ব্বপুরুষ কুরুর পরিচয় দিয়া, যাহাতে কুটুম্বিতার কথা মনে জাগে। সৈন্য দর্শনে প্রতিক্রিয়াটি যে কি হইবে, হৃষীকেশের কথা কয়টির মধ্যে তাহার বেশ একটু ইঙ্গিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন সৈন্য পরিদর্শন করিতেছেন। দেখিলেন যে, সব পরিচিত মুখ। কেবল পরিচিত নহে—পরম আত্মীয় কুটুম্ব, ঠাকুরদাদা গুরুদেব, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্র-পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, শালা-সম্বন্ধীরা সব উপস্থিত যুদ্ধ করিতে। অর্জ্জুন দেখিলেন—কিছুক্ষণ দেখিবার পর আর দেখিতে পাইতেছেন না। গা শিথিল হইয়া আসিতেছে, মুখ শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে। সারা গায়ে রোমাঞ্চ—গায়ে জ্বালা অনুভব হইতেছে। গাণ্ডীব হাত হইতে খসিয়া পড়িতেছে। মাথাটার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও ঘুরিতেছে। একটি বীর-রসের বিগ্রহ কি করুণ-রসের মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। কাব্যাংশেও চমৎকার! ব্যাসদেব সাত-আটটি শ্লোকের মধ্যে একটা লোহার মানুষকে ননীর পুতুল তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। আর কাহারও হয়ত সাত-আট পৃষ্ঠা লাগিত।

"কৃষ্ণ! যুদ্ধ করিতে পারিব না। জয় চাই না, রাজ্য চাই না, সুখ চাই না, ভোগ চাই না, বাঁচিতেও চাই না। যাঁহাদের নিয়া জীবনে সুখ, তাঁহাদের জীবনের বিনিময়ে সুখ চাওয়া—এমন হীন কাজ করিব না।" এই সব কথা তখন সেই বীরপুঙ্গবের মুখে। কথা বলিতে বলিতে আর বলার শক্তি রহিল না। ধনুর্ব্বাণ হাত হইতে খসিয়া পড়িল। রথী একেবারে রথের উপর মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন।

অর্জ্জুন "শোকসংবিগ্নমানসঃ।" শোকের দ্বারা মনটা একেবারে সমাচ্ছন্ন। কি করিবেন বুঝিতেছেন না—কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থা। সত্যসত্যই অর্জ্জুন বিপদাপন্ন। সংগ্রামক্ষেত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রথীর মনের এই অবস্থার চাইতে বড় বিপদ তাহার আর কিছু হইতে পারে না। যুদ্ধে হাত পা ভাঙ্গিলে কিছুই হয় না; মন ভাঙ্গিলেই বিপদ। প্রাণ হারাইলেও বিপদ নাই, লক্ষ্য হারাইলেই মহাবিপদ। অর্জ্জুন লক্ষ্য হারাইয়াছেন; তাই মহাবিপদের সম্মুখীন।

অর্জ্জুনের রথের সারথি হৃষীকেশ—সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর। তিনি কেবল অর্জ্জুনের যুদ্ধের সারথি নহেন, সমগ্র জীবনের সারথি। কেবল অর্জ্জুনের একার নহেন, মানব-মাত্রেরই তিনি জীবন-রথের সারথি। অর্জ্জুন তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, অচ্যুত! কারণ তাঁহার রথ ও রথী হইতে তিনি বিচ্যুত হন না। তাঁহার রথ বা রথীকে বিপদে ফেলিয়া তিনি কখনও পলায়ন করেন না। এই সারথি জীবন-মরণের সাথী। ভক্ত-রথীর ভগবান সারথি।

অর্জ্জুনের অবস্থা দেখিয়া সারথি কথা বলিতেছেন। রথী বিপদ্‌গ্রস্ত, তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য সারথি কথা বলিতেছেন। ভক্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথে চালিত করিবার জন্য ভগবান কথা বলিতেছেন। ভক্তকে বিষণ্ণ দেখিয়া ভগবানের মাথা-ব্যথা হইয়াছে। তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তের বিপদে নিশ্চেষ্ট থাকা তাঁহার স্বভাব নয়। তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ভক্তকে তাঁহার ঠিক ঠিক কর্ম্মভূমিতে লইয়া যাইতেই হইবে। যেন দায়ে ঠেকা। একটা দুইটা কথা নহে, সাতশত শ্লোকের এক বক্তৃতা সুরু করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তের বেদনায় ভগবান বেদনাতুর। বেদন না হইলে কি কেহ এতখানি করে? পথের লোককে মানুষ দুইটি সহানুভূতির কথা বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়। যাঁহার বুকে বেদনা বাজে, সেই তো আদাজল খাইয়া কাজে লাগে। ভগবানের বুকে ভক্তের বেদনা বাজিয়াছে। ভগবান তো (cold) প্রাণহীন নহেন। প্রথম অধ্যায়ের এই দৃশ্য দেখিয়া কাহারও কি বলিবার ক্ষমতা আছে যে ভগবান্ (cold) প্রাণহীন?

চার পাঁচ শত ছাত্রসহ অধ্যাপক মহাশয় বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে তাকাইলেন। বলিলেন, "ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় এমন করিয়া কোনদিন ভাবি নাই।" আমি বলিলাম, "ভাবেন নাই, ইহা তো বুঝিতে পারিলাম। হিন্দুদের ধর্ম্মগ্রন্থ একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া পড়িবেন। অনেক ভাবনার অতীত সত্য উহার মধ্যে আছে কিনা, তাই।"

"আচ্ছা, গীতার উপদেশ আর উপনিষদের উপদেশ তো একই?" অধ্যাপক মহাশয় জিজ্ঞাসুর সুরে বলিলেন।

"বস্তু একই, কিন্তু রূপ ভিন্ন। যেমন বাষ্প আর গ্লাসভরা জল।

"কথাটা বুঝিলাম না, বুঝাইয়া বলুন।"

উপনিষদে উপদেশ, গীতায় আদেশ। উপনিষদের শিক্ষা রহস্যাবৃত, গীতার শিক্ষা আবরণহীন—উন্মুক্ত। উপনিষদের কথাগুলি তত্ত্বগম্ভীর, আর গীতার উপদেশ বিপদাপন্ন প্রিয়জনের কণ্ঠ-ধরা প্রিয়ার দরদ-মাখান সান্ত্বনা। অর্জ্জুনকে ভালবাসেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াই তো এত উপদেশ দেওয়া। "যত্তেঽহং প্রিয়মানায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া"—অর্জ্জুন, তোমাকে ভালবাসি, তাই বলিতেছি। এই যে প্রাণ-নিঙড়ানো স্নেহধারা, ইহাই ফল্গুধারার মত সাতশত শ্লোকের অন্তঃস্তলে প্রবাহিত। তাই এত সরস, মধুর ও সার্ব্বজনীন।

অধ্যাপক মহাশয় আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আর সব বুঝিলাম, 'সার্ব্বজনীন' কথাটি বুঝিলাম না। আমাদের মনে হয়, গীতার চাইতে উপনিষদ সার্ব্বজনীন। গীতা যখন বিশিষ্ট আবেষ্টনীর মধ্যে সৃষ্ট, তখন তাহা দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নীতিকথা মাত্র, দর্শন নহে।"

উপনিষদ সার্ব্বজনীন নহে, এমন কথা কে বলিবে?

গীতার জন্ম দেশকালের পরিবেশে হইলেও গীতার তত্ত্ব দেশকালের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। অর্জ্জুনের দুঃখ ও দুঃখমুক্তি সর্ব্বকালে সকল মানুষের দুঃখবিমুক্তি।

"অর্জ্জুনের দুঃখটা সকল কালের সকল মানুষের কিরূপে হইল? কথাটা বুঝিলাম না" অধ্যাপক মহাশয় অনুসন্ধিৎসুর ভাব লইয়া বলিলেন।

মানব-মাত্রেরই জীবন দুঃখময়। দুঃখ লাগিয়াই আছে। এই কথা কেবল ভারতীয় দার্শনিকেরাই বলেন নাই, শোপেন-হাওয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য চিন্তাশীলেরাও বলিয়াছেন। যাঁহারা কিছু চিন্তা করেন, তাঁহারাই বলিবেন। উপর উপর দেখিতে গেলে জীবনটাকে ফুলবন বলিয়া মনে হয়। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে ও চলিতে গেলে কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া অনুভূত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াছে, মানুষ অভিশপ্ত—কি যেন একটা (original sin) আদি পাপ জন্মাবধি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আছে। ইহাও ভাষান্তরে জীবনকে দুঃখময় বলা।

এই দুঃখের কারণ কি, মনস্তত্ত্বের গভীরতম স্তর হইতে তাহা বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। আপনাদের এই বিজ্ঞান-গর্ব্বিত যুগেও জীবনরহস্যের সূক্ষ্মানুসন্ধান দেখিতে পাই না। আর্য্য-ঋষিগণ তাহা করিয়াছেন এবং গীতায় তাহা দেখিতে পাইবেন। গীতার গ্রন্থকার গীতার প্রথম অধ্যায়ে কাব্যের ভাষায় তাহার রূপ দিয়াছেন। কিরূপে তাহাই বলিব।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-পথে আমরা গোটাকতক বস্তু সংগ্রহের জন্য প্রতিনিয়ত যত্নপরায়ণ। স্বাস্থ্য চাই, অর্থ চাই, বিদ্যা চাই, পারিবারিক স্নেহপ্রীতি চাই, সামাজিক সম্প্রীতি চাই, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে স্বাতন্ত্র্য চাই, একটু শিল্পকলা চাই, একটু খেলাধূলা চাই। মোটামুটি এই কয়টাই চাহিদা। এই সাত আটটি বস্তুকে জীবনের সাধনীয় বস্তু (values of life) বলা যায়। এই জিনিষ কয়টি যদি আমরা পাই, তবে সুখী হইতে পারি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত কেহই এই কয়টি বস্তু সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

স্বাস্থ্যনীতি অথবা অর্থনীতির পরীক্ষায় পাশ করা যত সহজ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও অর্থ-সমস্যার সমাধান তত সহজ নহে। অর্থ উপার্জ্জন করিতে গিয়া স্বাস্থ্য গেল, স্বাস্থ্যের অভাবে সংসারের কর্ত্তব্য করা হইল না। অর্থের অভাবে বিদ্যা হইল না। বিদ্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাবে অর্থ আসিল না। অর্থাৎ বাঞ্ছিত বস্তুগুলি পরস্পর বিরোধী। একটিকে পাইতে গেলে আর একটি ছুটিয়া যায়। এই বিরোধই জীবনের ভিতর দুঃখ আনে। অর্জ্জুনের দুঃখও তাহাই।

অর্জ্জুন তাঁহার সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের দাবী পূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন। তখন আসিল পারিবারিক স্নেহের দাবী। সেই দাবী বড় প্রবল দাবী। তাঁহার চিত্তের তলভূমি পর্য্যন্ত তাহাতে আলোড়িত হইল। এই দুইটি দাবীর বিরোধিতা (conflict of values) অর্জ্জুনকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিল। আমাদের সকল মানুষের সকল দুঃখের মূল কারণ ইহাই। যাহার জীবনের কুরুক্ষেত্র বা কর্ম্মক্ষেত্র যতখানি বিস্তৃত, তাহার দুঃখের তীব্রতা তদনুপাতে কম বা বেশী। মানুষের চিরন্তনকালের দুঃখের ছক (design) "অর্জ্জুন-বিষাদ যোগ"।

"চমৎকার"!—একসঙ্গে সবাই বলিয়া উঠিল।

"এইভাবে গীতার প্রথম অধ্যায় কখনও ভাবি নাই।"

"ভাবুন, আরও কত কি দেখিবেন,—ধন্যবাদ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই

শ্রীভগবান উবাচ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রটির মধ্যে একটি অভিনব তত্ত্ব--সন্দেশ পরিবেশিত হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গীতা পর্য্যন্ত কোথাও আর এ সন্দেশ দেওয়া হয় নাই। মন্ত্রটি এই,—

"তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥" (১।২)

ইহার মধ্যে সন্দেশটি দুইটি শব্দে বিঘোষিত। "উবাচ মধুসূদনঃ। মধুসূদন কথা বলিলেন। অন্য কেহ নহেন, স্বয়ং মধুসূদন। এ পর্য্যন্ত আমরা "ঋষিরুবাচ", "যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ", "ব্যাস উবাচ", "বাল্মীকি উবাচ" শুনিয়াছি। "মধুসূদন উবাচ" আর শুনি নাই। তাই বলিয়াছি – নূতন বার্ত্তা।

'মধু' শব্দের একটি অর্থ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। তাহা যিনি নাশ করেন তিনিই মধুসূদন। যাঁহার সন্ধান পাইলে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর প্রতি আর লালসা থাকে না সেই অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বস্তুই মধুসূদন। উপরোক্ত শ্লোকটির পরেই আমরা পড়ি— "শ্রীভগবান উবাচ"। ঐ মধুসূদন শ্রীভগবানই। শ্রীভগবান কথা বলিতেছেন। সকলের সকল কথা যখন বলা শেষ হইয়া গিয়াছে তখন শ্রীভগবান কথা বলিতেছেন। মানুষের সকল চিন্তার, সকল ভাবনার, সকল সাধনার সীমা যতদূর, ততদূর সে পৌঁছিয়া গিয়াছে, তবুও কিন্তু তাহার চরম জ্ঞান লাভ হয় নাই। এবার তাহাই শোনা যাইবে, তাই তো বক্তা শ্রীভগবান স্বয়ং।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদ উপনিষদে "ভগবান উবাচ" দেখি নাই। মহাভারতের আদি-পর্ব্ব হইতে ভীষ্ম-পর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়েকবার "ভগবান উবাচ" পাইয়াছি বটে, কিন্তু সেই কথা ভগবানের আসন হইতে ভগবানের উক্তি নহে। সখা, মিত্র, রাজদূত, উপদেশক, মন্ত্রণা-দাতা, সারথি প্রভৃতি অনেক ভূমিকায় তিনি কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের আসন হইতে ভগবদুক্তি এই সর্ব্বপ্রথম।

আচার্য্য শঙ্কর তো "শ্রীভগবান উবাচ" হইতেই ভগবদ্গীতার আরম্ভ ধরিয়াছেন। আচার্য্যপাদ যেন মানব-সমাজকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শুনিবে আইস, নূতন কথা শুনিবে আইস। শ্রীভগবান কথা বলিতেছেন। যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ লক্ষ কথা বলা হইয়াছে, বলিয়া বলিয়া যে বলার অন্ত হয় নাই, যাঁহার সম্বন্ধে বাক্য প্রহত হইয়া মনের সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছে —এবার তিনি স্বয়ং আসিয়া নিজ-তত্ত্বকথা নিজের শ্রীমুখে ব্যক্ত করিতেছেন। শোন, শুনিবার মত কথা বটে।"

গীতা-শাস্ত্রকে উপনিষদ্-গাভীর দুগ্ধস্বরূপ বলা হইয়াছে। কেবল যে বেদোপনিষদের বাছা বাছা মন্ত্রের ভাব-তাৎপর্য্য সমাবেশে গীতার অঙ্গ গঠিত বলিয়া ঐ উক্তি সার্থক, তাহা নহে। কেহ আজ শ্রুতির শ্রেষ্ঠ মন্ত্রসমূহের চয়নিকা করিলে তাহা যতই চমৎকার সংগ্রহ হউক, শ্রুতিগো-মাতার দুগ্ধরূপে গ্রহণ করতঃ সুধী ভোক্তা তাহা পান করিবেন না। ইহার কারণটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। শ্রুতি ও গীতার গূঢ় সম্বন্ধটি কি তাহাই আলোচনা করিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

শ্রুতি-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। তাঁহার সত্তা কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাণসাপেক্ষ নহে। শ্রুতি তাই ভগবৎসত্তা প্রমাণ করেন নাই, কেবল তৎ-স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মস্বরূপের দ্বিবিধ প্রকাশ ঋষির অনুভূতিতে ধরা দিয়াছে। একটি বাহিরে ও একটি অন্তরে। বাহিরে দৃশ্যমান জগতের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে "সর্ব্ব-ব্যাধিরূপে।" আর ভিতরে ভাবময় ও কর্ম্মময় রাজ্যের সকল প্রেরণার মূল উৎস "সর্ব্বভূতান্তরাত্মারূপে।"

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম-পুরুষ সৃষ্টির অন্তরে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। তাই, একবার বহিঃসৃষ্টির মধ্যে, আর একবার অন্তর্লোকের আড়ালে তাঁহার স্বরূপ ধরা পড়ে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি" ইত্যাদি মন্ত্রে বহির্জগতের দিক হইতে তাঁহার পরিচয়। আর "য আত্মনি তিষ্ঠান্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি স ত আত্মন্তর্যাম্যমৃতঃ।* ইত্যাদি মন্ত্রে অন্তর্জগতের দিক হইতে তাঁহার পরিচয় মিলিয়াছে।

বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র "ব্রহ্মগায়ত্রী" এই দুইদিকের পরিচয় মিলাইয়া দিয়াছেন। কিরূপে, তাহাই বলিতেছি।

ব্রহ্মগায়ত্রীর কথা আসিতেই জার্ম্মান দেশীয় এক খ্যাতনামা দার্শনিকের একটা সুন্দর কথা মনে পড়িতেছে। দার্শনিকের নাম ইমানুয়েল ক্যাণ্ট (Immanuel Kant) ক্যাণ্ট (Kant) সাহেব বলিয়াছেন, "সংসারে দুইটি বস্তু দেখিয়া আমার ভয় হয়।

*বৃহদারণ্যক অন্তর্গত ব্রাহ্মণ কাণ্ব শতপথে যে স্থলে "বিজ্ঞানে" পাঠ আছে, মাধ্যন্দিন শতপথে সেই স্থলে 'আত্মনি" পাঠ আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্মধ্যে একটি (Starry heaven), নক্ষত্রখচিত আকাশ; অপরটি (Moral conscience)—অন্তরে অন্তর্য্যামীর সাড়া। ক্যাণ্ট বলেন, অন্ধকার রাত্রিতে অসংখ্য নক্ষত্র-পরিপূর্ণ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়। ভাবনা আসে, যে-শক্তির ইঙ্গিতে এই অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ স্ব স্ব কক্ষে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান, তাহা যে কতই না বিরাট তাহা ধারণারও অতীত। তাঁহার কাছে নিজ ক্ষুদ্রতার এই বোধই প্রথম ভীতির কারণ।

দ্বিতীয় ভয়ের বস্তু অন্তরে বিবেকের সাড়ায়। যখন কোনও অন্যায় কাজ করি, তখন ভিতরে থাকিয়া কে যেন শাসন করে। তাঁহার ভাষা সুস্পষ্ট (Categorical) তাহার মধ্যে 'যদি'—'কিন্তু'—'না'—নাই। সে কথা অনুজ্ঞামূলক (Imperative) তাহার মধ্যে একটি কঠোর শাসনপূর্ণ নির্দ্দেশ আছে। ভিতরকার সেই স্পষ্ট আদেশ-বাক্য যখন শুনিতে পাই, তখন মনে ভয় হয়। ভাবি, আমার মধ্যে রহিয়াছে, অথচ আমার চাইতে বড়, এ আবার কোন্ শক্তির খেলা! সেই আদেশের আলোকে আমার সকল অযোগ্যতা ধরা পড়িয়া যায়। আমার যাহা হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতে পারি নাই। এই অনুভবই দ্বিতীয় ভীতির কারণ।

এই কথা কয়টি বলিয়া ক্যাণ্ট সাহেব মন্তব্য করিয়াছেন, আমার মনে হয় এই দুইটি বস্তু একই। নক্ষত্রখচিত বিশাল আকাশের আড়ালে যে শক্তি, আমার বিচার বুদ্ধির পরিচালকও সেই শক্তিই। এইরূপ অনুমান কেন যে হয়, তাহা বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারি না, প্রমাণ দিবারও কোন ক্ষমতা নাই—একটি (guess work) কল্পনা মাত্র।' ক্যাণ্ট সাহেবের এই কথার সঙ্গে বেদের চরম মন্ত্র 'ব্রহ্মগায়ত্রী'তে বিঘোষিত সিদ্ধান্তের অদ্ভুত মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

গায়ত্রীর ঋষি বলিতেছেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবকারী যে শক্তি, আমাদের বুদ্ধির প্রচোদকও সেই শক্তিই। আমরা তাঁহাকেই ধ্যান করি। ক্যাণ্টের কথার সঙ্গে ঋষির কথার পার্থক্য এই যে, ক্যাণ্ট বলেন, ঐ দুইটি যে একই বস্তু তাহা তাঁহার একটা কল্পনা মাত্র।

বৈদিক ঋষিগণ বলেন, ঐ দুইটি যে একই বস্তু তাহা আমরা নিশ্চিতরূপেই জানি। ক্যাণ্টের কাছে যাহা বুদ্ধির ভাবনা, ঋষির কাছে তাহা অনুভূতিলব্ধ প্রত্যক্ষ সত্য। ক্যাণ্টের পক্ষে সত্য জানিবার উপায় হইল বিচার বুদ্ধি (Rationality) আর ঋষিদের সাধনায় সত্য জানিবার উপায় হইল তপস্যালব্ধ অপরোক্ষ অনুভূতি। (Immediate Realisation) বিচার-বীর ক্যাণ্ট ঠিকই বলিয়াছেন,—বিচারের দ্বারা সত্যের অনুমানমাত্রই হয়, দর্শন হয় না। দর্শন সাধনার ফল। "বেদাহমেতদ্" দর্শনের ফল, বিচারের ফল নহে।

ব্রহ্মগায়ত্রীমন্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্যটি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি সবিতৃ-দেবতা বা প্রসবিতা, যাঁহার বরেণ্য ভর্গঃ আমাদের ধ্যেয় বস্তু, তিনি আমাদের বুদ্ধির প্রচোদিতা বা প্রেরক। বহির্জগতের সৃষ্টি-কর্ম্মের মূল উৎস যেখানে, ব্যষ্টি-জীবের অন্তর-রাজ্যের বুদ্ধির প্রেরণার মূল উৎস সেখানেই। গায়ত্রী-মন্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনটি সত্যের সন্ধান আছে। (১) বিশাল বিশ্বের একটি কেন্দ্র আছে, সেখানে "বরেণ্যং ভর্গঃ" স্থিত। (২) প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে একটি কেন্দ্র আছে, যেখানে "ধিয়ো নঃ" স্থিত। (৩) এই দুইটি কেন্দ্রের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধের নাম "প্রচোদন বা প্রেরণ।" পরমাত্মা আছেন, জীবাত্মা আছেন। এই দু'য়ের মধ্যে একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে, ইহাই ব্রহ্মগায়ত্রীর দান। বেদের এই শ্রেষ্ঠ দান লইয়াই উপনিষদের সমগ্র সাধনা।

বাহিরে যিনি বিশাল কর্ম্মচক্রের চালক, অন্তরে তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক। গায়ত্রী-প্রতিপাদিত এই সত্যটি শাশ্বত—কিন্তু ইহা "অ্যাবষ্ট্রাক্‌ট্‌" সত্য—দেশকালাতীত নির্বিষয় নির্ব্বস্তু সত্য। শ্রুতি এই সত্যকে স্থাপন করিয়াছেন। ঋষিগণ এই সত্যের রূপ ধ্যানে দেখিয়াছেন। জাতীয় জীবন ও ঐতিহ্যের মধ্যে ইতিহাসের দেশকালাবচ্ছিন্ন ভূমিতেও ঐ সত্যের সবিশেষ মূর্ত্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন। আজ সেই অনুসন্ধানের সাফল্য,—"শ্রীভগবান উবাচ" এই বাক্যে সেই সফলতার ঘোষণা।

ভগবান কথা বলিতেছেন। এ ভগবান কে? যিনি অর্জ্জুনের রথের চালক, যিনি বিশ্বের সমস্ত কর্ম্মের প্রেরক, যিনি জগন্নিয়ন্তা, তিনি কথা বলিতেছেন। কেন? শ্রীঅর্জ্জুনের বুদ্ধিকে প্রচোদিত করিবার জন্য। "শ্রীভগবান উবাচ" কথাটি কানে আসিতেই আমরা চাহিয়া দেখিলাম—অশ্ব-চালনা রূপ কর্ম্মের লাগাম ছাড়িয়া জীবন-রথের সারথি এবার ভক্তের বুদ্ধির লাগাম হাতে লইয়াছেন। বুদ্ধির প্রেরক হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রের "মূর্ত্ত"-বিগ্রহরূপে স্থিত হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদ—শ্রুতি প্রস্থান, গীতা—স্মৃতি-প্রস্থান। আজ শ্রুতি-প্রস্থান প্রতিপাদিত নির্গুণ সত্য স্মৃতি-প্রস্থানের ভূমিকায় সগুণ সবস্তুক সত্তারূপে প্রকট হইয়াছে। শ্রুতি-গাভী গীতাতে দুগ্ধবতী হইয়াছেন। অর্জ্জুন গোবৎস, ভগবান্ দোগ্ধা বুদ্ধি-প্রচোদনরূপ সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই গীতা-দুগ্ধের দোহন হইতেছে। এই দিকে দৃষ্টি করিয়াই আচার্য্যগণ গীতাশাস্ত্রকে "সমস্ত-বেদার্থসার-সংগ্রহভূতম্" বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাংশে "শ্রীভগবান উবাচ" কথাটি দুইবার আছে। একবার দ্বিতীয় শ্লোকের পূর্ব্বে, আর একবার দশম শ্লোকর পরে। এই দ্বিতীয়বার "শ্রীভগবান উবাচ" হইতে অর্থাৎ একাদশতম শ্লোক হইতেই আচার্য্য শঙ্কর গীতার ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন। একাদশতম মন্ত্রই শ্রীভগবানের শ্রীমুখের সর্ব্বপ্রথম উক্তি ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রথমোক্ত মন্ত্রের প্রথম পাদদ্বয়কেই সমগ্র গীতার বীজ বলা হয়। অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্।

প্রথম "শ্রীভগবান উবাচ" হইতে অর্থাৎ দ্বিতীয় মন্ত্র হইতে শ্রীভগবানের প্রথম উক্তি না ধরিয়া দ্বিতীয় "শ্রীভগবান উবাচ" একাদশতম মন্ত্রকে শ্রীভগবানের প্রথম উক্তি ধরিবার অবশ্যই গূঢ় কারণ আছে। সেই কারণটি অনুধাবনের চেষ্টা করিব। দুইটি "উবাচ" এর মধ্যবর্ত্তী দশটি মন্ত্রের মধ্যে যে ভাবের ক্রমাভিব্যক্তি তাহা আলোচনা করিলেই প্রথমবার হইতে দ্বিতীয়বার "ভগবান উবাচ" এর পার্থক্য প্রতিপন্ন হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমতঃ, শ্রীভগবান মুখ খুলিয়াই আরম্ভ করিলেন অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা করিতে। এই ভর্ৎসনা আচার্য্যোচিত। অর্জ্জুনের চিত্তের অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে বৈরাগ্যের মত প্রতিভাত হইলেও উহা বৈরাগ্য তো নহেই—ভগবানের বিশ্লেষণে উহা কশ্মল, ক্লৈব্য, দীনতাপূর্ণ মোহ মাত্র। এই মোহ অনার্য্যোচিত, অস্বর্গ্যোপেত ও অযশস্কর। এই তিনটি বিশেষণের মধ্য দিয়া ভর্ৎসনার তীব্রতা প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষণগুলির ব্যঞ্জনা এই—অর্জ্জুন আর্য্যবীর, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মগুলি হওয়া উচিত আর্য্যোচিত, স্বর্গীয় সত্ত্বগুণোপেত যশস্কর, সর্ব্বজনের প্রশংসার্হ। সকলই কিন্তু বিপরীত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থা অর্জ্জুনের মত বীরের পক্ষে নিতান্তই অশোভন। এই অবস্থার মধ্যে কোনও মহত্ব নাই, বীরত্ব নাই। ইহা ক্ষুদ্রত্বেরই পরিচায়ক, অতি ঘৃণ্য দৌর্ব্বল্যেরই দ্যোতক। এই দুর্ব্বলতাকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে উত্থিত হওয়াই অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবানের এই কথাগুলি অতি কঠোর এবং কর্কশ। মনে হয় যেন অশ্বের কশা বাক্যরূপ ধরিয়া অর্জ্জুনের পৃষ্ঠে পতিত হইতেছে। এ সব কথা তৈলাক্ত বেত্রহস্ত রক্ত-চক্ষু সেকালের পাঠশালার গুরুমহাশয়দের মত।

তিরস্কৃত হইয়া অর্জ্জুন থতমত খাইলেন। ঐরূপ মর্ম্মঘাতী গালিবর্ষণে থতমত খাইবারই কথা। বাক্যের কশাঘাতে অর্জ্জুনের চেতনা খানিকটা ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি তখন বুঝি বুঝি করিতেছেন যে, তাঁহার কাজটা খুব শোভন হয় নাই। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলটাকে কিছুটা সামলাইয়া অর্জ্জুন একটি জিজ্ঞাসামূলক উত্তর দিলেন,—

"কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ?"

অর্জ্জুন বুঝিয়াছেন যে, মাতুল, শ্বশুর, শালা, সম্বন্ধী ইহাদিগকে কি করিয়া বধ করিব—এই মেয়েলী কান্না নিতান্তই অচল। তাই এইবার আর সবাইকে বাদসাদ দিয়া দুইটি ব্যক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। সে দুইজনই "পূজার্হৌ" পূজ্যপাদ পিতামহ ভীষ্ম, আর অর্চ্চনীয় গুরুদেব দ্রোণাচার্য্য। অর্জ্জুন প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এই দুইজনের প্রতি কি করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিব ? গুরুহন্তা হওয়া অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া জীবন-ধারণ শ্রেয়ঃ নয় কি ?

প্রাণস্পর্শী ভাষায় ও পরিপক্ক যুক্তির উপরেই অর্জ্জুন এবার নিজ পক্ষকে দাঁড় করাইয়াছেন। আমরা অপেক্ষা করিতেছি, দেখি এই কথার ভগবান কি উত্তর করেন। কিন্তু হায়! এ কি হইল, অর্জ্জুন নিজেই যে অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। ধৈর্য্যহীন অর্জ্জুন উত্তরটা আসা পর্য্যন্তও স্বীয় মতে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনি বলিলেন—"ন চৈতদ্ বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ"—কোন্‌টা যে ভাল কোন্‌টা যে মন্দ তাহা একেবারেই বুঝিতেছি না।

এতক্ষণ অর্জ্জুন নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করিতেছিলেন, তীব্র ভাষায় ভর্ৎসিত হওয়ার ফলে তাঁহার বুদ্ধির গোড়ায় খানিকটা জল আসিয়াছে। সবই যে তিনি বুঝেন না, এটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার যেন বুঝিতে পারিতেছেন। সেই বোধের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে জিজ্ঞাসা। এতক্ষণ জিজ্ঞাসা ছিল না, কেবল বক্তৃতা ছিল। কুলক্ষয়কৃত দোষগুলি অর্জ্জুন যখন বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন তিনি যে ও-সব জনার্দ্দনের চাইতেও অধিক বুঝেন, এই প্রকার মনে হইতেছিল ; এবার অর্জ্জুন বুঝিতেছেন, তিনি অনেক কম বুঝেন। আমি কম বুঝি, এই বোধ আসিলে জিজ্ঞাসা আসে। "ব্রূহি তন্মে" ইহা জিজ্ঞাসু অর্জ্জুনের ভাষা। কোন্‌টি মঙ্গলের পথ তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা অর্জ্জুনের নাই, নিজে তাহা অনুভব করিয়াই বলিতেছেন, "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং" যেটি নিশ্চিত শ্রেয়ঃ সেইটি বল।

কল্যাণের পথটি বুঝিয়া লইবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, এ কথা অর্জ্জুন বুঝিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, উহা কেহ বুঝাইয়া দিলেও যে তাহা গ্রহণ করিবার শক্তিটুকুও তাঁহার নাই, ইহাই তিনি ক্রমশঃ অনুভব করিতেছেন। আমি শক্তিহীন এই বোধ জাগিলেই শক্তিমানের উপর নির্ভরতা আসে। অর্জ্জুনের এই নির্ভরতা আসিয়াছে।

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"—ইহা শরণপ্রার্থী অর্জ্জুনের উক্তি। আমি শিষ্য, তুমি গুরু, আমাকে শাসন কর, শিক্ষা দাও, উপদেশ দাও। আমি প্রপন্ন, শরণাগত, আশ্রয়-প্রার্থী, তুমি প্রপন্নার্ত্তিহর, শরণাগতপালক, একান্ত আশ্রয়ণীয়, তুমি আমাকে স্থান দাও। অর্জ্জুন আর্ত্ত ও জিজ্ঞাসু ভক্ত। ভক্তিতে তাঁহার প্রাণ সরস হইয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠ তাঁহার গদ্‌গদ। করযুগল যুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত আসিয়াছেন। এবার ভগবান আসিবেন। রথী-অর্জ্জুনের পার্শ্বে সারথি-ভগবান দেখিয়াছি। ক্লৈব্যযুক্ত অর্জ্জুনের পার্শ্বে "তোত্রবেত্রৈকপাণি" উপদেষ্টা গুরুমহাশয় দেখিয়াছি। এবার ভক্ত-অর্জ্জুনের পার্শ্বে জ্ঞানমুদ্রাধারী গীতামৃতদোহনকারী ভগবানকে দেখিব। ভক্ত ও ভগবান এই শব্দদ্বয় আপেক্ষিক শব্দ। (relative term) ভক্ত না আসা পর্য্যন্ত তিনি বিশ্বব্যাপী চৈতন্যসত্তা— ভগবান নহেন। পিতা পুত্রের জনক বটে, কিন্তু পুত্রের পুত্রত্বই পক্ষান্তরে পিতার পিতৃত্বানুভূতির জনক। ভক্ত কাছে দাঁড়াইলেই ভগবান আপনার ভগবৎস্বরূপটিকে খুঁজিয়া পান। ভক্তিদেবীর রাজ্যের সীমার মধ্যে পা দিলেই ভগবান ভগবান হন। ভক্তিদেবীর কোলেই ভক্ত-ভগবানের খেলা চলে।

অর্জ্জুন ভক্ত বটে। তবু তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিভাব এতক্ষণ সমাবৃত ছিল। অহংকার, ক্রোধ, মোহ, হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি রজস্তমোগুণজাত মোহের আড়ালে পড়িয়া অর্জ্জুনের ভক্তিভাব অপ্রকাশিত ছিল। তিরস্কারের আড়াল দিয়া যে কৃপার বাতাস বহিয়াছে, তাহাতে ঐ সব আবরণ উড়িয়া গিয়াছে। তাই এখন অর্জ্জুনের হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক ভক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভক্তি, ভগবানকে উদয় হইতে বাধ্য করিতেছে। মহামতি সঞ্জয় অবস্থাটি টের পাইয়াই বলিয়াছেন— গুড়াকেশঃ "তূষ্ণীং বভূব হ"— অর্জ্জুন চুপ করিয়াছেন। আর অমনি "তমুবাচ হৃষীকেশঃ— হৃষীকেশ কথা বলিতেছেন।

সঞ্জয় যেন জানাইতেছেন, অর্জ্জুন কথা বলা বন্ধ না-করা পর্য্যন্ত হৃষীকেশ কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। পারিবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরূপে? যে-কোন ভদ্রসমাজেই এককালে দুইজনের কথা বলা অভদ্রতা। হৃষীকেশ ভদ্রলোক তো বটেনই। যতক্ষণ আমরা কথা বলি, কোলাহল করি, আপনাকে জাহির করি, ততক্ষণ তিনি নীরবই থাকেন। আর যখন আমরা নীরব হইয়া যাই, তখন তাঁহার মুখে কথা ফোটে। কেবল নীরব হইলেই হয় না, আমরা বুদ্ধিহীন বুঝিয়া যখন তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হই, নিজেকে শক্তিহীন অনুভব করিয়া যখন তাঁহার চরণে প্রপন্ন হই, তখনই তিনি কথা বলেন। চিরকালই তাঁহার এই ধারা। যে যে কড়ারে (condition) তিনি কথা বলেন, সেগুলি এবার উপস্থিত হইয়াছে, তাই হৃষীকেশ কথা বলিতেছেন। ইহার পরই আমরা পাই দ্বিতীয়বার "শ্রীভগবান উবাচ"। মানব-সমাজের দিকে তাকাইয়া সঞ্জয় ইসারায় কহিতেছেন, "অর্জ্জুন চুপ করিয়াছে, এখন তোমরাও চুপ কর। নীরবে শোন, সবচাইতে মূল্যবান্ কথা আসিতেছে— শ্রীভগবান বলিতেছেন।"

শ্রীভগবানের কথা আরম্ভ হইল। এবারকার কথার মধ্যে তীব্রতা নাই, কর্কশতা নাই, তিরস্কার নাই। আছে শুধু প্রাণে প্রীতিমাখান দরদ, আর শ্রীমুখে মধুমাখান হাসি। দিব্যদৃষ্টি সঞ্জয় সে হাসিটুকু লক্ষ্য করিয়াছেন; বলিয়াছেন, "প্রহসন্নিব"। হাসিটুকুর ভিতরে বিশেষ তাৎপর্য্য নিহিত আছে। "ইব" তাহার খোঁজ দিয়াছে। আমরাও সেই খোঁজ লইব।

সংসারে অধিকাংশ মানুষই নিজেকে বেশ বুদ্ধিমান্ মনে করে। কোন সমস্যায় পড়িয়া উপদেষ্টার কাছে পরামর্শ লইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াও সে নিজ বুদ্ধির অভিমান ত্যাগ করিতে পারে না। উপদেষ্টার উপদেশ নিজ মনের মত হইলেই গ্রহণ করে। মনোমত না হইলে নানা অজুহাত দেখাইয়া ত্যাগ করে। সাধারণ লোক খেয়ালেই চলে, উপদেশে চলে না। এক্ষেত্রে অর্জ্জুনের যে স্বভাব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে তাহা নিতান্ত সাধারণ মানুষেরই মত।

প্রথমতঃ সাধারণের মতই আত্মীয়-স্বজনের মুখ চাহিয়া মোহগ্রস্ত হইলেন। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণের মতই দিশাহারা হইয়া মঙ্গলের পথ খুঁজিয়া না পাইয়া, আমি শরণাগত, আমায় পথ দেখাও, এই কথা বলিলেন। তৃতীয়তঃ শরণাগত হইয়া পুনরায় "ন যোৎস্যে" যুদ্ধ করিবই না বলিয়া নীরব হওয়া অতি সাধারণোচিত কার্য্যই হইয়াছে। "আমার কিসে কল্যাণ হইবে আমি জানি না, তুমি বল" এই ভূমিকা করতঃ গুরুর নিকট সদুপদেশপ্রার্থী হইয়া পুনশ্চ "আমি যুদ্ধ কিছুতেই করিব না" এবম্প্রকার উক্তি কেবল অশোভন নহে, নিতান্তই হাস্যাস্পদ। এরূপ উপদেশপ্রার্থীকে নিশ্চয়ই কোন মানুষ উপদেশ দেয় না। ভগবান তিনি, ভগবান বলিয়াই উপদেশ দিলেন। অর্জ্জুনের অবস্থাটি দেখিয়া একটু হাসিলেন মাত্র।

সেই হাসিটুকু দ্বারা যেন আমাদিগকে বলিলেন, "হে জীব, তোমাদের চিত্তের অবস্থা একান্তই হাস্যোদ্দীপক। আমার চরণে শরণাগত হইয়া, কোন্ পথ শ্রেয়ঃ তাহা নির্ণয়ের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া, পুনরায় অহংবুদ্ধিতে সেই অবনত মস্তক তুলিয়া লইয়া "যুদ্ধ কিন্তু কিছুতেই করিব না" এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারের উক্তি তোমাদের স্বভাবজাত। তোমরা আমার কাছে অভিমানের মাথাটি বেশী সময় নীচু করিয়া রাখিতে পারই না। যাহা হউক, কোন ঘটনার চাপে একটিবারও যদি মাথা নীচু কর, তাহা হইলেই আমি ধরিব, আবার মাথা তুলিয়া লইলেও ছাড়িব না। চিরকাল অভয় দিব। এই আমার ব্রত ”—

“সকৃদপি প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥”

(রামায়ণে শ্রীরামোক্তি)

“কৃষ্ণ তোমার হই যদি বলে একবার।
ভব-বন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥”

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীভগবান উবাচ, শ্রীভগবদ্ভক্তি জয়যুক্ত হউক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"

ইতি বীজম্

সংসার-চক্রে ঘূর্ণ্যমান অগণিত জীবনিবহ। সকলের জীবনই দুঃখভারাক্রান্ত। যাহা চাই না তাহা আসে, যাহা চাই তাহা পাই না। যদি বা কিছু পাই, তাহা আর একটা আদরের বস্তু বলি দিয়া পাই। যখন একটি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাইতে গিয়া আর একটি আকাঙ্ক্ষিত ধন হারাইতে হয় তখন জীবনের মাঝে দুঃখের উদয় হয়। সত্য রাখিতে গেলে অযোধ্যা ছাড়িতে হয়, রাজাদর্শে অটল রহিতে গেলে পত্নীকে বনবাসে পাঠাইতে হয়, স্বাধীনতা পাইতে গেলে মাতৃভূমি দ্বিখণ্ডিত করিতে হয়। অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে গেলে যৌবন চলিয়া যায়। এইরূপ ছোট বড় দুঃখময় ঘটনা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই অগণিত। যে যত বড় মানুষ, যাহার কর্ম্মের পরিধি যত বড়, তাহার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভূমি তত প্রকাণ্ড, তাহার বেদনা তত গভীর ও নির্ম্মম, তাহার দুঃখ তত বেশী।

আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই এই দুঃখ। এই দুঃখ এক নাই ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষের, আর নাই প্রস্তরখণ্ডের। যাহা পূর্ণ চেতন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর যাহা পূর্ণ অচেতন, এই দুই প্রান্তমধ্যে যাহারা বর্ত্তমান, তাহাদের সকলের দুঃখ আছে। শ্রীমদ্‌ভগদ্‌গীতায় বিষাদ-যোগে আমরা এই দুঃখই অর্জ্জুনের জীবনের মধ্যে নির্ম্মম মূর্ত্তিতে উপস্থিত দেখিতে পাই। দুইটি আদর্শের সংঘাতে অর্জ্জুন বিষাদিত। একটি আদর্শ আসিয়াছে রাষ্ট্রের প্রতি কর্ত্তব্য হইতে, আর একটি আসিয়াছে পারিবারিক প্রীতি হইতে। রাষ্ট্রনীতি বলে, দুর্বৃত্ত আততায়ীকে বধ কর। পারিবারিক নীতি বলে, প্রিয়জনদের রক্তে হস্ত কলুষিত করিও না।

দুই বিরোধী নীতির দ্বন্দ্বে অর্জ্জুন বিষাদযুক্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। এমতাবস্থায় সকলেই ভাঙ্গে। মানবমাত্রেরই দুঃখের উদয় এই আদর্শের সংঘাতে। এই প্রকার অবস্থায় পতিত মানবনিবহের শান্তিলাভের পন্থাই শ্রীগীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার আঠারটি অধ্যায় যেন আঠারখানা সিঁড়ি। প্রথমটি বিষাদযোগ, শেষটি মোক্ষযোগ। বিষাদিত অর্জ্জুনকে একটির পর আর একটি সিঁড়িতে ধাপে ধাপে লইয়া যাওয়া হইতেছে। শেষ ধাপে একেবারে মুক্তির রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এই মুক্তি শুধু মৃত্যুর পরবর্ত্তী কোন অবস্থা বিশেষ নহে। সেদিকে গীতার তেমন আকুল দৃষ্টি নাই। জীবন্ত অবস্থাতেই, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যস্থলেই "অসংখ্য বন্ধন মাঝে"ই দ্বন্দ্বময় বিষাদভূমি হইতে দ্বন্দ্বাতীত শান্তির ভূমিতে উন্নয়নই গীতার মোক্ষ। জীবন্মুক্তিই গীতার মূল লক্ষ্য।

শ্রীগীতায় যত কথা বলা হইয়াছে, তাহার বীজ রহিয়াছে শ্রীভগবানের প্রথম উক্তিটির ভিতর। "অশোচ্যানন্বশোচস্তং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।" আর পরম রহস্যময় এই গীতা-শাস্ত্রের সকল রহস্যের অর্গল বা কীলক রহিয়াছে—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"—

এই চরম মন্ত্রের মধ্যে। "অশোচ্যানন্বশোচঃ" বলিয়া যিনি মুখ খুলিয়াছেন, "মা শুচঃ" বলিয়া তিনি থামিয়াছেন। উপক্রম ও উপসংহারে এই শুচ্" ধাতুর প্রয়োগাত্মক একবাক্যতা চমৎকার বটে!

অর্জ্জুনের কথাগুলি জ্ঞানীর মত, কিন্তু তাঁহার কার্য্য তদ্বিপরীত। অর্জ্জুন শ্রেয়স্কামী। তাঁহার কাম্যবস্তু শ্রেয়ঃই। "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি", "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে"—তাঁহার এই সকল কথায় তিনি যে শ্রেয়ঃই অনুসন্ধান করিতেছেন, ইহা সুস্পষ্ট। এই সব কথা জ্ঞানীর মতই। অজ্ঞজন শ্রেয়ঃ চায় না, আপাত-তৃপ্তিকর প্রেয়ঃই খোঁজে। অর্জ্জুনের বাক্যগুলি তাই প্রাজ্ঞজনোচিত। কিন্তু তাঁহার কাজগুলি একেবারে বিপরীত। অর্জ্জুন অশোচ্যের জন্য শোক করিতেছেন। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি তাহা করেন না।

যুদ্ধ-করা কি না-করা এই দুইটি পক্ষ। সংশয়ের এই দুইটি কোটী। এই দুইটি কোটী বা সীমান্তমধ্যে অর্জ্জুনের চিত্ত দোল খাইতেছে। সংশয়ের লক্ষণ এই—দুইটি প্রান্তে মন দুলিতে থাকে। সংশয় ছেদনের ভার অর্জ্জুন গোবিন্দের উপর দিয়াছেন। দিয়া আবার "ন যোৎস্যে" বলিয়া একটি পক্ষকে ধরিতে চাহিতেছেন। মনে মনে গোবিন্দের নিকট ঐ পক্ষটির সমর্থন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিতেছেন। ভগবান শ্রীগোবিন্দ কি উত্তর করেন, তাহা শুনিবার জন্য অর্জ্জুনের সঙ্গে আমরাও উৎকর্ণ। উত্তর আসিল— "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।"

উত্তরটা কিন্তু অত্যদ্ভুত। ভগবান বলিলেন, অর্জ্জুন, তোমার দুইটা কোটীই অশোচ্য। দুইটা 'বিকল্প'ই দোষযুক্ত। যুদ্ধ-করা আর না-করা, তোমার দুইটা পক্ষই সমভাবে নিন্দনীয়। যুদ্ধ করিলে লোক মরিবে, যুদ্ধ না করিলে আত্মীয় বাঁচিবে। এই তো তোমার কথা? কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে হত কি জীবিত—কেহই অনুশোচনার বিষয় নয়।

যুদ্ধ-করা আর না-করা কোন্‌টি ভাল, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভগবান উত্তর করিতেছেন, সন্দেহ-দোলার ঐ দুইটা প্রান্তই মন্দ। সংশয় ভূমিকাটাই দোষযুক্ত। আদালতে মোকদ্দমায় দুইটা পক্ষ থাকে। দুই পক্ষেই ওকালতি চলে। কৌঁসিলীর বুদ্ধির কৌশলে—একবার এপক্ষ, আর একবার ওপক্ষ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কোন্‌টা ঠিক জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞানী ব্যক্তি বলিবেন, দুইটাই অঠিক—কারণ দ্বন্দ্বের ভূমিকাটাই অঠিক। যুদ্ধ করিব, আর করিব না, এই দুই ক্রিয়ার কর্ত্তাই "অহং"। এই অহং-কর্ত্তৃত্বের ভূমিকাটাই অসত্যের ভূমি। এই ভূমির কোন বস্তু বা বিষয়ই অনুতাপ, অনুশোচনার, শোক বা ভাবনার বিষয় হইতে পারে না।

বাঁচা আর মরা কোন্‌টা ভাল? ভগবান বলেন, দুইটাই মিথ্যা কথা। দুইটাই "মাত্রাস্পর্শাঃ", দুইটাই "আগমাপায়িনঃ", দুইটাই "আদ্যন্তবন্ত"। ইহার একটাও ভাল নহে—"ন তেষু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমতে বুধ", "ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি"। বাঁচা ও মরা—এ দ্বন্দ্বের আড়ালে যে একটা দ্বন্দ্বাতীত তত্ত্ব আছে, তাহার সন্ধান যে জানে সে মরিলেও বাঁচিয়া থাকে, যে না জানে সে জীবিত থাকিয়াও মৃতের সামিল।

যতক্ষণ মানুষের কাম্যবস্তু একাধিক অর্থাৎ দুই বা ততোধিক, ততক্ষণ দ্বন্দ্ব আছেই। দ্বন্দ্বময় শোকভূমিতে তাহার শোক দুঃখ ভোগ সংবেদন আছেই। ইহা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় চিত্তকে দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে লইয়া যাওয়া।

সকল দ্বন্দ্বের অতীত একটা মহত্তম ভূমি আছে। সেখানে বৃহত্তম একটা বস্তুও আছে। সেখানে সর্ব্বাতিশায়ী একটা পাওয়াও আছে। তাঁহাকে সবখানি জীবন দিয়া চাইতে ও পাইতে হইবে। যাঁহাকে পাইলে আর সব পাওয়া মিটিয়া যাইবে। যাঁহাকে পাইলে আর সকল রকম প্রাপ্তি, সকল প্রকারের লাভ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হইবে। এমন একটি বস্তুকে সর্ব্বাগ্রে খুঁজিতে হইবে, যাঁহাকে পাইলে আর কোন লাভকেই বড় মনে হইবে না। ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বাবিংশ মন্ত্রে তাহার উল্লেখ দেখি,—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

যতক্ষণ জীবনের লক্ষ্য (end) একাধিক বস্তু, ততক্ষণ দ্বন্দ্ব আছে, ঘাত-প্রতিঘাত আছে, তাপ "জ্বালা দুঃখ" অশান্তি আছে। যখন একটিমাত্র সবচাইতে বৃহত্তম ও মহত্তম বস্তুর দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে ও অন্যান্য লক্ষ্যগুলি সেই পরম লক্ষ্যের উপায়রূপে (means) দৃষ্ট হইতেছে, তখনই শান্তির তোরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উন্মুক্ত হইতেছে। জীবনের মধ্যে একটি (goal) সাধ্যবস্তু চাই। যাহা হইবে (be-all and end-all) জীবনের যথাসর্ব্বস্ব। আর যাহা কিছু তাহারই জন্য। যাহা যাহা সেই সাধ্যবস্তুকে পাইবার পক্ষে অনুকূল এবং যতটুকু অনুকূল তাহা ততটুকুই হইবে চাওয়া ও পাওয়া। স্বাস্থ্য চাই, অর্থ চাই, বিদ্যা চাই, সমাজ চাই, পরিবার চাই, রাষ্ট্র চাই, স্বর্গসুখ চাই—সব কিছুই চাই। এই সব-কিছুই চাওয়া পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বের ভূমির ঊর্দ্ধে উঠিবার উপায় নাই। সেই পরম-কিছুর জন্য যখন সব-কিছু, তখনই দ্বন্দ্বের ভূমি চলিয়া যাইতে থাকিবে। সেই একটি পরম-কিছু পাইবার পক্ষে যাহা যাহা প্রতিকূল, যত মূল্যবানই হউক না কেন কিছুতেই সে সকল চাই না। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-নীতি অবলম্বন করিলে দ্বন্দ্বের অবসান।

সবখানি জীবন দিয়া সেই একটি বস্তুকে চাহিতে হইবে। সমস্ত মন-প্রাণ সমগ্রভাবে সেই একটি বস্তুর চিন্তায় ও ধ্যানে ভরপূর রহিবে। অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর প্রাপ্তিতে বা নাশে শোক থাকিবে না। কারণ সে সমস্তই অশোচ্য। যে সকল অশোচ্য বস্তুর অভাবের জন্য এক সময় দুঃখ দুর্ব্বিষহ মনে হইত, সেই সকল বস্তুর অভাব নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় হইবে। তাহাই বলিয়াছেন—৬।২২ মন্ত্রের শেষ পাদদ্বয়ে,—

"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"

যমুনার তীরে মালা জপিতে জপিতে এক সাধু যখন পায়ে-ঠেকা পরশপাথরখানাকে পায়েই ঠেলিয়া বালুকার তলে রাখিতেছেন—"যদি কভু লাগে দানে" এই মনে করিয়া, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতে হইবে, "যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি" এমন এক ধন তিনি পাইয়াছেন। সেই জন্যই "চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকম্।" যাহা পাইলে সব ধন তুচ্ছ, সব দুঃখ উপেক্ষণীয়, সেই দ্বন্দ্বাতীত এক ভূমিতে চিত্তকে তিনি তুলিয়াছেন। পরাশান্তির আঙ্গিনায় তিনি প্রবেশ করিয়াছেন।

সেই দ্বন্দ্বাতীত ভূমির স্বরূপ কি এবং কি উপায়ে তাহা পাইতে হইবে সমস্ত গীতা ভরিয়াই সেই কথা। ষষ্ঠ অধ্যায়ের এক মন্ত্র দেখিয়াছি, এবার দ্বাদশ অধ্যায়ের এক মন্ত্র দেখিব। সেখানে ঐ কথা বলা হইয়াছে সংশয়হীনভাবে—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥" ৮।

হে অর্জ্জুন, তুমি আমাতেই মন, বুদ্ধি সংলগ্ন কর। তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে লেশমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। এই সব মন্ত্রে 'ময়ি' এই অস্মদ্ শব্দের পদ সেই জীবনের পরম লক্ষীভূত একটি বস্তুর দ্যোতক। অষ্টাদশ অধ্যায়ে সেই কথা বলিয়াছেন—দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের সহিত।—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" ৫৬॥

প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়াছেন, "অর্জ্জুন, তুমি আমাতে মন রাখ, আমাতেই পরমানুরক্তিসম্পন্ন হও, আমার উদ্দেশ্যেই সমস্ত কর্ম্ম কর, আমার কাছে মাথা নীচু করিয়া রাখ—তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। কারণ, তুমি আমার পরম প্রিয়জন।"

ষষ্ঠ, দ্বাদশ ও অষ্টাদশ—তিন অধ্যায়ের তিন যটকের তিনটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্তির একবাক্যতা দেখা গেল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বীজমন্ত্র তিন ষট্‌কের মধ্য দিয়া পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" মন্ত্রে ফলবান্ হইয়াছে। কীলক-সদৃশ এই ফলের প্রাপ্তিতেই সকল রহস্যের অর্গল খুলিয়া গিয়াছে। ভগবান বলিতেছেন, "অর্জ্জুন, যুদ্ধ-করা বা না-করা কোনটাই ভাবিও না। আগে নিজেকে আমাকে অর্পণ কর। আমার হইয়া যাও। আমার হাতের ক্রীড়নক-সদৃশ হও। তাহার পর আমি যাহা করাই তাহাই কর। এ ছাড়া আর সকল হিসাব-নিকাশ পরিত্যাগ কর। তাহা হইলেই শোকের কারণ আর থাকিবে না। যেগুলিকে জীবনের চরম প্রাপ্য মনে করিয়া বসিয়া আছ, সেগুলিকে (means to a greater end) পরম বস্তু লাভের উপায় মাত্র মনে কর। তাহা হইলেই শোকের হেতু চলিয়া গেল। "অশোচ্যানন্বশোচঃ" তাই তো তোমার দুঃখ দৈন্য বিষাদ। তুমি "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মণ্যতে নাধিকম্" তাঁহাকে খোঁজ, পরাশান্তির উৎস নামিয়া আসিবে।"

অশোচ্যের জন্য যে শোক তাহাই বিষাদ-যোগ। যাঁহাকে না পাইলে জীবন বাস্তবিকই শোচ্য, তাঁহার জন্য নিজেকে ঢালিয়া দেওয়াই মোক্ষযোগ। বিষাদযোগ হইতে মোক্ষযোগ পর্য্যন্ত যত কথা, শ্রীভগবানের প্রথম উক্তিটির মধ্যেই তাহার বীজ লুক্কায়িত আছে।

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" গীতার বীজমন্ত্র আমাদের জীবন-জমিতে পুষ্পফলে জয়যুক্ত হউক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চার

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা

(ক)

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুন প্রপন্ন হইয়া শ্রীভগবানের উপর মঙ্গল-পথ নির্দ্দেশের ভার অর্পণ করতঃ "তূষ্ণীং বভূব হ" নীরব হইলেন। শ্রীভগবান তখন গীতা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার পরেও অর্জ্জুন কিন্তু সুশীল শান্ত শিষ্যটির মত নীরবে আচার্য্যের কথাগুলি মানিয়া লইতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে অনেক কথা বলিয়াছেন—বুদ্ধিমান্ ছেলের মত কঠিন কঠিন প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন, যাহার ফলে বক্তার বক্তৃতা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। গীতা-গ্রন্থের যে রূপ হইয়াছে, অর্জ্জুন নীরব শ্রোতা হইলে কিছুতেই সে রূপ হইত না। বক্তা শ্রীভগবানের দিক্ হইতেই সাধারণতঃ গীতার আলোচনা হইয়া থাকে। শ্রীভগবান কি কি বলিলেন, তাহাই আমরা শুনিয়া থাকি। এই নিবন্ধে শ্রোতার দিক্ হইতে আমরা গীতা আলোচনার প্রয়াস পাইব অর্জ্জুন কি বুঝিলেন না, কি শুনিতে চাহিলেন, আর কি শুনিলেন তাহাই আমরা জানিতে চেষ্টা করিব।

অর্জ্জুন মাঝে মাঝে কথা বলিয়াছেন বলিয়া যে কোন-প্রকার বাগ্‌বাহুল্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে। মিতভাষায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি প্রয়োজনীয় সার কথাই বলিয়াছেন। কখনও কখনও সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া নীরবে পিপাসু শ্রোতার মতও কথা শুনিয়াছেন। সপ্তম, নবম, ত্রয়োদশ,* পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে অর্জ্জুন নির্ব্বাক্। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ—এই কয়েকটি অধ্যায়ের মধ্যে অর্জ্জুন বেশ কয়েকবার কথা বলিয়াছেন। ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে অর্জ্জুনের আবার কি কি জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইল, আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

উক্ত কয়েকটি অধ্যায়ের মধ্যে অর্জ্জুন মোট আঠারবার কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে পাঁচবার প্রার্থনা নিবেদন বা স্তুতি নতি করিয়াছেন, বাকী তেরবার নানাবিধ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। প্রশ্নগুলিকে প্রধানতঃ মুখ্য-প্রাসঙ্গিক ও গৌণ-প্রাসঙ্গিক ভেদে দুই ভাগ করা চলে। গৌণ-প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন মাত্র একটি। বাকী বারটি মুখ্য-প্রাসঙ্গিক প্রশ্নকে পুনরায় জিজ্ঞাসামূলক ও সংশয়মূলক ভেদে দুই ভাগ করা যায়। বারটির মধ্যে নয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসামূলক, অবশিষ্ট তিনটি প্রশ্ন সংশয়াত্মক। জিজ্ঞাসামূলক প্রশ্নগুলির উত্তর শ্রীভগবান সঙ্গে সঙ্গেই দিয়া দিয়াছেন। সংশয়মূলক প্রশ্নগুলির উত্তরেই অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। ইহা লইয়াই গীতার অধিকাংশ ভাগ কথিত হইয়াছে।

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসাজ্ঞাপক প্রথম প্রশ্ন (২।৫৪ মন্ত্রে)—

---

* ত্রয়োদশের প্রথমে যে অর্জ্জুনের প্রশ্ন, শঙ্কর, শ্রীধর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সেই শ্লোক ধরেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিতপ্রজ্ঞ কে ? উত্তর—মনোগত সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া যিনি আত্মাতে তুষ্টিলাভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন (৩।৩৬ মন্ত্রে)—মানুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাপ করে কেন ? উত্তর—রজোগুণজাত কাম ক্রোধ রিপুদ্বয়ের বশে। অর্জ্জুনের তৃতীয় জিজ্ঞাসা (৬।৩৩ মন্ত্রে)—চঞ্চল মনকে কিভাবে স্থির করা যায় ? উত্তর—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা। চতুর্থ জিজ্ঞাসা (৬।৩৭ মন্ত্রে)—যোগভ্রষ্টের কি গতি হয় ? উত্তর করিয়াছেন—সে পবিত্র পিতা-মাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখান হইতে সাধনা আরম্ভ করে ও সে কখনও নাশ প্রাপ্ত হয় না। অর্জ্জুনের পঞ্চম প্রশ্ন—অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম দুই মন্ত্রে সাতটি পারিভাষিক শব্দের অর্থ শুনিতে চাহিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাইয়াছেন।

(১) ব্রহ্ম কি ? যাহা অক্ষর অর্থাৎ অপরিণামী তাহাই ব্রহ্ম।

(২) অধ্যাত্ম কি ? ব্রহ্মের স্বভাব অর্থাৎ শক্তিবিশেষই অধ্যাত্ম।

(৩) কর্ম্ম কি ? জীবের কল্যাণ-কামনায় ত্যাগই কর্ম্মপদবাচ্য।

(৪) অধিভূত কি ? যাহা ক্ষরশীল তাহাই অধিভূত।

(৫) অধিদৈব কি ? প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই অধিদৈব।

(৬) অধিযজ্ঞ কি ? প্রত্যেক দেহে ভোক্তারূপে স্থিত 'আমি'ই অধিযজ্ঞ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৭) মৃত্যুকালে সমাহিতচিত্ত পুরুষদিগের দ্বারা তুমি কি প্রকারে জ্ঞাত হও? মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করিয়া যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি আমারই ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন।

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসামূলক ষষ্ঠ প্রশ্ন দশম অধ্যায়ের দ্বাদশ মন্ত্র হইতে। পরম পুরুষ যে তুমি, তোমাকে কিভাবে ভাবিব? উত্তরের ভাবটি এইরূপ—বিশ্বময় আমার বিভূতি। সেই বিভূতিস্বরূপ আমাকে ভাবিবে। বস্তুতঃ এই প্রশ্নের উত্তরেই দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগের বর্ণনা। অর্জ্জুনের সপ্তম জিজ্ঞাসা দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে—যে ভক্ত তোমাকে ভজনা করে, আর যে জ্ঞানী অব্যক্ত অক্ষর-পুরুষের উপাসনা করে, তন্মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? উত্তরে বলিয়াছেন, দুইজনেই আমাকে পাইবে, তবে ভক্তই শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ উপাসনার পথে ক্লেশের আধিক্য। অর্জ্জুনের অষ্টম জিজ্ঞাসা (১৪।২১ মন্ত্রে)—গুণাতীতের লক্ষণ ও গুণাতীত হইবার উপায় জানিতে চাহিয়াছেন। উত্তরে বলিয়াছেন, যিনি 'স্বস্থ' ও গুণদ্বারা বিচলিত নহেন তিনি গুণাতীত। অব্যভিচারী ভক্তিযোগে ভগবৎ-সেবা করিলে গুণাতীত হওয়া যায়।

অর্জ্জুনের নবম জিজ্ঞাসা (১৭।১ মন্ত্রে)—যাঁহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া পরন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজনাদি করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার? উত্তরে—বক্তা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার কথা বিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। সমস্ত অধ্যায়টি ঐ প্রশ্নের উত্তর বলা চলে। অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসামূলক প্রশ্ন এই নয়টিই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুনের প্রার্থনা নিবেদন, একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে একবার বিশ্বরূপ দর্শনের সাধ জানাইতে। এই প্রার্থনার ফলেই বিশ্বরূপ দর্শন। দর্শন-ফলে অর্জ্জুন দুইবার স্তব-স্তুতি করিয়াছেন (১৫-৩১ ও ৩৬-৪৬)। এই তিনবার ছাড়া আরও দুইবার কৃতজ্ঞতার ভাষায় স্বকীয় মনের অবস্থা নিবেদন করিয়াছেন। একবার (১১।৫১ মন্ত্রে) বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হওয়ার পর পুনঃ মনুষ্যরূপে দেখা পাইয়া যে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন তাহা জানাইয়াছেন; আর সর্ব্বশেষে সমগ্র গীতা শ্রবণান্তে যে মোহ-শূন্য ও গত-সন্দেহ হইয়া স্ব-ভাবে স্থিত হইয়াছেন এবং হৃষীকেশের কথানুসারেই কার্য্য করিবেন, এই কথা নিবেদন করিয়াছেন (১৮।৭৩ মন্ত্রে)। নিবেদনাত্মিকা কথা অর্জ্জুনের মুখে এই পাঁচবারই।

অর্জ্জুনের সংশয়মূলক প্রশ্ন তিনটি। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র। এই প্রশ্নত্রয়ের উত্তরে শ্রীভগবানকে অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ এই প্রশ্নত্রয়ের উত্তরের উপরেই গীতার বিশিষ্ট রূপটি অঙ্কিত হইয়াছে। এই প্রশ্নকয়টি কি এবং ইহাদের উত্তরে কি কি কথা বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, যে প্রশ্নটিকে আমরা গৌণ-প্রাসঙ্গিক বলিয়াছি, তাহাই বিবেচনা করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌণ-প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

অর্জ্জুনের গৌণ-প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি দেখা দিয়াছে চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ মন্ত্রে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীভগবান বলিতেছেন, "অর্জ্জুন! এই অব্যয়যোগ যাহা তোমাকে বলিলাম, তাহা আমি বিবস্বান্‌কে বলিয়াছিলাম। তিনি মনুকে বলিয়াছিলেন। মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকু হইতে রাজর্ষি-পরম্পরায় এই সব তত্ত্বকথা চলিয়া আসিতেছিল। মাঝে কালবশে মানুষ ইহা ভুলিয়া গিয়াছে। আজ আবার সেই পুরাতন সত্য—পরম রহস্যময় কথা তোমাকে বলিতেছি। তুমি আমার ভক্ত এবং সখা, তাই এইসব অতি গোপনীয় কথাও তোমার কাছে গোপন রাখিতেছি না।

স্থূল বিচারে মনে হয়, ভগবানের এই কথাগুলি যেন গ্রন্থাবয়বের সঙ্গে অখণ্ডভাবে যুক্ত নয় (৪।১-৩)। এসব কথা না বলিলেও গীতার কোন অঙ্গহানি হইত না। কিন্তু ইহার একটি প্রসঙ্গাধীনতা দেখান যায়। হঠাৎ কোন নূতন কথা বা ভাবধারা মানুষের রক্ষণশীল চিত্তবৃত্তি গ্রহণ করিতে নারাজ হয়। অর্জ্জুনের ভাব দেখিয়া যেন খানিকটা সেইরূপ আশঙ্কা করিয়া ভগবান বলিয়াছেন যে, তাঁহার এইসব কথা মোটেই নূতন কথা নহে। ইহা অনাদিকালের কথা। অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবনে পরীক্ষিত কথা, অনেক খ্যাতনামা রাজর্ষি কর্ত্তৃক সমাদৃত কথা।

যাহাই হউক, গৌণভাবে প্রসঙ্গাধীন হইলেও ভগবানের ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাগুলি অতি সুন্দর ভদ্র এবং সুষ্ঠু। ঐ সব কথার উপর কোন প্রশ্ন চলে না। কিন্তু অর্জ্জুনের কি বুদ্ধি হইল! তিনি ঐ কথার উপরেও একটা প্রশ্ন তুলিলেন।

বস্তুতঃ সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে যুক্তিযুক্ততার উপর—হেত্বাভাসবর্জ্জিত বাদবিচারের উপর। পৌরাণিকেরা মানিলেও, ন্যায়শাস্ত্রে ঐতিহ্য (tradition) কোন প্রমাণ নহে। তথাপি ভগবান তাঁহার কথাকে দাঁড় করাইবার জন্য রাজর্ষি-পরম্পরা ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া সেই ঐতিহ্যের সত্যতার উপর প্রশ্ন তোলা কোন প্রকারেই প্রসঙ্গাধীন নহে। অর্জ্জুন কিন্তু তাহাই করিলেন। তিনি বলিলেন "ওহে, এ কী কথা বলিলে? তোমার জন্ম হইল সেদিন, আর বিবস্বানের জন্ম হইল কতকাল পূর্ব্বে—তাঁহাকে তুমি সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে (আদৌ) এইসব কথা বলিয়াছিলে, তাহা আমি কিরূপে জানিব অর্থাৎ মানিয়া লইব?"

অর্জ্জুন কেবল ঐতিহ্যের সত্যতার উপরই প্রশ্ন তোলেন নাই। তাঁহার পূরোবর্ত্তী যে ব্যক্তিটি বক্তৃতা করিতেছেন তাঁহারই বাক্যের সততার উপর কথা আনিয়াছেন। কাজেই অর্জ্জুনের প্রশ্নে যেন প্রাসঙ্গিকতার অভাব দৃষ্ট হয়। তাই ইহাকে আমরা গৌণ-প্রাসঙ্গিক বলিয়াছি।

সখার কথাটি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করিতে পারিলে আর এ প্রশ্নের অবকাশ থাকিত না। প্রশ্নটি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিল না; আমরা ভাবিলাম, এ কি! "শিষ্যস্তেঽহং" বলিয়া যাঁহার চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার একটি অতি নির্দ্দোষ উক্তির উপর, "কথং এতদ্বিজানীয়াম্" এইরূপ প্রশ্ন অর্জ্জুন তুলিলেন কেমন করিয়া? যিনি কথা বলিতেছেন তিনি যে ভগবান, সবই তিনি পারেন, এই সহজ কথাটুকু কি অর্জ্জুন বুঝেন না? তিনি কি তবে সত্যই মোহগ্রস্ত?

প্রশ্নটা ভাল লাগিল না বটে, কিন্তু উত্তরটি যখন শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইল, তখন একটা অভিনব সন্দেশ পাইয়া আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়া গেলাম। অর্জ্জুন তো একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। স্বয়ং বেদব্যাস, অন্যান্য ঋষিবর্গ ও বিশ্বের নরনারী সকলেই এই প্রশ্নের উত্তরে নূতন কথা শুনিলেন। এমনই নূতন সে কথা, যাহা কেহই জানিত না। এমন কথা কেহ কোন দিন শুনিতে আশাও করিতে পারেন নাই।

শ্রীভগবান বলিলেন, "অর্জ্জুন! তোমার আমার বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে। আমি সে সবই জানি, কিন্তু তোমার কিছুই মনে নাই।" শ্রীভগবানের কথাটি শুনিয়াই মনে হইল, তিনি বুঝি জন্মান্তরবাদের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অর্জ্জুনেরও বহু জন্ম হইয়াছে একথা জন্মান্তরবাদের কথাই; কিন্তু পাছে অর্জ্জুনের বহু জন্ম ও নিজের বহু জন্ম এক পর্য্যায়ে পড়িয়া যায় তাই নিজের বৈশিষ্ট্য কহিতেছেন। অর্জ্জুনের মধ্যে একটি আবরণাত্মিকা অজ্ঞতা আছে। সেই হেতু সে সবই ভুলিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে, তাঁহার নিজের মধ্যে একটি নিরাবরণ জ্ঞানের আলোক এমন ভাবেই প্রজ্জ্বলিত আছে যে, তাঁহার কিছুই ভুল হয় নাই। অর্জ্জুনকে পার্শ্বে রাখিয়া আপন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনে আমরা বুঝিলাম ইহা জন্মান্তরবাদ হইতেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন রহস্যময় কথা। কথাটি জানিতে আমাদের আকূতি জাগিল। অমনি বলিতেছেন,—

"অর্জ্জুন! আমার জন্ম নাই, আমি অজ। আমার কোন পরিণাম নাই, আমি অব্যয়। আমি সমস্ত ভূতগণের চালক, ঈশ্বর বা নিয়ন্তা পুরুষ—এবম্ভূত হইলেও আমার জন্ম বা আবির্ভাব অসম্ভব হয় না। কারণ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া নিজ মায়াশক্তি দ্বারা আমি প্রকটিভূত হই।"

শ্রীভগবানের উক্তিটি শুনিয়া আমরা বুঝিলাম যে, ঈশ্বরের অবতারবাদের প্রসঙ্গ হইতেছে। অবতারবাদের বিরুদ্ধে যত প্রকার পূর্বপক্ষ উঠিতে পারে, সবগুলিকে খণ্ডন করিয়া নিজ আবির্ভাবের সত্যতা স্থাপন করিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা অবতারবাদ মানেন না, তাঁহারা আর যত কথাই বলুন—তাঁহাদের মূল কথা তিনটি। (১) অজ যিনি, তাঁহার জন্ম হইবে কি করিয়া? (২) অপরিণামী যিনি, তাঁহার বাল্য, কৈশোরাদি পরিবর্ত্তন হইবে কি করিয়া? (৩) জগন্নিয়ন্তা যিনি, তিনি নিয়ন্ত্রিত জগতের মাঝে পুনঃ প্রবেশ করিবেন কি প্রকারে? এই তিনটি যুক্তিকেই যথাযথভাবে উল্লেখ করিয়া ইহাদের বাধকত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। "অজোঽপি" "ভূতনামীশ্বরোঽপি"—এই দুইবার "অপি" শব্দ প্রয়োগ করিয়া অসম্ভবতাকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার আসার বিরুদ্ধে যুক্তি আছে কিন্তু তাহাতে তাঁহার আসা ঠেকায় নাই। তিনি যুক্তির অতীত পুরুষ। যুক্তিতে তাঁহাকে নাগাল পাওয়া যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে তাঁহার অবতরণের রহস্যটি দুইটি কথায় বলিলেন। নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া ও আত্মমায়া-শক্তিদ্বারা। একটি যেন রথ আর একটি যেন তার অশ্ব। আমার স্বকীয়া প্রকৃতির মহারথে আরোহণ করি, আর আত্মমায়া তুরঙ্গ গুকে চালাইয়া লইয়া যায়। তাঁহার প্রকৃতি তিনটি। একটি প্রকৃতি জগৎ, ভূম্যাদি ভূতময় (৭।৪), আর একটি প্রকৃতি জীবভূত (৭।৫), সে জগৎ ধারণ করে।

এ ছাড়া আরও একটি স্বীয় প্রকৃতি আছে। সেইটি অন্তরঙ্গা শুদ্ধসত্ত্বময়ী। অবতরণ কালে তাহাতে তিনি অধিষ্ঠান করেন। আর সেটি গতিময়ী হয় যে মহাশক্তিতে, সেটি তাঁর আত্মমায়া। একটি মায়া আছে গুণমায়া (৭।২৪) এ সেটি নহে। এ হইল নিজমায়া—ইহার নামান্তর যোগমায়া (৭।২৫) বা লীলাশক্তি। এসব রহস্য গীতায় অপ্রকাশিত কেবল ইঙ্গিত মাত্র। বিশেষ জানিতে হইলে ভাগবত অনুসন্ধেয়।

ভগবান যে আসেন এ পর্য্যন্ত আর এ কথাটি শোনা যায় নাই। সংহিতা, উপনিষদ্, তন্ত্র, আগম-নিগম এ পর্য্যন্ত অর্থাৎ গীতা বলিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই। এই প্রথম শোনা গেল এবং শোনা গেল স্বয়ং অবতারীর শ্রীমুখ হইতেই, যাহাতে সংশয়ের আর অবসর না থাকে। শোনা গেল যুক্তির সহিত—বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তির অসারতাজ্ঞাপক বিজ্ঞাপন সহিত। যাহাতে কোথাও আর সংশয়ের রেখাটি পর্য্যন্ত না থাকে। এই সংবাদে জগজ্জীব লাভবান্ হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল তাহাই নহে, অর্জ্জুনও লাভবান্ হইলেন, ভগবানেরও লাভ হইল। যাঁহার কথা শুনিতেছেন তিনি যে কে, তাহা আনুষ্ঠানিকভাবে অর্জ্জুনের এ পর্য্যন্ত জানা হয় নাই। বক্তৃতা চলিতেছে কিন্তু বক্তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তাহাতে বক্তা শ্রোতা উভয়েরই উদ্বেগের কথা। শ্রোতা ভাবেন, এত সুন্দর কথা বলিতেছেন—ইনি ব্যক্তিটি কে? বক্তা ভাবেন, আমি অজানা লোক, হয়ত আমার কথার যথোচিত মূল্য হইতেছে না। বস্তুতঃ বক্তা শ্রোতার মধ্যে একটি পরিচয়ের ভাব বিদ্যমান থাকা একান্ত আবশ্যক। না লইলে কথা যেন জমিয়া উঠে না।

গীতার বক্তার আত্মপরিচয় (self-introduction) হইল। তাহা ছাড়া উপায় কি। তাঁহাকে পরিচিত করার যোগ্যতা একমাত্র তাঁহারই আছে। তাই তো অর্জ্জুন কহিয়াছেন— "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম" নিজের খবর নিজেই জান তাই খবর দিয়াছ। বেদব্যাসও সুখী হইলেন। বক্তাও তৃপ্ত হইলেন। নিজেকে জানান হইল। এখন হইতে "ব্রহ্ম" "ঈশ্বর" "অহং" একই অর্থে প্রয়োগ করা চলিবে। একটা বাধ-বাধ ভাব—একটা সংকোচ কাটিয়া গেল। অর্জ্জুনও উল্লসিত হইলেন, বক্তাকে জানিয়া জগজ্জীবও কৃতার্থ হইল। স্বয়ং অবতারীর মুখে অবতারতত্ত্ব কীর্ত্তিত হওয়ায় গীতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল, গীতার গান জমিয়া উঠিল। এত সব হইল অর্জ্জুনের একটা সাধারণ প্রশ্নে। ভক্তের কোনও একটি প্রশ্নও ব্যর্থ নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর হইয়া গিয়াছে। ভগবানের কথা কিন্তু শেষ হইতেছে না। আমার বহুবার আসা হইয়াছে এবং আমি ভগবান হইলেও ভবমঞ্চে প্রকটিত হই—এই পর্য্যন্তই অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তের যথেষ্ট। কিন্তু উত্তর দাতা নিবৃত্ত হইতেছেন না, তাঁহার অবতরণটি যে একটা অতীত বা বর্ত্তমান ঘটনা মাত্র তাহা নহে. ইহা একটা নিত্য ঘটনা। তাই বলিতেছেন, "আমি আসিয়া থাকি।" কেবল যুগে যুগে নহে, "যদা যদা হি—" যখন যখন দরকার তখনই আসি। দরকারটা যে কি তাহাই বলিতেছেন,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানব-নেত্রের গোচরীভূত হই। প্রথম উদ্দেশ্য সাধুদিগের পরিত্রাণ করা। সাধু কাহারা? যাঁহারা ভজনশক্তি প্রভাবে মুক্তি-সুখেরও অপেক্ষা-শূন্য, তাঁহারাই প্রকৃত সাধুপদবাচ্য। প্রশ্ন জাগে এইরূপ সাধুগণের আবার পরিত্রাণ কি? বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, তাঁহার একান্ত ভক্ত-সাধুগণের মধ্যে তাঁহার দর্শনের উৎকণ্ঠায় যাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, দর্শন দানে তাঁহাদের সেই বিরহ-দুঃখ বিনাশ করাই সাধুগণের পরিত্রাণ।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল দুষ্কৃতগণেব বিনাশ। ভগবদ্ভক্তকে যে পীড়াদান করে সেই প্রকৃত দুষ্কৃত। সেই ব্যক্তি যদি তিনি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি দ্বারা বধ্য না হয়, তবেই তাঁহাকে আসিতে হয়। তৃতীয় উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম-সংস্থাপন। সকল মনুষ্যের ধর্ম্ম যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মানবত্ব" তাহারই ভিত্তিতে সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছাড়া যাহা অন্যে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না, সেই পরম ভক্তিধর্ম্ম সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করিতে আসেন। ভক্তিদেবীর ক্রোড়েই মানবত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়। এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আসেন—গীতার এই বিশ্ববিখ্যাত বার্ত্তা, এই পরম আশাপ্রদ সংবাদ, একটি গৌণ-প্রাসঙ্গিক প্রার্থনায় পাওয়া গেল।

কথাটি বলিবার জন্য বক্তার অত্যন্ত আগ্রহ। তাই অজিজ্ঞাসিত হইয়াই বলিয়াছেন—"আমি আসি"। এই কথাটিকে পরম রহস্যময় করিয়া কহিয়াছেন—"তদাত্মানং সৃজাম্যহম্" আপনাকে সৃজন করি। এই কথা রহস্যময় বটে। একবার অধ্যক্ষরূপে থাকিয়া প্রকৃতি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন (৯।১০), আবার সৃষ্টিকে চালাইবার জন্য তন্মধ্যে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক নিজেকে সৃষ্টি করেন। তারপর জীবান্তর্য্যামী সর্ব্বজনহৃদয়ে প্রবেশ করেন (১৮।৬১) এবং যন্ত্রারূঢ় অর্থাৎ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত তাহাদিগকে ভ্রমণ করান। তারপর এই বিশ্বের সাজান বাগানে আর একবার আপনাকে সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়া দেন। জীবদেহ সৃষ্টি করে জীবের কর্ম্মফল। তাঁহার চিন্ময় দেহ প্রকটন করেন তাঁহার চিচ্ছক্তি। চিদ্বিভূতিমূর্ত্তিখানা তাঁহার নিত্য মায়াস্পর্শশূন্য, শুধুই চৈতন্যসত্তার বিলাস। "আত্মানং সৃজাম্যহম্" বাক্যের মধ্যে এই সব রহস্য নিহিত আছে।

এ সব যে অর্জ্জুন একটু চেষ্টা করলে বুঝিতে পারিবেন, তাই ভারত—"ভা" = জ্ঞান, তাহাতে "রত" প্রীতিযুক্ত তুমি—এই বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার যোগ্যতাকে সজাগ করিয়া দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নোত্তরে যাহা বলা প্রয়োজন তদপেক্ষা অনেক বেশী কথা বলা হইয়া গিয়াছে। কথা বলা কিন্তু শেষ হইতেছে না। ভগবান আত্মবশে নাই। কৃপাশক্তির বশীভূত হইয়াছেন। তাই বলিতেছেন—অর্জ্জুন, আমার যে জন্ম এবং কর্ম্ম তাহা দিব্য (৪।৯), পার্থিব (mundane) নহে। ইহা দিব্য (celestial) অথবা ক্রীড়ার্থক দিব্‌ ধাতু ধরিয়া আমার জন্ম কর্ম্ম ক্রীড়াময় লীলামাত্র। ইহা বাধ্যতামূলক কোন কর্ম্ম নহে, ইহা একটা sport; duty নহে। "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং"—আমার কর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই নাই। মানুষ যেমন খেলাচ্ছলে অনেক কিছু করে (লোকবৎ), শিশু যেমন নাচে নব শক্তির উন্মেষে উল্লাসের আতিশয্যে, আমি সেইরূপ আসি—জন্মি—কর্ম্ম করি। আমার শক্তি অফুরন্ত। তাহার একাংশেই জগৎ স্থিত (১০।৪২)। অপর তিন অংশ দিব্যলোকে আছে (ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি)। সেই জগদতীত অমৃতময়ী শক্তি প্রকাশের একটা (outlet) পথ খোঁজে। তাই সৃষ্ট-জগতের মধ্যে আবার নিজেকে সৃজন করি, প্রকটিত হই। তাই আমার জন্ম কর্ম্ম দিব্য—ইহা শক্তির আতিশয্যে ভরপূর—(overflow or exuberance of energy).

এই দিব্য জন্ম কর্ম্ম যে জানে, হে অর্জ্জুন, তাহার জন্ম-কর্ম্ম আর থাকে না। দেহান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

যাঁহাকে পাওয়া কিছুতেই যায় না, কত দুশ্চর তপশ্চর্য্যা দ্বারাও যাঁহার সন্ধান মিলে না, দুরত্যয়া মায়াকে লঙ্ঘন করিয়া যাঁহাকে পাওয়া একরূপ অসম্ভব, তাঁহাকে পাওয়ার একটা সহজ পথের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধান মিলিল। পথটি কি? তাঁহার জন্ম কর্ম্ম জানা। জানিলেই হইল—এতই সহজ? না অত সহজ নয়। ঐ সব জানিতে হইবে তত্ত্বতঃ। এই তত্ত্বতঃ জানা ব্যাপারটা যে কি তাহা ক্রমশঃ ব্যক্ত হইবে।

(৩)

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসাবোধক প্রশ্ন নয়টি ও গৌণ-প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন একটি আলোচিত হইয়াছে। এইবার সংশয়াত্মক প্রশ্নত্রয়ের বিষয় বক্তব্য।

অর্জ্জুনের সংশয়াত্মক প্রশ্নত্রয়ের উত্তরই গীতার মুখ্যাংশ ব্যাপিয়া আছে। অর্জ্জুন এই প্রশ্নগুলি না তুলিলে গীতাগ্রন্থের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইত। হয়তো খানিকটা অনুগীতার অনুরূপ হইত। গীতা পড়িলে মনে হয়, খুব "প্রাকৃটিক্যাল" কথা প্রাণবন্ত ভাষায় কথিত হইতেছে। এইরূপ মনে হইবার কারণ অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন কয়টি।

শ্রোতার মনের সংশয় বক্তার নিকট একটা আঘাত বা বাধা সদৃশ। বাধা পাইলে জলের বেগ যেমন বাড়িয়া যায়, বাড়িতে বাড়িতে মরা নদী তাজা খরস্রোতা হইয়া উঠে, অর্জ্জুনের সংশয়ের বাধায় ভগবানের কথা-প্রবাহও তেমনি বেগময়ী ও প্রাণবন্ত হইয়াছে। সুতরাং ঐ প্রশ্নগুলি কেবল যে গীতার মূর্ত্তি বা দেহ দিয়াছে তাহা নহে, দেহে প্রাণশক্তি আধানেও অনেক সাহায্য করিয়াছে। বক্তার চাইতে শ্রোতার দানও নিতান্ত কম নহে। শ্রোতা নিশ্চেষ্ট নহেন, খুবই আগ্রহান্বিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুনের তিনটি প্রশ্নে একটিই কথা। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে অর্জ্জুনের যে প্রশ্ন তাহাই মূল প্রশ্ন। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়টি "স্থাণু", একটা অচল হ্রদের মত। তৃতীয় অধ্যায়ের ঐ প্রশ্নের পর হইতেই তাহা হইতে একটি বেগবতী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় শ্রুতিবাক্যের মত প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ জলরাশি, তাহা তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্নের ঝটিকায় যেন তরঙ্গায়িত হইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া তীর-ভূমি প্লাবন করিতে অভিযান সুরু করিয়াছে। বস্তুতঃ গীতার ইহাই রূপ। গীতা যেন একটি বেগবতী তটিনী। এই বেগ তৃতীয় অধ্যায় হইতে বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

অর্জ্জুন বলিতেছেন, "হে জনার্দ্দন! যদি কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে তুমি আমাকে এই "ঘোর" কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছ কেন? তোমার বাক্যগুলি ব্যামিশ্র। তোমার স্ববিরোধী (*contradictory*) উক্তিতে আমার বুদ্ধি যেন মোহগ্রস্ত হইয়া যাইতেছে। কথা যেটি ঠিক সেইটি বল। যেটি খাটি সেইটি নিশ্চয়পূর্ব্বক উপদেশ কর, যাহাতে আমার জীবনে কল্যাণ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে এই প্রশ্নের পর উত্তরে শ্রীভগবান তৃতীয় চতুর্থ অধ্যায়ে যাহা বলিবার বলিয়াছেন। কিন্তু দুইটি অধ্যায়ের বক্তৃতায় অর্জ্জুনের ঐ সংশয় একবিন্দুও দূরীভূত হয় নাই। হইলে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রেই আবার ঐ একই প্রশ্ন তুলিবেন কেন? পুনরায় পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা শুনিতে পাই, অর্জ্জুন বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি একবার কর্ম্ম-সন্ন্যাসের কথা বলিতেছ, আর একবার কর্ম্ম-যোগের কথা বলিতেছ। কর্ম্ম ত্যাগ কর, আর কর্ম্ম কর এই দুইটি কথা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। ইহাদের মধ্যে যেটি শ্রেয়ের পথ সেটি নিশ্চিতভাবে বল।"

একই প্রশ্ন। প্রশ্নে বোঝা যায়, প্রশ্নের উত্তর কতটুকু হইল। এই দৃষ্টি হইতে বিচার করিলে শ্রোতার পক্ষে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় ব্যর্থ হইয়াছে। অর্জ্জুনের বুদ্ধির নৌকা নদীর যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। দুই ঘণ্টা দাঁড় টানা পণ্ডশ্রম হইয়াছে। বুঝি বা, নোঙ্গরটিই তোলা হয় নাই।

তাহার পর একাদশ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে আমরা শুনি, অর্জ্জুন বলিতেছেন—"আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি পরম গুহ্য যে অধ্যাত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছ, তাহাতে আমার মোহ কাটিয়া গিয়াছে।" অর্জ্জুনের কথায় আমরা আশ্বস্ত হইয়া শ্রীপদ্মনাভের মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত গীতামৃত আস্বাদন করিতে লাগিলাম। গীতার সপ্তদশ অধ্যায় শেষ হইয়াছে। অষ্টাদশের প্রারম্ভে শুনি অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে মহাবাহো, আমি সন্ন্যাসের তত্ত্বটি জানিতে ইচ্ছা করি। হে কেশিনিসূদন, আর পৃথক করিয়া ত্যাগের তত্ত্বটিও জানিতে চাই।"

আশ্চর্য্য কথা বটে। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শ্রবণের পর অর্জ্জুনের একি জিজ্ঞাসা! সমস্ত গ্রন্থ ভরিয়াই তো কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি ও কর্ম্মত্যাগের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, আবার তাহাদের কথা শুনিতে চাওয়া কেন? তবে অর্জ্জুন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি কথা বলিয়াছেন "পৃথক্"—সন্ন্যাসের আর ত্যাগের কথা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া শুনিতে চাই। দুইটাকে জড়াইয়া দুর্ব্বোধ্য করিয়া নহে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেও যে প্রশ্ন শুনিয়াছি—সবশেষে এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে সেই জিজ্ঞাসাই রহিয়াছে। কেবল দুই স্থানের ভাষায় কিছু পার্থক্য।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্নটার মধ্যে ঝাঁজ আছে। একরকম ছাত্র দেখা যায়—মেধা আছে, কিন্তু মুখ নাই। আর একরকম ছাত্র দেখা যায়—মাথা নাই, কিন্তু মুখ আছে। কিন্তু অর্জ্জুন উভয় গুণেই গুণী ; অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ মেধাবী এবং বাক্‌পটু। অর্জ্জুনের মাথাও পরিষ্কার, শিক্ষককে ভাবাইবার মত আবার চোখা প্রশ্ন করিতেও তিনি পারদর্শী।

অর্জ্জুন বলিয়াছেন, "জনার্দ্দন হে, তোমার কথাগুলি গোল-মেলে। নিজের মাথা ঠিক করিয়া কথা বল। আমার মাথা খারাপ করিও না। তোমার কাছে উপদেশ প্রার্থী হইয়াছি কল্যাণের জন্য, ঘোলাজল আরও ঘোলাটে করিবার জন্য নয়।" একদিন শ্রীচৈতন্যদেব পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন—

"ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥"

অর্জ্জুনের কথাগুলিও প্রায় সেই ধরণের। কোনও উপদেষ্টার উপর এর চাইতে বড় আঘাত ভদ্রতার সীমার মধ্যে থাকিয়া আর চলে না। অর্জ্জুনের সম্বোধনটা পর্য্যন্ত কঠোর। "জনার্দ্দন"—জনগণকে পীড়া দেওয়াই তোমার কার্য্য কিনা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই আমার পীড়িত বুদ্ধিকে আরও উৎপীড়িত করিতেছ। অর্জ্জুনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্নটির মধ্যে এইরূপ ঝাঁজ আছে। রজোগুণী ক্ষত্রিয় বীরপুঙ্গব তো বটেন, তেজ থাকিবেই।

ঐ প্রশ্ন যখন অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে করিয়াছেন, তখন "রজঃ" কাটিয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন তখন ধীর প্রশান্ত। জিজ্ঞাসুর সুর, তীক্ষ্ণতা নাই। কিন্তু প্রশ্নটি মূলতঃ সেই একই বিষয়ক। বোঝা গেল, সপ্তদশ অধ্যায় শোনা পর্য্যন্তও সংশয় সর্ব্বতোভাবে কাটে নাই। "কেশিনিসূদন", "হৃষীকেশ", "মহাবাহো" সম্বোধনগুলিরও ব্যঞ্জনা আছে। "তুমি কেশীর মত দৈত্যকে বধ করিয়াছ, আমার সংশয়-দৈত্যটাকে সমূলে নাশ করিতে পারিবে না কি? তুমি হৃষীকেশ, সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি—আমার মনরূপ ইন্দ্রিয়টি যে এখনও সম্পূর্ণ সোয়াস্তি লাভ করে নাই তাহা কি তুমি অবগত নও? তোমার বাহু যেমন বিশাল, বুদ্ধিও তেমনি ব্যাপক, আমার প্রতি প্রীতিও তেমনই গভীর। সেই ভরসাতেই কথা বলি। অনুগ্রহ করিয়া সংশয়ের শেষ রেখা মুছিয়া দাও।"

(৪)

একটা কথা মনে উঠে, সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্তও যদি অর্জ্জুনের সংশয় রহিয়াছে, তাহা হইলে একাদশ অধ্যায়ের প্রথমেই কেন বলিলেন—"মোহোঽয়ং বিগতো মম"—আমার মোহ কাটিয়া গিয়াছে। অর্জ্জুনের এই কথা কতকটা স্কুলের ছাত্রের মত ভাল করিয়া না বুঝিয়াই বুঝিয়াছি বলা। বুঝিয়াছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহ কাটিয়াছে—এই সব কথা বলার মধ্যে অর্জ্জুনের অবচেতনার একটা হেতু আছে।

যে বিভূতিযোগের কথা দশম অধ্যায় ভরিয়া শুনিলেন, সেইটি প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা জাগিয়াছে (দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপং)। গুরুবাক্য শ্রবণেই যদি কসুর থাকে তাহা হইলে আচার্য্য হয় তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবেন না। তাই দর্শন করিবার ব্যাকুলতা অর্জ্জুনকে বলাইয়াছে—"এখন আর কোন সংশয় নাই, এখন যোগ্য মনে করিলে একটিবার দয়া করিয়া দেখাও।"

অর্জ্জুনের মনে আশঙ্কা হইয়াছে, অযোগ্য মনে করিয়া না দেখাইতেও পারেন। তাই যতটা সম্ভব যোগ্যতার 'সার্টিফিকেট' দাখিল করার জন্য বলিয়াছেন, আমার মোহ গিয়াছে। আর যাইবেই বা না কেন? তুমি আমার প্রতি এতখানি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ ও এত সুগভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সব বলিয়াছ, যাহাতে ভুল ভ্রান্তি মোহ সংশয়—এ সব থাকিবার আর উপায় নাই। বিশ্বরূপ দর্শনের একান্ত ব্যাকুলতায় অর্জ্জুন অজ্ঞাতসারে ভগবানের প্রশংসা গাহিতেছেন।

বস্তুতঃ তাঁহার মোহ যে সর্ব্বতোভাবে কাটে নাই, সংশয়ের ক্ষীণ রেখা যে তখনও বিদ্যমান আছে, অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্নেই তাহা ধরা পড়িয়া গেল। অর্জ্জুন এখনও গতসন্দেহ হন নাই, ইহা দেখিয়া ভগবান কি ভাবিলেন বলা যায় না। কারণ তিনি কোন ভূমিকা না করিয়াই কথার উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অর্জ্জুন, তোমার সংশয় এখনও যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। এইরূপ কোন কথা বলা খুব মনোবিজ্ঞান-সম্মত নহে। এইরূপ কথা সংশয় দূরীকরণে আনুকূল্য করে না। তাই হয় তো কিছু বলেন নাই। তবে শেষভাগে অর্জ্জুনের দীর্ঘ নীরবতা হয় তো মনে আশঙ্কা জাগাইতেছিল। কারণ খুব বাচালতা যেমন অবুঝের লক্ষণ, গাছ পাথরের মত নীরবতাও তেমনি অনেক সময় তাহাই প্রমাণ করে।

অর্জ্জুনের অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত অধ্যায়গুলির সার কথাই সংক্ষেপে সংকলন করিয়াছেন। নূতন কথা আর কিছু বলিবার নাই বলিয়াই হয় তো কথিত কথার অনুকথন করিয়াছেন, অথবা নূতন কথা পাড়িলে আবার নূতন নূতন সংশয় জাগিতে পারে, এই আশঙ্কাতেই পুরাতনেরই নিষ্কর্ষ করিয়া থাকিবেন। তাহা ছাড়া গ্রন্থের শেষে বর্ণিত বিষয়ের একটা সারানুবাদ করার প্রাচীন রীতিও আছে। তাহাও সিদ্ধ হইল। সকল অধ্যায় অপেক্ষা এই অধ্যায় দীর্ঘতম।

অধ্যায়ের শেষের দিকে আসিয়া বক্তা নিজেই বক্তৃতা উপসংহার করিতেছেন। "ইতি" শব্দটি সমাপ্তিদ্যোতক। যখন বলিলেন, "ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং", তখনই বুঝিলাম কথা শেষ হইতেছে; যাহা কিছু বলিবার সবই বলা হইয়াছে। গীতার আরম্ভ হইতে শ্রীভগবানের যে সুর ছিল—"ইতি" দেওয়ার পর সেই আরম্ভের সুরটা তিনি বদলাইলেন। এ পর্য্যন্ত শুনিয়াছি অর্জ্জুনের প্রতি কঠোর আদেশ—"তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ" (২।৩৭)। এই সুরই আগাগোড়া চলিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু "ইতি"র পর দেখি যে আদেশের কঠোরতা তুলিয়া লইয়াছেন। বলিতেছেন,—

"বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু" (১৮।৬৩) আমি যাহা বলিবার বলিলাম। এখন যাহা করিবে না করিবে, সে দায়িত্ব তোমার। কেবল আমি বলিলাম বলিয়া করিবে না। "অশেষেণ" বিচার বিবেচনা করিয়া যাহা ঠিক মনে করিবে তাহাই করিবে।

অর্জ্জুন ভগবানকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন (শিষ্যস্তেঽহং) জগদ্‌গুরু ভগবান সদ্‌গুরুর যোগ্য ভাষাতেই কহিলেন—আমি আদেশ করিয়াছি বলিয়াই করিবে না। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিক সত্য এই জন্য করিবে। ইহা যে ঠিক তাহা তুমি নিজে যখন অনুভব করিবে তখনই ঠিক হইবে। আমার কথাগুলি কেবল তোমার ভাবনার, তোমার বিচারের, তোমার ধ্যানের সাহায্যার্থ।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য—
হৃদয়ে করিয়া ঐক্য"

শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্যের সঙ্গে হৃদয়ের বিবেকবুদ্ধির ঐক্য করিতে হইবে। তাহাই শুভ কর্ম্ম-প্রবৃত্তির জনক হইবে, শ্রীভগবানও তাহাই বলিতেছেন,—অর্জ্জুন, আমি তোমাকে যাহা কর্ত্তব্য বলিলাম। শাস্ত্র তোমাকে যাহা কর্ত্তব্য বলিতেছেন, "তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ" (১৬।২৪)— এখন শেষ সমাধান তোমাকেই করিতে হইবে। কারণ তোমার বুদ্ধি-শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তি—দুইয়েরই স্বাধীনতা আছে। যতক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না তুমি এই দুই শক্তির একতা সাধন করিতে পারিতেছ, ততক্ষণ তোমার কর্ম্ম সুষ্ঠু হইতেছে না। তাই বলিয়াছি, "বিমৃশ্য" অর্থাৎ বিচার করিয়া "যথেচ্ছসি তথা কুরু"—যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই কর।

এই কথার পর ভগবান অতি ধীরে বিনীত ভদ্রভাবে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"অর্জ্জুন, যে সব কথা বলিলাম তাহা একাগ্রচিত্তে শুনিয়াছ তো?" (কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা (১৮।৭২)। ভগবানের বিশ্বাস, তাঁহার কথাগুলি কেহ একাগ্রচিত্তে শুনিয়া থাকিলে তাহার সংমোহ আর থাকিতে পারে না। যদি অর্জ্জুনের মোহ এখনও না গিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে মনঃসংযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করে নাই; তাই বলিলেন, "একাগ্রভাবে শুনিয়াছ তো? অজ্ঞান-মোহ প্রকৃষ্টভাবে নষ্ট হইয়াছে তো? (কচ্চিদজ্ঞান-সংমোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় (১৮।৭২)। অর্জ্জুন, তুমি ধনঞ্জয়, ধনপতিকে অবহেলায় জয় করিয়াছ, কর্ত্তব্য বিষয়ে সামান্য অজ্ঞানতা, তাহাও নিশ্চয়ই জয় করিতে পারিবে।"

ভগবানের জিজ্ঞাসার মধ্যে আশঙ্কার একটা অস্পষ্ট রেখা আছে। কি জানি, অর্জ্জুন কি উত্তর করিয়া বসে। এইবার অর্জ্জুনের উত্তর সুস্পষ্ট, সুন্দর ও শোভন।

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥" ১৮।৭৩

উত্তরে ভগবান প্রীত হইলেন। আমরাও প্রীত হইলাম। প্রাণশীতলকরা কথা বটে। উত্তরের মধ্যে শেষের তিনটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। "করিষ্যে বচনং তব।" অর্জ্জুন যে কেবল বুঝিয়াছেন তাহা নহে, "করিবেনও।" তাঁহার বুদ্ধিই যে কেবল নির্ম্মল হইয়াছে তাহা নহে, ইচ্ছাশক্তিরও মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে। সৎশিক্ষকের শিক্ষাদানের ইহাই তো উদ্দেশ্য। কেবল বুদ্ধিকে মার্জ্জনা করা নহে, ইচ্ছাকেও কল্যাণ-উন্মুখী করা। কোন্‌টা উত্তম ইহা বোঝান অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য, কিন্তু তাহাতে শিক্ষার অর্দ্ধেক ফল মাত্র। যেটি উত্তম সেইটি করান, সেইদিকে ইচ্ছা-শক্তির গতি ফিরাইয়া দেওয়া—এইখানেই শিক্ষার পূর্ণতা। ভগবানের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ। তাই অর্জ্জুনের বুদ্ধি ও ইচ্ছা মিশাইয়া দিতে পারিয়াছেন। বুদ্ধির বিচার ও সিদ্ধান্ত এবং ইচ্ছার প্রবণতা ও প্রবৃত্তি—জ্ঞান আর কার্য্য (under-standing & will)—সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া এক হইলেই মানব, জীবনে অখণ্ডতার সন্ধান পায়। অর্জ্জুন স্বীয় অখণ্ড-সত্তার দেখা পাইয়াছেন (স্থিতোঽস্মি)। তাই তো বলিয়াছেন, মোহ কাটিয়াছে, এ সবই যে তাঁর কৃপানুগ্রহে (ত্বৎপ্রসাদাৎ), নিজ কর্ত্তৃত্বে নয়, এই অনুভবও আসিয়াছে। তাহা কি করিয়া হইল, তাহাই আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম অধ্যায় ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে প্রশ্নত্রয়, উহারা মূলতঃ একই প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই গীতার মুখ্য আলোচনা কেন্দ্রীভূত। অর্জ্জুন বলিয়াছেন, "জনার্দ্দন, তোমার বাক্য ব্যামিশ্র—গোলমেলে।" প্রথমে আমরা দেখিব, ভগবান এমন কি বিরোধী কথা বলিয়াছেন, যে জন্য অর্জ্জুন ঈদৃশ তীব্র আক্রমণ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে এমন কি কথা বলিয়াছেন, যে জন্য, তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভেই তিনি "তোমার ব্যামিশ্র বাক্য আমার বুদ্ধিকে আরও মোহযুক্ত করিতেছে"—এবম্বিধ দোষযুক্ত সমালোচনা করিবার সুযোগ পাইলেন? এই কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাই করা যাইতেছে। "অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা" আলোচনা করিতে করিতে আমরা এইখানে উপস্থিত হইয়াছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭২টি মন্ত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম দশটি ভূমিকা। একাদশ মন্ত্র—"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" হইতে শ্রীভগবানের উক্তি আরম্ভ হইয়াছে। "শ্রীভগবান উবাচ" প্রবন্ধে এইসব কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্রীভগবদুক্তি দুইভাগে বিভক্ত। মধ্যস্থলে অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছেন। এই প্রশ্নের পূর্ব্ববর্ত্তী (১১-৫৩) এই ৪৩টি মন্ত্র শ্রীভগবদুক্তির পূর্ব্বার্দ্ধ। অর্জ্জুনের প্রশ্নের পরবর্ত্তী (৫৫-৭২) এই ১৮টি মন্ত্র শ্রীমুখোক্তির শেষার্দ্ধ। প্রথমে পূর্ব্বার্দ্ধের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

পূর্ব্বার্দ্ধে তিনটি প্রকরণ। (১) সাংখ্য-প্রকরণ (১১-৩০), (২) স্বধর্ম্ম-প্রকরণ (৩১-৩৮), (৩) যোগ-প্রকরণ (৩৯-৫৩)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রকরণত্রয়ের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়, সামঞ্জস্য কিরূপ, উদ্দেশ্য কি ও বক্তব্য বিষয় কি কি—এই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

(১) সাংখ্য প্রকরণ। ইহা অভিনব বক্তৃতা। হঠাৎ ইহার জন্য কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। সম্মুখে বিষাদগ্রস্ত অশ্রুপূর্ণ আকুলেক্ষণ অর্জ্জুন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে শ্রীচরণে শরণাগত। তাঁহাকে উপদেশ দিতে মুখ খুলিয়াই ভগবান আত্মতত্ত্ব বিষয়ক অতি বড় বড় কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কেন করিলেন? সহজে বুঝা যায় না। অর্জ্জুনের সমস্যা তো আর কোন দার্শনিক সমস্যা নহে। ইহা তো সম্পূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত। যুদ্ধ করা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য। আত্মীয় স্বজনকে প্রীতির ব্যবহারে তুষ্ট করা, ভালবাসা, ইহা সামাজিক কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যে কর্ত্তব্যে বিরোধ। এই ক্ষেত্রে হঠাৎ শ্রুতির আত্মতত্ত্ব আরম্ভ হইল কেন?

কেন হইল এইটুকু বুঝিলেই গীতাশাস্ত্রের সার কথাটা বোঝা হইল। সমগ্র গীতাশাস্ত্রের একটা ব্যঞ্জনা আছে। প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেটি ধ্বনিত হইয়াছে। ব্যঞ্জনাটি এই, যে ভূমিকায় দ্বন্দ্ব সেই ভূমিতে তাহার সমাধান নাই। সমাধান রহিয়াছে এক ধাপ উর্দ্ধে। বাঙ্গালী ও বিহারীদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে। যতদিন বাঙ্গালীরা ও বিহারীরা নিজেদের বাঙ্গালী ও বিহারী ভাবিতে থাকিবে, ততদিন এই দ্বন্দ্বের শেষ নাই। উভয়েই নিজেদের ভারতবাসী ভাবিতে পারিলে ঐ দ্বন্দ্বের সমাধান অতি অবহেলায় হইয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক সিঁড়ি উপরে উঠিতে না পারিলে সমাধানের কোন পথই দৃষ্টিগোচর হইবে না।

ভারতবাসীর সঙ্গে আবার চীনবাসীর তীব্র বিরোধিতা থাকিতে পারে। আর এক ভূমি উর্দ্ধে উঠিয়া নিজেদের এসিয়ার অধিবাসী না ভাবা পর্য্যন্ত উহার সমাধান নাই। এশিয়াবাসীর সঙ্গে পুনরায় ইউরোপবাসীর বিরোধিতা থাকিতে পারে। তবে কি বিরোধের শেষ নাই? ভারতীয় ঋষিদের উত্তর,—আছে। একটা সর্ব্বোচ্চ দ্বন্দ্বাতীত চরম ভূমি আছে। সেই স্থানে স্থিত হইলে সকল বিরোধের সমাধান, সকল দ্বন্দ্বের চির অবসান।

আত্মতত্ত্বই সেই দ্বন্দ্বাতীত ভূমিকার কথা। সাংখ্য-প্রকরণে এই আত্মতত্ত্বই কথিত হইয়াছে। অর্জ্জুনের সমস্যা যাহাই হউক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না। সমস্যা যখন আছে, দ্বন্দ্বের আঘাতে বীর পুরুষ যখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, তখনই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি দ্বন্দ্বময় ভূমিতে অবস্থিত। কাজেই বিষাদগ্রস্ত তাঁহাকে হইতে হইবে। তাঁহার এই বিষাদের মাত্র সাময়িক নিরাকরণ না করিয়া আত্যন্তিক নিরাকরণ অর্থাৎ চির-দিনের মত সমূলে উৎপাটন করিতে হইলে তাঁহাকে দ্বন্দ্বাতীত ভূমিটি দেখাইয়া, তাহাতে তুলিয়া দিতে হইবে। ইহাই ঋষিপন্থা। শ্রীভগবানও ঋষিদের পথে চলিয়াছেন। তাঁহাকেই জানিয়া ঋষিরা যে-পথের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি সেই পথের কথাটাই তো বলিবেন।

আপাত-সমস্যা যাহাই হউক, শ্রীভগবানও মুখ খুলিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মতত্ত্ব কেন বলিতে আরম্ভ করিলেন তাহার কতকটা আভাষ আমরা পাইলাম। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, যে-সব কথা যে ভাবে বল্লিলেন, "শোকসংবিগ্নমানস" অর্জ্জুনের মাথায় কি তাহা প্রবেশ করিল ? ঐ সব কথা শুনিবার জন্য তিনি কি প্রস্তুত ছিলেন ? আমাদের তো মনে হয় শ্রোতা কথাগুলিকে হজম করিতে পারিতেছেন না। চতুর বক্তাও তাহা জানেন। জানেন বলিয়াই প্রসঙ্গটা বেশী দীর্ঘ করেন নাই। "দেহী নিত্য-মবধ্যোঽয়ং...." ইত্যাদি (২।৩০) শ্লোক পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" (২।৩১) শ্লোক কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে সমতল ভূমিতে অবতরণ করতঃ নূতন প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন।

"স্বধর্ম্মমপি" শ্লোক বলিতে বলিতে ভগবান স্বধর্ম্ম প্রকরণে অর্জ্জুনের ভূমিকায় নামিয়া আসিয়াছেন। তারপর আটটি মন্ত্র সহজ সরল সুন্দর ও শ্রোতার বোধগম্য। অর্জ্জুন এই সময় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। মনে মনে যেন বলিতেছেন, "সখে ! এ তো বেশ সুন্দর কথা। এতক্ষণ হিমাচলের তুঙ্গ শিখর হইতে কি বলিতেছিলে, কি যে বলিয়া গেলে মস্তিষ্কে যেন কিছুই প্রবেশ করিল না।"

আমরা অবশ্য গীতার বক্তামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিব, যে-কথা তোমার শ্রোতার মাথায় ভাল করিয়া ঢুকিল না, যাহা শুনিবার জন্য তিনি অপেক্ষমান ছিলেন না, সে কথা কয়টি এখানে বলিলে কেন ? ক্রমে, আরও পরে যথাযোগ্য স্থানে চরম কথা চরমে বলিলে সুষ্ঠু ও অধিকতর কার্য্যকরী হইত না কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তার উত্তর অবশ্যই আছে। উত্তরে যুক্তিও আছে। তিনি বলিলেন,—"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে কথা, যে কথা যথাযোগ্য স্থানে শতবার বলা হইবে, উপক্রমে একবার তাহাকে সংক্ষেপে বলিতেই হইবে। অষ্টম বর্ষীয় বালকের কর্ণে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণের মত, না বুঝিলেও বলিতে হইবে। বুদ্ধিগত না হইলেও শ্রুতিগত করাইতেই হইবে।"

চরম গন্তব্যস্থলের সংবাদ যাত্রার প্রাক্কালেই অবগত হইতে হইবে, নতুবা গাড়ীর খবর করিব কিরূপে? মহাসাধনার সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। প্রারম্ভেই একটা মডেল চাই। প্রবর্ত্তকের বোধগম্য না হইলেও ছকটির অঙ্কন ব্যর্থ নহে। বুদ্ধি হাতড়াইয়া বেড়াইলেও মনবুদ্ধির অজ্ঞাতসারে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ অন্তরপটে উহার প্রতিবিম্ব তুলিয়া লইবেন।

সাংখ্য-প্রকরণের বিশিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে ভগবান শ্রুতির বাছা বাছা মন্ত্রসমূহের নির্য্যাস তুলিয়াছেন। উপনিষদের বিষয়বস্তুই হইল দেহাতিরিক্ত আত্মার তত্ত্ব। "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" শ্লোকে ঋষিদর্শনের চরম কথা বলিয়াছেন। শ্লোকটি পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ছান্দোগ্যের এই মন্ত্র মনে পড়ে। "অথ চৈনং নিত্যজাতং" শ্লোক পড়িতে পড়িতে উপনিষদের "তরতি শোকমাত্মবিৎ" মন্ত্র মনে পড়িতে থাকে। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" গীতার এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই আকাশবৎ সর্ব্বগত "নিত্য বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ" (৩।৯) শ্বেতাশ্বতরের এই মন্ত্র পড়িতেছি মনে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্" ইত্যাদি শ্লোক কঠবল্লীর "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্, উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।" (কঠ ১।২।১৯) মন্ত্রটির হুবহু উদ্ধৃতি। গীতার "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" (২।২০) শ্লোকটিও তো কঠোপনিষদ্ হইতেই তোলা বলা চলে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" কঠ ১।২।১৮

গীতার "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং" (২।২৯) শ্লোকটিও শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি। এই যে শ্রুতির ভাষা—

"শ্রবণয়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥" কঠ ১।২।৭

অল্প কথায় বলা চলে যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাংখ্য-প্রকরণে "আশ্চর্য্য" বক্তা শ্রীভগবান কয়েকটি মাত্র মন্ত্রে সমগ্র শ্রুতির নির্য্যাস তুলিয়া পরিবেশন করিয়াছেন।

শ্রুতির নির্য্যাসই বেদান্ত। ভগবান তবে বেদান্তের কথাই বলিতেছেন। মুখে কিন্তু অর্জ্জুনকে কহিলেন, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" তোমাকে সাংখ্যের কথা বলিয়াছি। অধ্যায়টির নামও সাংখ্যযোগ। আমরা প্রকরণের নাম করিয়াছি সাংখ্য-প্রকরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাঁটী বেদান্ত কীর্ত্তন করিয়া সাংখ্য বলিতেছি বলা কেন? এও এক সমস্যা বটে।

আসলে কথা এই যে, গীতার সাংখ্য ও বেদান্তের লক্ষীভূত বিষয় অভিন্নই। অথবা যাহা একই কথা—যে জ্ঞান-ভূমিতে সাংখ্য ও বেদান্ত অভিন্ন, সেই ভূমিতেই গীতাশাস্ত্রের অবস্থিতি। সাংখ্য আর বেদান্ত আবার অভিন্ন হইল কবে? ভিতরের দিকে তারা চিরকাল অভিন্ন। বাহিরের দিকে সাংখ্য-দর্শনের মতামত ও বেদান্ত-দর্শনের মতামত এ দু'য়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। কিন্তু উভয় শাস্ত্রের ভিতরকার কথা একই। উভয় শাস্ত্রের সার কথা—আত্মা অজড়, অমৃত এবং অপরিবর্ত্তনীয় সত্য। আত্মা প্রকৃতির অতীত চৈতন্যস্বরূপ বস্তু। উভয় শাস্ত্রের এই ঐক্যের স্থানটিতে বেদান্ত ও সাংখ্য যেন ঝিনুকের দুইটি কপাট। সেই দুই কপাটের আড়ালে যে তত্ত্বজ্ঞানের মুক্তা গুপ্ত আছে, তাহা লইয়া ভগবান গীতার মন্ত্রমালা গাঁথিতে বসিয়াছেন। তাই সর্ব্বপ্রথমেই সেই সারাৎসার কথাটি অর্জ্জুনকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সাংখ্য-বেদান্তের—ঋষি-দর্শনের এই ভিতরকার গোড়ার কথাটি যে ঠিক, আত্মার যে শাশ্বত সত্তা আছে একথাটার প্রমাণ কি? ভগবান ইহার কোন প্রমাণ উপন্যাস করেন নাই। ইহা প্রমাণের বিষয় নহে বলিয়াই করেন নাই। আপনার কাঁধের গামছাখানা কত বড়, জিজ্ঞাসা করিলেই আপনি হাতে মাপিয়া বলিলেন, "তিন হাত।" আপনার হাতখানা যে এক হাত তাহার প্রমাণ কি জিজ্ঞাসা করিলে আপনি হাসিবেন, ছাড়া আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি করিবেন ? সকলকে মান দিয়া প্রমাণিত করিবে যে, তাহার মান দিবে কে ? অগ্নি কাষ্ঠকে পোড়ায়, অগ্নিকে কাষ্ঠ দিয়া পোড়াইবে কে ?

অতএব গীতার মুখবন্ধে আত্মতত্ত্ব প্রকরণে যে পরম জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, তাহা বিচার-মুখে স্থাপনীয় কথা নহে। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার বস্তু। শ্রদ্ধাই জ্ঞানের প্রধান সোপান। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" প্রথম শ্রদ্ধার ভূমিকায় যে তত্ত্বটিকে ভরপূর বিশ্বাসে গ্রহণ করিতে হইবে, শেষে প্রজ্ঞার ভূমিতে তাহারই অপরোক্ষ অনুভূতি ও আস্বাদন। শ্রদ্ধা হইতে যাত্রা আরম্ভ, প্রজ্ঞার ভূমিতে তাহা পরিসমাপ্তি। ইহার মধ্যে সাধনের বহু স্তর আছে। অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হয়। সেগুলি এক্ষণে আলোচ্য নহে। এক্ষণে যে কথাটি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণীয় সেই কথাটি বলিতে হইবে।

সেই কথাটিই সাংখ্য প্রকরণে বলিতেছেন। সংক্ষেপে কথাটি—আত্মা "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" (২।২৪)। কথাটি ছোটই, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মত বিশেষ শক্তিশালী বটে। কথাটা দাঁড়াইল এই, আত্মার ধ্রুব অস্তিত্বে বিশ্বাসই হইল সাধনের প্রথম স্তর এই বিশ্বাস লোকের মুখে শোনা কথায় কিংবা যুক্তিতর্কের প্ররোচনায় বিশ্বাস হইলে চলিবে না। তাহাকে শ্রদ্ধা বলিব না। ওটি হইতে হইবে আপনার অন্তরতম প্রদেশের জানা কথায় বিশ্বাস। আপনি যখন পথ চলিতেছেন তখন আকাশের চন্দ্রটাও আপনার সঙ্গে চলে। কিন্তু চলিলেও আপনি যেমন জানেন চন্দ্র কিছুতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলে না, সেইরূপ সাধক জানিবে যে তাহার আবেষ্টনী, শরীর ও মন যখন পরিবর্ত্তিত হইতেছে তখন সেই পরিবর্ত্তনের দ্রষ্টা তাহার আত্মা পরিবর্ত্তিত হইতেছেন না। আত্মা স্থিরই আছেন। এটা শোনা কথাও নহে, যুক্তির কথাও নহে, অন্তরের জানা কথা। এই জানা কথাটার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসই শ্রদ্ধা।

শ্রোতার হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা উদয় করাইবার জন্যই প্রারম্ভে গীতার বক্তা এই সাংখ্য-প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রদ্ধার গর্ভেই সাধনার বীজ—অনুসন্ধিৎসা, উদ্যম, উৎসাহের অঙ্কুর লুক্কায়িত আছে। নদী তরঙ্গ-সঙ্কুলা। তরণীও পাকাপোক্ত নয়। কর্ণধারগণ পাড়ি জমাইতে সাহসী হয় না। ওপারের গন্তব্য স্থানটি যে কত রমণীয়, একটিবার দূরবীক্ষণ যোগে তাহাদিগকে দেখাইতে পারিলে ভাল হয়। তাহাতে তাহারা প্রলুব্ধ হইয়া নোঙ্গর তুলিয়া পাল জুড়িতে রাজী হইতে পারে। এদিকে সৈন্য-সমুদ্র, ওদিকে বিষাদ-সমুদ্র, অন্তরের দিকে সংশয়-সমুদ্র। ইহা উত্তীর্ণ হইয়া দ্বন্দ্বাতীত অমৃতত্বের তীরভূমিতে পৌঁছিতে হইবে। "কৈবর্ত্তক কেশব" যাত্রী অর্জ্জুনকে সেই অমৃতময় ভূমিখানি দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্যযোগ সেই দূরবীক্ষণ।

এই দূরবীক্ষণ যোগে গীতার বক্তা শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে কি কি লোভনীয় বস্তু দেখাইয়া দিয়া তাঁহার বিষাদিত চিত্তকে দ্বন্দ্বাতীত ভূমির দিকে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলেন, এখন তাহাই বলিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অর্জ্জুন, তোমার কথাগুলি জ্ঞানীর মত কিন্তু কার্য্য অজ্ঞানের মত। এ যেন মূর্খের মুখে পণ্ডিতি কথা। এই হইল শ্রীভগবানের প্রথম কথা। কথাটা শুনিয়া নিশ্চয়ই অর্জ্জুন খানিকটা থতমত খাইয়া গিয়াছেন। ঐরূপ কথা শুনিলে আপনি আমি যে কেহ অপ্রতিভ হইব। ঠিক ঐ সময় চতুর বক্তা তত্ত্বালোচনার দূরবীক্ষণখানি তাঁহার চোখের সম্মুখে ধরিলেন। দেখাইয়া দিলেও সকলে সকল সময় সকল তত্ত্ব দেখিতে পায় না। যিনি ভাবেন আমি পরম জ্ঞানী. তত্ত্ব বস্তু তাঁহার কাছে খুবই অস্পষ্ট। যিনি সত্যসত্যই অজ্ঞান, তাঁর অবস্থাও তথৈবচ। আর যিনি বস্তুতঃ জ্ঞানী হইয়া নিজেকে জ্ঞানহীন বলিয়া জানেন, তাঁহার চোখেই তত্ত্বজ্ঞানের দূরবীক্ষণ ভাল কাজ করে। শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন,—

"যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।"—কেন শ্রুতি (২।১)

অর্জ্জুন ভাল ভাল জ্ঞানগর্ভ কথা জানেন। জানেন যে তাহাও জানেন। কিন্তু যাহা জানেন তাহা যে তাঁহার অনুভূতিতে নাই, জীবনের বাস্তবতার মধ্যে নাই, তাহা এই প্রথম জানিলেন। নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িল। নিজ স্বরূপের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই আত্মতত্ত্ব দর্শনের প্রথম সিঁড়িতে উঠা হইল। শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্ত—"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রই অর্জ্জুনকে প্রথম সিঁড়িতে তুলিয়া দিয়াছে। জানি তাও নয়, জানি না তাও নয়—অর্জ্জুনের চিত্তের এই অবস্থা—"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।"—অর্জ্জুনের চিত্তকে এইটুকু উঁচুতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলিয়াই বক্তা তাঁহার সম্মুখে দর্শনতত্ত্বের দূরবীক্ষণখানি ধরিলেন—"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ"—ইত্যাদি।

পর পর কতিপয় শ্লোকে প্রধানতঃ চারিটি তত্ত্ব-বস্তু দেখাইয়া দিয়াছেন। (১) আত্মা অবিনশ্বর। (২) আত্মা ভিন্ন সবই (অনাত্মা) বিনশ্বর। (৩) দেহীর পুনঃ পুনঃ দেহান্তর ঘটে। (৪) অমৃতত্ব একটি বস্তু আছে তাহা লাভ করা যায়। এই চারিটি স্তম্ভের উপর আর্য্যশাস্ত্রের সনাতন সৌধ সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে কতিপয় মন্ত্রের মধ্যেই ভগবান তাহাদের দিগ্দর্শন করিয়াছেন।

অর্জ্জুন, তুমি আমি এই সব রাজন্যবর্গ—আমরা এই জন্মের পূর্ব্বে ছিলাম না এবং মৃত্যুর পরে থাকিব না, একথা সত্য নহে—অর্থাৎ আমরা চিরকালই আছি। তবে চিরকাল একই অবস্থায় নাই। বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু—পুনঃ জন্ম, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু—এইমত দেহ দেহান্তর পরিগ্রহরূপ নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আমাদের আত্মা চির-অপরিবর্ত্তনীয়ই আছে।

তোমার আমার আবেষ্টনীতে অগণিত বস্তু জগতে আছে। তাহাদের সত্তা আমরা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কবশতঃ জানিতে পারি। এক কথায় তাহারা "মাত্রাস্পর্শা"। ঐ সম্পর্কের সংবেদন কখনও অনুকূল, কখনও বা প্রতিকূল। অনুকূল হইলে সুখকর, প্রতিকূল হইলে দুঃখকর বলা হয়। ঐ সকলই "আগমাপায়ী"—একবার আসে, একবার যায়। কখনও স্থায়ী হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। অতএব কথা দাঁড়াইল, একমাত্র আত্মাই স্থায়ী—অবিনশ্বর। তদিতর যাহা কিছু, তাহাই অনাত্মা। তাহা সব অস্থায়ী—বিনশ্বর। ইহারই নাম আত্মানাত্মবিবেক, ভগবান অর্জ্জুনকে সংক্ষেপে এই কথা কয়টি বলিলেন। বলিলেন, ঐ সকল বিনশ্বর বস্তুর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলিয়া মিশিয়া আছে বলিয়াই আত্মার জন্ম-মৃত্যু আছে বলিয়া মনে হয়। ঐ মিলিয়া মিশিয়া থাকার মূলে আছে একটি হৃদয়গ্রন্থি। ঐ বাসনা গেলেই তার গ্রন্থি গেল। গ্রন্থি গেলেই আত্মার ঐ অনাত্মার সহিত ঐক্যভাব আর থাকে না। উহা যাহার না থাকে, সেই-ই তখন "অমৃতত্বায় কল্পতে"—অমৃতত্ব লাভ করে।

অমৃতত্ব আত্মার স্বভাবগত ধর্ম্ম। সেটি আচ্ছন্ন থাকে। অনাত্ম বস্তুতে আসক্তিহেতু সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বজনিত অজ্ঞানতা দ্বারাই ঐ আচ্ছাদনের কার্য্যটি হয়। এইটিই মৃত্যু। এই অজ্ঞানতা বা মৃত্যু কাটিয়া গেলেই আত্মা স্বভাবসিদ্ধ বিমলালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনই সে "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" (১৪।২৬), তাহাই "ব্রাহ্মী স্থিতিঃ" (২।৭২) বটে।

সুখ-দুঃখ "আগমাপায়ী" জানিয়া যে ব্যক্তি "সমদুঃখসুখং ধীরং" হয়, সেই-ই অমৃতত্বের অধিকারী। সমত্বই যোগ নামে কথিত—"সমত্বং যোগ উচ্যতে" (২-৪৮)। অতএব অমৃতত্ব লাভের উপায় হইল অতি সংক্ষেপে—"যুক্ত আসীত মৎপরঃ" (২।৬১— অর্থাৎ সমত্বরূপ যোগযুক্ত হইয়া "মৎপরঃ" হও। এই "মৎপরঃ" কথাটিই বীজস্বরূপ ; ইহার ফুল ও ফল গ্রন্থ ভরিয়া সাজাইবেন। শেষে "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" ইত্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সর্ব্বগুহ্যতম" বাক্যে পরিসমাপ্তি করিবেন। সমগ্র গীতাগ্রন্থে যাহা শুনিব, সেই সমস্ত কথারই বীজ বপন হইয়া গেল দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের যাহা অনুশাসন, তাহা বলা হইয়া গেল চুম্বকে। কঠশ্রুতির ভাষায়,—

"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥" ২।৩।১৫

এই সংসারেই যখন হৃদয়ের কামনাগ্রন্থিসকল নাশ প্রাপ্ত হয়, তখনই মরণশীল মানুষ অমরত্ব লাভ করে। ইহাই হইল নিখিল বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই সকল কথা যে সত্য, বক্তার মনঃকল্পিত নহে, সে সম্বন্ধে কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ চাই তো! পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রমাতার প্রমাণ মিলে না। শ্রীভগবান কিন্তু তবু একটি প্রমাণ, যেটি একমাত্র প্রমাণ সেইটি উল্লেখ করিয়াছেন—"তত্ত্বদর্শিভিঃ দৃষ্টঃ।" তত্ত্বদ্রষ্টা তাঁহারাই, যাঁহারা দেখিয়াছেন। ইহাই তো পরম প্রমাণ। যদি বল তাঁহারা কি দেখিয়াছেন, তদুত্তরে বলিতেছি—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

অসৎ বস্তুর ভাব নাই, সৎ বস্তুর অভাব নাই। যাহা থাকিবে না তাহাই অসৎ। তাহার ভাব বা সত্তা বা স্থায়িত্ব নাই। যাহা থাকে তাহাই সৎ। সৎবস্তুই নিত্য। তাহার অভাব কস্মিন্‌-কালেও নাই। ইহা তত্ত্বদর্শীদের দেখা-কথা। তোমার আমারও ইহা একেবারে অজানা কথা নয়। এই ধর, তোমার পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইল। ইহার মধ্যে তোমার দেহ মন বুদ্ধি ভাবনা ধারণা আদর্শ (পারিপার্শ্বিক বস্তুজাত), কাহার না পরিবর্ত্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে ? অপরিবর্ত্তিত আছে কেবল এই সকল পরিবর্ত্তনের জ্ঞাতা তুমি। এই জন্য এইটিই সৎবস্তু। এই বস্তুটি চিরদিনই থাকিবে। কোনও দিনও নাই, এমত হইবে না।

যদি বল, পিছনের দিকে পঞ্চাশ বৎসরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কে সৎ, কে অসৎ দেখিয়া বুঝিবার মত যোগ্যতা আমার নাই, তবে না হয় একটামাত্র দিনই দেখ। একটি দিন-রাত্রির মধ্যে তুমি আমি কখনও জাগিয়া থাকি, কখনও ঘুমাইয়া থাকি। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, কখনও দেখি না। একা আমি এই তিনটি অবস্থার মধ্যে থাকি—কখনও জাগ্রত, কখনও সুপ্ত (স্বপ্নযুক্ত) কখনও সুষুপ্ত (স্বপ্নহীন)। এই তিন অবস্থায় জাগিয়া থাকিবার কর্ত্তা যিনি, স্বপ্ন দেখিবার কর্ত্তাও তিনি, আবার স্বপ্ন না দেখিবার কর্ত্তাও তিনি। স্বপ্ন না দেখিয়া একা যিনি নিরালা পড়িয়া থাকেন, তিনি স্বপ্নে কতকগুলি মানসছবি ও জাগিয়া কতকগুলি জাগ্রতছবি দেখেন। জাগ্রত-কালের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-বস্তু কিংবা স্বপ্ন-কালের মনোগ্রাহ্য বিষয়-বস্তু সুষুপ্তি কালে কিছুই থাকে না। কাজেই ঐ সকল বিষয় বস্তু "আগমাপায়ী", অসৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। পুত্র-শোকাতুরা জননীর যে তীব্র দুঃখ, সুষুপ্তি-কালে তাহাও থাকে না। থাকে না যখন, তখন সে যতই তীব্র হউক না কেন, অসৎ বটেই। কিন্তু দুঃখ ছিল যাহার, আর না ছিল যাহার—সেই জননীর আত্মা একই, অপরিবর্ত্তনীয়।

এইরূপ সর্ব্বাবস্থায় যিনি থাকেন, তিনি থাকিবেনই। আর যাহা থাকে না, তাহা থাকিবেই না। ইহা তো প্রত্যেক দিনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানা কথা। রাত্রে যে সময়টুকু আমি স্বপ্ন দেখি না, সেই সময়টুকু আমি যে ঠিক কিভাবে থাকি তাহা অবশ্য আমি জানি না; কিন্তু আমি যে থাকি তাহা ঠিকই জানি। ঐ সময় ঠিক কিভাবে থাকা হয় তাহা যিনি জানেন, অপরোক্ষভাবে যিনি দেখিয়াছেন, তিনি তত্ত্বদর্শী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ন ত্বং শোচিতুমর্হসি"

শ্রুতির ভাষায় জাগ্রৎ-ভূমির নাম বৈশ্বানর-ভূমি। স্বপ্ন-ভূমির নাম তৈজস-ভূমি, আর সুষুপ্তি-ভূমির নাম প্রাজ্ঞ-ভূমি। আর নিরন্তর ঐ ভূমিতে যিনি স্থিত থাকেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ শুনিতে চাহিয়াছেন। ভগবান অনেক কথা বলিয়াছেন। যাহা বলিয়াছেন তাহার সার কথাটুকু এইভাবে বলা যায়—যিনি সুষুপ্তির ভূমিতে স্থিত হইয়া জাগিয়া থাকেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রাজ্ঞ-ভূমিকে যিনি জাগ্রত-ভূমিতে লইয়া আসিয়াছেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। সেই পুরুষই দ্রষ্টা বটেন।

দ্রষ্টা পুরুষের দর্শন ছাড়া ঐ বিষয়ে ভগবান আর একটি প্রমাণও উপন্যাস করিয়াছেন। "বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।"

অব্যয় বস্তুর বিনাশ ঘটাইবে কে? অব্যয় অর্থ যাহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই—যাহাতে অপচয় উপচয়ের সম্ভাবনা নাই—যাহা নিরংশ, নিরবয়ব, একরস—সেইরূপ বস্তুকে নাশ করিবে কে? কেমন করিয়া করিবে?

আপনি পথে আছাড় পড়িলেন, আপনার কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা চুরমার হইয়া গেল। হইবেই তো। ঘড়িটা যে একটা বস্তু নয়—কতকগুলি বস্তুর সংঘাত বা সমষ্টি। কাঁটা, চাকা, কাঁচ ইত্যাদি বহুবিধ বস্তুর সমন্বয়ে ঘড়িটার জন্ম—কাজেই ওর নাশ একদিন হইবেই হইবে। অংশগুলির যার যেথায় বাসাবাড়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে সেথায় চলিয়া যাইবে। ইহারই নাম ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা নাশ প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু নিরংশ, নিরবয়ব উপচয়-অপচয়-রহিত অব্যয় যে বস্তু, তাহা নাশ প্রাপ্ত হইবে কিরূপে? যাহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সকল বস্তুর কারণের কারণস্বরূপ, যাহা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছে ("যেন সর্ব্বমিদং ততম্" ২।১৭), সেই বস্তু বিনাশী হইবে ইহা কল্পনাও করা যায় না।

বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানও যখন পরমাণুকে চরম উপাদান বলিত, তখন তাহাকেই অবিনাশী বলিত। এখন কোন বিশিষ্ট প্রকার "এনারজি" বা শক্তিকে চরম উপাদান মনে করেন। এখন তাহারই অবিনাশিত্ব ঘোষণা করিতেছে—অর্থাৎ যাহা কারণের কারণ "যেন সর্ব্বমিদং ততম্" তাহা অবিনাশী হইবেই, এ যুক্তি অবৈজ্ঞানিক নহে। তফাৎ কেবল এই, বিজ্ঞান ঐ শক্তিকে অচেতন মনে করে, আর আর্য্যশাস্ত্র তাহাকে চৈতন্যময়ী মনে করেন—"যা দেবি সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।" "ইলেক্‌ট্রনের" চেতনা আছে এইরূপ ভাবনাও কোন কোন বৈজ্ঞানিক করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক, "বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি" এই চ্যালেঞ্জটা বর্ত্তমান বিজ্ঞান-মন্দিরের দুয়ারে দাঁড়াইয়াও উচ্চকণ্ঠে করা যায়। গীতার বক্তা স্বপ্নবিলাসী নহেন। বলেন যাহা, তাহা পাকাপোক্ত কথাই।

আত্মা অবিনশ্বর—চিরকালই আছে। এই "আছে" ক্রিয়ার কর্ত্তা দুই রকম হইতে পারে। এক হইল জন্মিয়া থাকা, আর এক হইল জন্মিয়া না থাকা। জন্মায় যাহা কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় থাকে, কিন্তু আগে জন্মিয়া পরে থাকে। আত্ম বস্তু তদ্রূপ নয়। বক্তা সেই কথাটি বলিতে ভুলেন নাই—"নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।" "অয়ং আত্মা ভূত্বা বা পুনঃ ন ভবিতা"—আত্মা জন্মিয়া বিদ্যমান থাকে না, অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিবার পর ইহার অস্তিত্ব হয় না। চির নবীনতায় ইহা চির-বিদ্যমান। আত্মার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু অস্তিত্ব বিকার নাই। যাহারা আগে জন্মিয়া পরে থাকে তাহাদের অস্তিত্ব-বিকার আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুরই বিকারময় অস্তিত্ব আছে, একমাত্র আত্মার অস্তিত্বই নির্ব্বিকার। এইরূপ বস্তুর জন্য শোক করা কিছুতেই উচিত নয়। ("ন ত্বং শোচিতুমর্হসি")।

এই সময় অর্জ্জুন মনে মনে বলিতেছেন,—"সখে! তোমার ঐ অবিনশ্বর আত্মা আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।" সখার মনের ভাব মুখের চেহারা হইতে বুঝিয়া লইয়া বাগ্মি-শিরোমণি যেন একধাপ নীচে নামিয়া কহিতেছেন, আত্মার অবিনশ্বরত্ব আপাততঃ নাই বা বুঝিলে, দেহটা যে বিনশ্বর ইহা তো বুঝিতে পারিতেছ। দেহের নশ্বরত্ব উপলব্ধি হইলেও শোকের কারণ তিরোহিত হইয়া যায়। নদীর জলরাশি বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। আজ যে-জলে স্নান করিলাম কাল আর সে জল থাকিবে না— স্নান করিতে করিতেই সে কোন্ অজানার মুখে ছুটিয়া গিয়া অসীমে আত্মদান করিয়াছে। এই "অপরিহার্য্যেঽর্থে"—কল্যকার স্নানের জলে অদ্য স্নান করিতে পারিলাম না বলিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে কোন্ মূর্খ?

ভগবানের কথার তাৎপর্য্য এই যে, চাই আত্মার নিত্যত্ব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাই দেহের অনিত্যত্ব—উভয়ই একই তত্ত্বের এপিঠ ওপিঠ, যে দিকেই দৃষ্টি দাও না কেন শোকের কারণ কিছুতেই থাকে না ; দৃষ্টিটা তাত্ত্বিক হইলেই "তরতি শোকম্" অবস্থায় পোঁছান যাইবে। আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পার না—অর্জ্জুন, সেটি কোন লজ্জার কথা নয়। বড় বড় পণ্ডিতেরাও আত্মতত্ত্বের বিরাট রহস্যের অর্গল খুলিতে পারেন না। তাই কেবল "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!!" বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন ; করিবেনই তো। যাহা—

"অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ"—

যাহা ধর্ম্ম হইতে আলাদা, অধর্ম্ম হইতে আলাদা, যাহা কার্য্য হইতে পৃথক্, অকার্য্য হইতে পৃথক্, যাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না তো কি করিবেন ? তবে ঐ বিস্ময়ানুভূতি যাহার যত অধিক, ঐ রহস্যের দুয়ার তিনিই ততটুকু ফাঁক করিয়াছেন। অব্‌জারভেটরী" যত উচু যায়গায় হয় ততই ভাল। ভগবান পরাবিদ্যার সর্ব্বোচ্চ মানমন্দির হইতে সাংখ্যযোগের দূরবীক্ষণে অতি নিকটবর্ত্তী হইলেও শ্রুতি যাঁহাকে "তদ্দূরে" বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই পরতত্ত্বকে যেন নিকটে আনিয়া দেখাইলেন। তারপর "আশ্চর্য্য"! "আশ্চর্য্য"!! বলিতে বলিতে ক্রমে নীচে নামিয়া আসিলেন। স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদি বলিয়া যেখানে অর্জ্জুন রথোপস্থে পড়িয়া আছেন সেইখানে তাঁহাকে ধরিলেন। এইবারে এখানে দাঁড়াইয়া কি বলিলেন তাহা ক্রমে স্মরণ করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বধর্ম্ম-প্রকরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের একত্রিংশ হইতে অষ্টাত্রিংশ (৩১-৩৮) মন্ত্রে স্বধর্ম্ম-প্রকরণ। এই প্রকরণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে সমভূমিতে বিরাজমান। তাই, শ্রীমুখের কথাগুলি দেশ কাল পাত্রানুযায়ী ও বিচার-বিবেচনাসহ। যুদ্ধ কেন করিবেন না, এ সম্বন্ধে অর্জ্জুন অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। অর্জ্জুনের কোন কথারই কোন উত্তর এ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। অনেক উপর হইতে নীচের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করা যায় না। এখন সমভূমিতে নামিয়াছেন। তাই যথাবিধি উত্তর দিতেছেন।

অর্জ্জুন আর যুদ্ধ। কর্ত্তা অর্জ্জুন, আর করণীয় কর্ম্ম যুদ্ধ। এই কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয় বিষয়ই সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া অর্জ্জুন যুদ্ধের অকরণীয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যুদ্ধকর্ম্ম সম্বন্ধে অর্জ্জুনের একটি কথাই প্রধান, যুদ্ধ শ্রেয়ঃ নহে। যাহা শ্রেয়ঃ নহে তাহা করিব কেন? "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি।" (১।৩১), "অনুপশ্যামি" কথাটা দামী কথা। যেন বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ, পূর্ব্বাপর অনুধাবনপূর্ব্বক বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলাম— আত্মীয়বধে শ্রেয়ঃ নাই।"

অর্জ্জুন নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। চারটি দিক, হইতে এই বিশ্লেষণ চালাইয়াছেন। (১) শরীরের দিক্, (২) মনের দিক্, (৩) নীতির দিক্, (৪) বুদ্ধির দিক। শারীরিক দিক হইতে অর্জ্জুন জানাইয়াছেন যে, তাঁহার অঙ্গ অবশ, মুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুষ্ক, দেহ বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত, গাণ্ডীব হস্তচ্যুত, সমুদয় ত্বক দগ্ধীভূত, দেহযষ্টি দণ্ডায়মান থাকিতে অপারগ (১।২৮-২৯)। এই প্রকার শারীরিক অবস্থা লইয়া যুদ্ধ তো দূরের কথা কোন কিছুই করা যায় না।

অর্জ্জুনের দ্বিতীয় কথা মানসিক দিক্ হইতে। সুখ দুঃখাদির অনুভব মনের ধর্ম্ম। "সুখং মে ভূয়াৎ" আমার যেন সুখ হয়—এইটি সর্ব্বদা সকলেরই অভিলাষ। মন যদি ঠিক বুঝিতে পারে, এই কার্য্যে সুখ হইবে না, তাহা হইলে সে কিছুতেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহিবে না। যে কোন কার্য্যেরই সম্পাদন ব্যাপারে "সুখ হইবে" এই অংশটি মনের মুখ্য প্রেরণার সঞ্চারক। অর্জ্জুনের মনে এই প্রেরণাটি অন্ত নাই। "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" (১।৩৬)। হে মাধব, স্বজনবধ করিয়া কিরূপে সুখী হইব? মনে কিছুমাত্র সুখের আশা না থাকায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না।

অর্জ্জুনের তৃতীয় কথা নীতির দিক্ হইতে। অর্জ্জুনের মতে, নৈতিক বিচারে যুদ্ধ করা পাপ। "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" (১।৩৫), "অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্" (১।৪৪)। আততায়ী হইলেও ইহাদিগকে বধ করিলে আমরা পাপী হইব। হায় রে! রাজ্যসুখের লোভে আত্মীয় স্বজনকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া আমরা মহাপাপ করিতে বসিয়াছি।

অর্জ্জুনের চতুর্থ কথা বুদ্ধির দিক্ হইতে। অর্জ্জুনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে নিজেই স্বীকার করিতেছেন। আমারা বুদ্ধি স্থির নাই। কোন্‌টি ঠিক কোন্‌টি অঠিক, কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। "ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো" (২।৬)। বুদ্ধি যাহার স্থির নাই, যে ব্যক্তি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সে কোনও কাজ করিতে পারে না। কাজেই যুদ্ধের মত একটা দায়িত্যপূর্ণ কাজ করা একেবারেই অসম্ভব।

এইরূপ চারিদিক হইতে অর্জ্জুন নিজেকে বিশ্লেষণ করিতেছেন, এই সব কথা বলিয়াছেন অন্বয়মুখে, আবার ব্যতিরেকমুখেও দু' একটি চরম কথা শুনাইয়াছেন। প্রথমে বলিয়াছেন, যুদ্ধ করা শ্রেয়ঃ নহে, শেষে বলিয়াছেন যুদ্ধ না-করা, না করিয়া দুর্য্যোধনাদির হস্তে নিহত হওয়া শ্রেষ্ঠ—"ক্ষেমতর।" 'ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ' (১।৪৫)। অর্জ্জুনের মনের আশয় এই যে, নিজ মরণ ও বান্ধবগণের রক্ষণ হইলে কুলধর্ম্মাদি রক্ষিত হইবে। কাজেই তাহা হইল ক্ষেম, আর জগতে অপকীর্ত্তি হইল না, তাহাই ক্ষেমতর।

অর্জ্জুন "কৃপয়াবিষ্ট" হইলেও তাঁহার পক্ষ সমর্থনের যুক্তিগুলি নিতান্ত শৃঙ্খলাহীন বা দুর্ব্বল নহে। বরং বিচার করিলে দেখা যায় প্রত্যেকটি কথাই সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাময়িকভাবে বিষণ্ণ হইলেও বিচারভূমি হইতে বিচ্যুত হন না। বিচারে সাময়িক ভ্রান্তি প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা বিচার-রাহিত্য-দোষে কখনও পতিত হন না।

এইবার আমরা উত্তর শুনিব। অর্জ্জুনের জীবন-রথের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারথি অর্জ্জুনের প্রত্যেকটি কথার উত্তর দিতেছেন অতি অল্প বাক্য ব্যয়ে। "মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা।" বাগ্মিশ্রেষ্ঠ কথা বলিতেছেন। অর্জ্জুনের প্রথম কথা, "যুদ্ধ শ্রেয় নহে।" এই কথার উত্তর দিয়াছেন ভগবান—"ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" (২।৩১)। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ ভিন্ন অন্য শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। অর্জ্জুন শারীরিক উদ্বেগ সম্বন্ধেও কথা তুলিয়াছেন; তাঁহার সেই কথার জবাব দিতেছেন, "ন বিকম্পিতুমর্হসি।" শরীর কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ হইতেছে. এ সকলই অযুক্তিকর, অশোভন। যুদ্ধকে কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিলে আর কম্পিত হইবার কারণ থাকিবে না। অর্জ্জুন বলিয়াছেন, মনে সুখের আশা নাই। ভগবান উত্তর দিতেছেন, "সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্" (২।৩২)—স্বর্গের দ্বারের মত উন্মুক্ত এই জাতীয় যুদ্ধকে লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়েরা সুখী হইয়া থাকে। তুমি ক্ষত্রিয়-কুমার, তোমার এই স্বরূপটা কি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছ? অর্জ্জুন বলিয়াছেন, যুদ্ধ করিলে, দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে পাপ হইবে। ভগবান তদুত্তরে বলিয়াছেন, "অর্জ্জুন, যুদ্ধ করিলে পাপ হইবে না—যুদ্ধ না করিলেই পাপ হইবে—"স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি" (২।৩৩)। মনু-স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,—

"সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥
য আহবেষু যুধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ।
অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষত্রিয় রাজা, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রাদি কর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত হইলে নিজ ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। যে যোদ্ধা পুরুষ ভূমিলাভার্থ অকপট চিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া আসেন না, তিনি যোগীদের মত স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। এই শাস্ত্রীয় নীতি অনুসারে অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইতে বিমুখ হওয়া উচিত নহে।

অর্জ্জুন বলিয়াছেন, উহারা আততায়ী হইলেও উহাদিগকে বধ করিলে আমাদের পাপ হইবে। কথাটিতে জোর লাগাইবার জন্য বলিয়াছেন, ভীষ্ম, দ্রোণ আমার গুরু—তাঁহারা "পূজার্হ" (২।৪)। যতই বলুন না কেন অর্জ্জুন, শাস্ত্রনীতি অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে—মনু কহিয়াছেন,—

"গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥
নাততায়ীবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥"

গুরু হউক, বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, ব্রাহ্মণ হউক, শাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত হউক, আততায়ী হইলে সম্মুখে দেখা মাত্রই বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাহাকে বিনা বিচারে বধ করিবে। ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই।

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েত আততায়িনঃ॥"

যে ব্যক্তি অগ্নি দ্বারা গৃহ দহন করিয়াছে, বধার্থ বিষপান করাইয়াছে, কিংবা অস্ত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছে, বসতভূমি, ধন কিংবা পত্নী অপহরণ করিয়াছে, এই ছয় ব্যক্তি আততায়ী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীষ্ম, দ্রোণ গুরু হইলে কি হইবে, শাস্ত্রে গুরুত্যাগেরও বিধি আছে --

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥"

গুরু যদি অহংকার দোষে মত্ত হন, কার্য্যাকার্য্য না জানেন, শাস্ত্রবিগর্হিত পথে গমন করেন, তবে সে গুরু শিষ্যের পরিত্যাজ্য। অতএব আততায়ী ভীষ্ম, দ্রোণ বধে তোমার পাপ হইবে না। বরং যুদ্ধ না করিলে পাপ হইবে।

নিজ বুদ্ধির অবস্থার কথা অর্জ্জুন বলিয়াছেন যে, তাঁহার বুদ্ধি অস্থির, নিশ্চয়াত্মিকা নহে। কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি উচিত, কোন্‌টি অনুচিত ঠিক করতে পারিতেছেন না। জয় ভাল, কি পরাজয় ভাল তাহা নির্ণয় করিতে অপারগ হইতেছেন। ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, "অর্জ্জুন, তুমি জয় আর পরাজয় এই দুইটির একটিকে ভাল আর একটিকে মন্দ ভাবিতে চাহিতেছ তোমার বুদ্ধি এই জন্যই বিমূঢ়। বস্তুতঃ লাভলোকসান, জয়-পরাজয় ইহাদের কোনটিই ভাল নহে। কোনটাই মঙ্গল নহে। দ্বন্দ্বের ভূমিটাই অশিব।........জয়-পরাজয় যে দুইটি অবস্থা, ইহা যদি সর্ব্বতোভাবে ভুলিয়া যাইতে পার, অর্থাৎ দুইটির প্রতি দৃষ্টি যদি একেবারে সমান করিতে পার, তবেই চিত্তের বিমূঢ় অবস্থা কাটিয়া যাইবে। "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" (২।৩৮)। এই দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে দাঁড়াইয়া কাজ করিলে কিছুতেই পাপ হইবে না। "লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" (৫।১০)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন বলিয়াছেন, যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইলে ক্ষেমতর। উত্তর দিতেছেন—অর্জ্জুন, তোমার বিচার ঠিক নহে—বরং "দুঃখতর"। মনুর অনুশাসনে উক্ত আছে—

"যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্ত্তুর্যদ্ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে॥
যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জ্জিতম্।
ভর্ত্তা তৎ সর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু॥"

সংগ্রামে ভীত পলায়নপর ব্যক্তি যদি শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হয় তবে বিজেতার সমস্ত পাপই তাহাকে আশ্রয় করে। আর পলায়নপর ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত স্বর্গাদিসাধক তাবৎ পুণ্যই বিজেতাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যদি যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হও তাহা হইলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি তোমার বধসাধনে উপেক্ষা করিবে না। তাহাদের হাতে মরণে তোমার জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া যাইবে। তুমি তাহাদের পাপভাগী হইবে। যদি বল আমি ভীত হইয়া পলায়নপর হইতেছি না। যে কারণেই পশ্চাৎপদ হও, নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিতে পারিবে না। মহাদেবকেও যুদ্ধে পরাভূত করিয়া জগতের সমক্ষে তোমার যে বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত আছে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। সর্ব্বত্র অপকীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। যদি বল যুদ্ধে প্রাণ বিনাশের ভয় আছে, আত্মরক্ষাই শ্রেয়ঃ, তাহাতে অকীর্ত্তি হইলে ক্ষতি কি?

এই কথার উত্তর শোন, যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, বীর ও নানা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণভূষিত তাঁহাদিগকে লোকে "সম্ভাবিত" বলে। এই "সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে" (২।৩৪)—সম্ভাবিত পুরুষের অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও ক্লেশকর। তাদৃশ পুরুষ অকীর্ত্তি অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা, বীরত্ব ইত্যাদি বহু গুণে ভূষিত তুমিও সম্ভাবিত ব্যক্তি। তুমি নিজ অকীর্ত্তি সহ্য করিতে পারিবে না।

মাত্র আটটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের অতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছেন। প্রশ্নগুলি যেমন শক্তিশালী, উত্তরগুলিও সেইরূপ মহাশক্তিশালী। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সমস্ত উত্তরগুলি দাঁড়াইয়া আছে দুইটি পায়ের উপর। একটা পা প্রকরণের প্রারম্ভে "স্বধর্ম্মমপি", অপর পা প্রকরণের শেষ শ্লোকে "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা"। এই "স্বধর্ম্ম" ও "সমে কৃত্বা" দুইটি কথাকে পৃথক্ পৃথক্ ও একত্র করিয়া বুঝিতে হইবে। বুঝিলেই আমরা দেখিব—গীতোক্ত সমগ্র নিষ্কাম কর্ম্মযোগটি এই দুইটি পায়ের উপর দাঁড়াইয়া আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিযোগ-প্রকরণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" হইতে অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত মোট চারিটি প্রকরণ আছে। তন্মধ্যে আত্মতত্ত্ব-প্রকরণ ও স্বধর্ম্ম-প্রকরণ এই দুইটি আলোচিত হইয়াছে। বুদ্ধিযোগ-প্রকরণ ও স্থিতপ্রজ্ঞ-প্রকরণ এই দুইটি বক্তব্য বাকী আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি আমরা আলোচনা করিতেছি তৃতীয় অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নকারী অর্জ্জুনের মনের দৃষ্টিকোণ হইতে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে এমন কি ঘটিল যে, অর্জ্জুন "ব্যামিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধি মোহযুক্ত করিতেছ, ঘোর কর্ম্মে কেন নিয়োগ করিতেছ" ইত্যাকার তীব্র আপত্তি তুলিতে সক্ষম হইলেন?

গীতাকে আমরা শ্রোতার ভূমি হইতে আস্বাদন করিতেছি। বক্তা কি বলিলেন, তদপেক্ষা শ্রোতা কি শুনিলেন সেইটির অনুধাবনের দিকেই আমাদের বিশেষ প্রয়াস। অর্জ্জুন শ্রোতার মত শ্রোতা। কেবল শ্রবণগতই করেন না। যিনি বলেন, তাঁর বলার রাস্তার আগে আগে দাগও কাটিয়া যান। তাঁহার না-বলার নির্দ্দেশের মধ্য দিয়া বক্তার বক্তব্যের যে রূপ ফুটিয়াছে, আমরা সেই ব্যঞ্জনার দর্শনাভিলাষী হইয়া চলিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় প্রকরণ "বুদ্ধিযোগ-প্রকরণ"। একনোচল্লিশ (৩৯) হইতে ত্রিপঞ্চাশৎ (৫৩) পর্য্যন্ত পঞ্চদশটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রে এই প্রকরণ। সমস্ত গীতার ইহা একটি দুরধিগম্য প্রকরণ। মন্ত্র পনেরটি মাত্র বটে, কিন্তু কোন্ কথার পর কোন্ কথা, কোন্ কথার সঙ্গে কোন্ কথার প্রাসঙ্গিকতা বা সামঞ্জস্য, আসল প্রতিপাদ্য বিষয়টুকু কি এবং তাহা কোথায়—এই সব নির্ণয় করা অতীব কঠিন। শ্লোকের শব্দগুলি কঠোর, ভাব অস্পষ্ট, প্রতিপাদ্য কথা অর্দ্ধস্ফুট, কথা অপেক্ষা ভূমিকা দীর্ঘ। মূল কথাটুকু হাতড়াইয়া পাওয়া দুষ্কর।

প্রথম সাত শ্লোকে উপক্রমণিকা। ইহাতে বক্তব্য বিষয়ের গুণগান গাহিতেছেন। বলিতেছেন—"অর্জ্জুন! জ্ঞানের (সাংখ্যের) কথা হ'ল, এখন যোগের কথা কহিব ("যোগে ত্বিমাং শৃণু") যা বলব তা বড় ভাল কথা। ইহাতে বিফলতা নাই, বিঘ্ন নাই ("নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে")। বুদ্ধি যদি ইহাকে পুরাপুরি গ্রহণ না-ও করিতে পারে, জীবন যদি ইহাকে সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দররূপে সুসম্পন্ন না-ও করিতে পারে, তবু ভাবনার কিছুই নাই। আংশিক সাধিত হইলেও ইহা ভীষণ ভীতি হইতে ত্রাণ করিতে সমর্থ ("ত্রায়তে মহতোভয়াৎ")।

অর্জ্জুন, এখন যাহা তোমাকে বলিব তাহা ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি,—তাহা চিরকাল একই। অব্যবসায়ীর বুদ্ধি মিথ্যা, তাই অনন্তমুখী। সত্য চিরকালই এক। মিথ্যার অগণিত রূপ। অঙ্কটি শুদ্ধ হইলে শত ছাত্রের খাতায় একই রূপ। অঙ্ক ভুল হইলে শত ছাত্রের শত প্রকার ভুল। ভুলের মধ্যে মিল দেখিলে নানা সন্দেহ আসে। যেন অমিলই ভুলের স্বরূপ। ঠিক পথ বহু নহে—একই। তাহাই তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিব। এই পর্য্যন্ত গেল বক্তব্য বিষয়ের প্রশংসা অন্বয়-মুখে। আবার ব্যতিরেক-মুখে প্রশংসা আরম্ভ হইল। বস্তুর গৌরব বলা হইল অন্বয়-মুখে বলা। আর তদ্বিপরীত অর্থাৎ বস্তুর অগৌরব বলা হইল ব্যতিরেক-মুখে বলা। যে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-ভূমির কথা বলিলেন—তাহা যে কত মহান, কত উর্দ্ধে অবস্থিত, ইহা বুঝাইবার জন্য বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলিয়া তুলনা করিলেন।

বেদবাদ বা বৈদিক কাম্য-কর্ম্মবাদ স্বর্গলোভী, ঐশ্বর্য্যান্বেষী, ভোগপরতন্ত্রেরই অনুসন্ধানের বিষয়। এই কর্ম্মে ইন্দ্রত্ব, এই কর্ম্মে দেবত্ব, এই কর্ম্মে দশসহস্র বৎসর সিদ্ধলোকে অবস্থান—ইত্যাকার যে পুষ্পিত বাক্য, তাহাতে প্রলুব্ধচিত্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাহিত হয় না, বিক্ষিপ্তই থাকে। আমি যে বুদ্ধিযোগের কথা বলিতেছি, অর্জ্জুন, তাহা যদি সমগ্রভাবে লাভ করিতে চাও তাহা হইলে বেদবাদের উর্দ্ধভূমিতে যাইতে হইবে।

বেদবাদ গুণময় রাজ্যের গণ্ডীর মধ্যে। নিশ্চয়াত্মিতা বুদ্ধিযোগ বুঝিতে হইলে, অর্জ্জুন, তোমাকে ত্রিগুণের অতীত রাজ্যে যাইতে হইবে। শুধু কাম্য-কর্ম্মকে মুখ্য স্থান দিয়া বেদের আপাত-আক্ষরিক অর্থ লইয়া যাহারা মগ্ন, প্রকৃত বেদার্থের তাৎপর্য্য-বোধ যাহাদের নাই, তাহারা বেদবাদী। অর্জ্জুন, তোমাকে বেদবাদী হইলে চলিবে না। তোমাকে তত্ত্ববাদী হইতে হইবে। দ্বন্দ্বাতীত হইতে হইবে। নিত্য সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া যোগক্ষেম-রহিত হইতে হইবে।

বেদের কর্ম্মকাণ্ড যত বড় কাণ্ডই হউক, ব্রহ্ম-মীমাংসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিতে উঠিলে সবই লণ্ডভণ্ড হইয়া শেষটায় পণ্ড হইয়া যায়। গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ছোট ছোট পুকুর ডোবা ("উদপানে")। তাহাতে গৃহমেধীর প্রাত্যহিক অনেক কার্য্যই সাধিত হয়। কিন্তু যত কার্য্যই হউক না কেন, যেদিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া জলের প্লাবন আসে, সব একাকার হইয়া যায়। ক্ষুদ্র জলাশয়গুলির পৃথক্ সত্তা সেদিন আর কোথায় থাকে? তত্ত্বজ্ঞানী ("বিজানতঃ") ব্রহ্মজ্ঞের ("ব্রাহ্মণস্য") পক্ষে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বিলীন হইয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন, তোমাকে সেই ভূমিতে উঠিতে হইবে। নির্দ্বন্দ্ব হইতে হইবে। আত্মবশ হইতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত কিন্তু কথার ভূমিকা চলিতেছে। কথাটা যে কি তাহা এখনও বলা হয় নাই। বস্তুটি যে খুব উত্তম, নির্দ্দোষ, উচ্চতম ভূমিতে অবস্থিত, ইহা বোঝা গেল।

অর্জ্জুন শুনিতেছেন। এ পর্য্যন্ত দুই রকমের কথা শুনিয়াছেন। যেন তৃতীয় রকমের আর একটা কিছু শুনিতে যাইতেছেন। অর্জ্জুন প্রথমে আত্মতত্ত্ব শুনিয়াছেন। আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন—এ সব শুনিয়াছেন। তারপর স্বধর্ম্ম-প্রকরণ শুনিয়াছেন। তিনি যুদ্ধ না-করার পক্ষে যতগুলি কারণ উপন্যাস করিয়াছিলেন, সে সবগুলিরই খণ্ডন শুনিয়াছেন। যুদ্ধ না-করার পক্ষ যখন খণ্ডিত, তখন যুদ্ধ-করা পক্ষই সঙ্গত সিদ্ধান্ত। আবার নির্দ্বন্দ্ব হইতে হইবে, আত্মবান্ হইতে হইবে—এও শুনিতেছেন।

যুদ্ধ কর আর নির্দ্বন্দ্ব হও—ইহা কি বিরোধী কথা নয়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুদ্ধই ত দ্বন্দ্ব। দুই পক্ষ না হইলে কি যুদ্ধ হয়? যুদ্ধ কর আর নির্দ্বন্দ্ব হও বলাও যা, দ্বন্দ্ব কর আর দ্বন্দ্ব করিও না বলাও তা।

আত্মস্বরূপে স্থিত হইলেই তো আত্মবান্ হওয়া যাইবে। আত্মা তো স্থাণু অচল। ("অচলোঽয়ং সনাতনঃ")। কাজেই আত্মবান্ ব্যক্তি নিশ্চয়ই শান্ত, অচঞ্চল হইবেন। সেই আত্মবান্ ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ-চাঞ্চল্য কিরূপে সম্ভব?

অর্জ্জুন নীরবে শুনিতেছেন, আর ভাবিতেছেন। ভগবান বলিতেছেন, "অর্জ্জুন, যোগস্থ হইয়া কার্য্য কর।" অর্জ্জুন ভাবিতেছেন, যোগস্থ হইলে কি আর কর্ম্ম করা চলে? ভগবান বলিতেছেন, "অর্জ্জুন, কর্ম্মে তোমার অধিকার—কর্ম্মফলে নহে।" অর্জ্জুন ভাবিতেছেন, তা না থাকিল ফলে অধিকার—তা ভাবি না। ভাবি যে আত্মবান্ ব্যক্তির কর্ম্মেই বা অধিকার থাকে কি করিয়া? আত্মবানের কি কর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকে? জল-প্লাবনে পুকুর ডোবা থাকে না, তুমিই তো বলিতেছ। যার কর্ম্ম আছে সে তো কর্ম্মবান্। আত্মবান্ কি আর কর্ম্মবান্ হইতে পারে?

ভগবান বলিতেছেন, অর্জ্জুন, বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম অনেক হীন ("দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ")। অর্জ্জুন ভাবিতেছেন, তাহা হইলে যুদ্ধরূপ হীনকর্ম্ম আমিই বা করিব কেন? ভগবান বলিতেছেন, অর্জ্জুন, বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সুকৃতি, দুষ্কৃতি দুই-ই পরিত্যাগ করেন। কর্ম্মজ ফল ত্যাগ করিয়া তাঁহারা জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন। নিরুপদ্রবে তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাময় পদ লাভ করেন ("পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্")। অর্জ্জুন ভাবিতেছেন, অনাময় পদলাভ তাঁহারা নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিয়া করেন না। ভগবান কহিলেন, অর্জ্জুন, তোমার বুদ্ধি যখন দেহেতে আত্মবুদ্ধিরূপ মোহময় গহন দুর্গ পরিত্যাগ করিবে তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত অর্থ সম্বন্ধে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। এই কথাটি অর্জ্জুন বুঝিতেছেন যে, আত্মজ্ঞান হইলেই বিষয়-বৈরাগ্য হইবে। কিন্তু অর্জ্জুন বুঝিতেছেন না এই কথাটি, বিষয়-বৈরাগ্য-বিশিষ্ট নির্দ্বন্দ্ব ব্যক্তি দ্বন্দ্বময় যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন কি করিয়া? ভগবান বলিতেছেন, অর্জ্জুন, যখন নানা লৌকিক ও বৈদিক অর্থবাদ শ্রবণে তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি সমাধিতে নিশ্চল ও স্থিরভাবে অবস্থান করিবে, তখন তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। অর্জ্জুন ভাবিতেছেন, ঐরূপ স্থিরবুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ কি আর কখনও স্বজন-হননরূপ হীনকর্ম্মে আপনাকে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইতে পারে?

পূর্ব্বোক্ত আত্মতত্ত্ব প্রকরণ ও স্বধর্ম্ম-প্রকরণের মধ্যে যে বিরোধিতা তাহা বুদ্ধিযোগ-প্রকরণে ক্রমে আলোতে বাহির হইয়া আসিতেছে, অথবা অর্জ্জুনের চিত্তে ফুটিয়া উঠিতেছে। ভগবানের উক্তিগুলির মধ্যে স্ববিরোধিতা ও অসামঞ্জস্য অর্জ্জুনকে উদ্বেগ দিতেছে। অর্জ্জুন কথাটা বলিতে যাইয়া থামিয়া যাইতেছেন। যাঁহার শিষ্য বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করতঃ শুশ্রূষু হইয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার কথায় ভুল ধরা শোভন নয়। শেষে যদি দেখা যায় ভুল ধরা ভুল হইয়াছে তাহা হইলে তাহা ব্যর্থ প্রগল্ভতারই পরিচায়ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। সত্য সত্যই স্ববিরোধিতা আছে কি না আরও ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার।

সুশীল, সুচতুর শ্রীমান্ অর্জ্জুন উপদেষ্টার উপদেশের কোন ত্রুটি না দেখাইয়া মাত্র স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণটি শুনিতে চাহিলেন। স্থিতপ্রজ্ঞ বা সমাহিত স্থিতধী ব্যক্তির লক্ষণটা কি, তিনি বলেন কি, করেন কি, চলেন কোথায়, কিরূপে ইত্যাদি। ইহাই প্রশ্ন তুলিলেন।

অর্জ্জুনের চিত্তের আশয় এই যে—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কখনও যুদ্ধ করেন কি না, বা করিতে পারেন কি না। এই প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে (particularised) না করিয়া ব্যাপকভাবে সাধারণ (generalised) রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। নতুবা এ হেন সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে যোগশাস্ত্রের সুশান্ত ছাত্রের মত নিরেট (abstract) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার কোন প্রয়োজন অর্জ্জুনের তখন নাই। অর্জ্জুনের সমস্যা শাস্ত্রগত (academic) নহে, সর্ব্বতোভাবেই জীবনগত। কোন শাস্ত্রীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রশ্ন করেন নাই। জীবন-পরীক্ষার সমাধান করিতেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বিষাদিত অর্জ্জুন "শিষ্যস্তেঽহং"—শরণাগত হইয়াছেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ শাস্ত্র-জিজ্ঞাসু ছাত্র বনিয়া যান নাই। তাঁহার সম্পূর্ণ অভিনিবেশ জীবন-সমস্যার দিকেই। অর্জ্জুন সমস্যার সমাধান খুঁজিতেছেন। তাঁহার উপদেষ্টা কিন্তু সমাধান করিতেছেন না। তিনি সমস্যাময় জীবনটাকে এমন একটি ভূমিকাতে তুলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিতেছেন, যেখানে সমস্যা থাকিবে না। শিষ্য তাহা বুঝিতে পারিতেছে না।

আত্মতত্ত্ব-প্রকরণের অনুকূলে অর্জ্জুনের প্রতি আত্মবান্ হইবার আদেশ। স্বধর্ম্ম-প্রকরণের অনুকূলে যুদ্ধ করিবার আদেশ। অর্জ্জুনের বিচার বিবেচনা অনুসারে ঐ দুই আদেশ সামঞ্জস্যহীন। "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" আর "উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায়" এই অনুজ্ঞাদ্বয় মর্ম্মান্তিক ভাবেই পরস্পর বিরোধী, ইহাই অর্জ্জুনের অনুভব।

সেই অনুভবকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া লইবার জন্যই তিনি স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যাপার সব জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝেন নাই, একথা না-ই বা বলিলাম, কিন্তু ইহা না বলিয়াও উপায় নাই যে, ভগবানের উত্তরের মধ্যে ঐ উদ্দেশ্য যে তিনি বুঝিয়াছেন এমত কোন চিহ্ন নাই। তিনি যেন নিশ্চিন্ত মনে ঋষি পতঞ্জলির আবেশে সমাধিস্থ-স্থিতধী ব্যক্তিদের স্বরূপ, তটস্থ লক্ষণ অন্বয়-ব্যতিরেক-মুখে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। নিকটস্থ পাত্রটিকে তিনি ছাত্র মনে করিয়াছেন। সে যে পীড়িত তাহা যেন ভুলিয়াই গিয়াছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে ব্রাহ্মীস্থিতি পর্য্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিতপ্রজ্ঞ-প্রকরণ

(১)

শ্রীমদ্ভগদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইতে অধ্যায় পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত (চুয়ান্ন হইতে বাহাত্তর মন্ত্র) স্থিতপ্রজ্ঞ-প্রকরণ। অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ শুনিতে চাহিয়াছেন। "স্থিতপ্রজ্ঞ" এই শব্দটি কিন্তু অর্জ্জুনই প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন। মনে প্রথম জিজ্ঞাসা জাগে, এই প্রশ্নের বীজ অর্জ্জুনের চিত্তে কোথা হইতে আসিল? আচার্য্যপাদেরা উত্তর দিয়াছেন—"সমাধাবচলা বুদ্ধিরিতি শ্রুত্বা তত্ত্বতো যোগিনঃ লক্ষণং পৃচ্ছতি" (বিশ্বনাথ)। "প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্য অর্জ্জুন উবাচ লব্ধসমাধিপ্রজ্ঞস্য লক্ষণবুভুৎসয়া" (শঙ্কর)।

"সমাধৌ অচলা বুদ্ধিঃ" পূর্ব্ববর্ত্তী (৫৩) মন্ত্রোক্ত ভগবদুক্তিই অর্জ্জুনের প্রশ্নের বীজ—ইহাই আচার্য্যগণের অভিমত। এই "সমাধি" শব্দের শঙ্কর অর্থ করিয়াছেন "আত্মা", শ্রীধর অর্থ করিয়াছেন "পরমেশ্বর।" ইঁহারা সকলেই সমাধিপদের "সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্" এই মত ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। এইরূপ ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা একটু অদ্ভুত ঠেকে। প্রচলিত অর্থে সমাধি একটি অবস্থার নাম, বস্তুর নাম নহে। ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত অচল হওয়ায় চিত্তবৃত্তি যখন লোপ পায়, তখন সেই অবস্থাকেই সমাধি বলে। সমাধি অবস্থায় চিত্ত "আত্মসংস্থ" হয়। এস্থলে আচার্য্যেরা সমাধিপদে অবস্থা না ধরিয়া ধ্যেয় বস্তুকেই ধরিয়াছেন। বোধ হয় ঐরূপ না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে নিশ্চলা ও অচলা পদদ্বয়ের বৈয়র্থ্যাপত্তি হয়। একই শ্লোকে নিশ্চলা ও অচলা পদদ্বয়কেও আচার্য্যপাদেরা পুনরুক্তি না বলিয়া অর্থের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। "নিশ্চলা" অর্থ বলিয়াছেন, "বিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা", আর "অচলা" অর্থ করিয়াছেন, "অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা"—নানা বিষয় কর্ত্তৃক চিত্ত আকৃষ্ট না হওয়া এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বশতঃ ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত স্থির হওয়া। একটা কথাকেই দুইদিক দিয়া দেখিয়া বলা।

সমাধিতে নিশ্চলা স্থিতি ও অচলা বুদ্ধির কথা শুনিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দ অর্জ্জুনের মনে উদয় হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, তৎকালে দার্শনিকদের বাজারে ঐ সকল শব্দের ভাল কাট্‌তি ছিল। অর্জ্জুন "স্থিতপ্রজ্ঞ" শব্দটির একটি বিশেষণ দিয়া কথাটিকে পাড়িয়াছেন। "সমাধিস্থস্য" কথাটি "স্থিতপ্রজ্ঞস্য"-এর বিশেষণ। বিশেষণ শুধু বিশেষিতই করে না, ব্যাবৃত্তও করে। বিশেষণের ঐ ব্যাবৃত্তি শক্তির বলে স্থিতপ্রজ্ঞের দুইটি অবস্থা আছে ইহা বেশ বোঝা যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ কখনও সমাধিস্থ, কখনও বা ব্যুত্থিত। অর্জ্জুন জানিতে চায় যে, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের বিশেষ লক্ষণটি (ভাষা) কি? সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে প্রশ্ন এই একটিই। ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ সম্পর্কে আরও তিনটি প্রশ্ন করিয়াছেন—"কিং প্রভাষেত", "কিমাসীত", "ব্রজেত কিম্"? সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের মন নাই, মন লয় হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে পরবর্তী প্রশ্নত্রয় চলে না। ব্যুত্থিত ব্যক্তিই চিত্তযুক্ত। অতএব

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি কি কথা বলেন, কি প্রকারে অবস্থান করেন ও কিরূপে বিচরণ করেন, এই সব প্রশ্ন সঙ্গত হয়।

প্রশ্ন মোট চারিটি। (১) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? (২) কিং প্রভাষেত?—সুখদুঃখমানাপমানয়োঃ স্তুতিনিন্দয়োঃ স্নেহদ্বেষয়োঃ সমুত্থিতয়োঃ কিং প্রভাষেত। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ মানাপমানাদি দ্বন্দ্ব-ভূমির সম্মুখীন হইলে কি বলেন? (৩) কিমাসীত—তদিন্দ্রিয়ানাং বাহ্যবিষয়েষু চলাভাবঃ কীদৃশঃ? বাহ্য বিষয়-সম্বন্ধে কিরূপে অগ্রহণ করেন? (৪) ব্রজেত কিম্? তেষু চলনং বা কীদৃশং—বাহ্যবিষয় কিরূপে গ্রহণ করেন? দ্বন্দ্ব-ভূমিতে মনের প্রতিক্রিয়া কি, বাহ্যবিষয়ের অগ্রহণ বা গ্রহণ কিরূপে করেন—ইহাই পরবর্ত্তী প্রশ্নত্রয়ের তাৎপর্য্য। সাধারণ লোকের সঙ্গে স্থিতপ্রজ্ঞের পার্থক্যটি ঠিক কোথায় তাহা ভাল ভাবেই জানিতে হইবে। তাই এতগুলো প্রশ্ন।

পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয়বিভাগযোগে একবিংশতি শ্লোকে অর্জ্জুন পুনঃ পুনঃ এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। "কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণান্" ইত্যাদি। হে প্রভু, গুণাতীতের লক্ষণ কি? তিনি কিরূপ আচরণ করেন, কিরূপে অবস্থান করেন ও গুণাতীত হইবার সাধনটি কি (কথং চৈতান্, কিংসাধন মিত্যর্থঃ)? কি প্রকারে গুণাতীত হওয়া যায়। দ্বিতীয় ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রশ্ন মূলতঃ একই। তবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের জিজ্ঞাসায় সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, চতুর্দ্দশে করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন তার্কিক, তর্কের পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছেন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন পথিক, সাধনের পথে পাথেয় খুঁজিতেছেন।

এই গেল প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের সমালোচনা। এখন উত্তরটি শুনিব। প্রথম প্রশ্নের (কা ভাষা) উত্তর দিয়াছেন একটি (৫৫) শ্লোকে। দ্বিতীয় প্রশ্নের (কিং প্রভাষেত) উত্তর দিয়াছেন দুইটি (৫৬।৫৭) শ্লোকে। তৃতীয় প্রশ্নের (কিমাসীত) উত্তর দিয়াছেন ছয়টি (৫৮-৬৩) শ্লোকে। চতুর্থ প্রশ্নের (ব্রজেত কিং) উত্তর দিয়াছেন আটটি (৬৪-৭১) শ্লোকে। শেষ (৭২) শ্লোকে প্রশ্নোত্তরের উপসংহার করিয়াছেন। উত্তরদাতা প্রশ্নকারীর কোনও একটি ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসাকেও উপেক্ষা করেন নাই। উত্তরে উত্তরদাতার কারুণ্য ও নৈপুণ্য দুই-ই প্রকটিত।

প্রশ্নের দৃষ্টিকোণ হইতে উত্তরগুলিকে বিচার না করিয়া অন্য আর এক ভাবে—তিন ভাগ করিয়া দেখা যায়। অন্বয়মুখী, ব্যতিরেকমুখী ও অন্বয়-ব্যতিরেকমুখী। প্রজ্ঞায় যিনি স্থিত তাঁহার অবস্থাটি কি, ইহা বলাই হইল অন্বয়মুখী বলা। প্রজ্ঞায় যিনি স্থিত নহেন তাঁহার দুরবস্থাটা কি, ইহা বলাই হইল ব্যতিরেকমুখী বলা। একই শ্লোকে যিনি ঐ ভূমিতে স্থিত ও যিনি স্থিত নহেন, তাঁহাদের উভয়ের অবস্থা বলাই হইল অন্বয়-ব্যতিরেকমুখী বলা। শ্লোকদ্বয় (৬৯-৭০) অন্বয়-ব্যতিরেকমুখে বর্ণিত। চারিটি শ্লোক (৬২, ৬৩, ৬৬, ৬৭) ব্যতিরেকমুখী বর্ণনা। এতদ্ভিন্ন সমস্ত শ্লোকই অন্বয়মুখী।

শ্রীগ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়কে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রীগীতাসূত্র" কহিয়াছেন। যত কিছু কথা পরে আসিতেছে সূত্রাকারে প্রায় সবই ইহাতে আছে। এই স্থিতপ্রজ্ঞ-প্রকরণে আমরা বহু অভিনব বস্তুতত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করিব।

জীবনযাত্রার দুইটা প্রান্ত। একটা ঊর্দ্ধ প্রান্ত, অপর অধঃ প্রান্ত। মধ্যস্থলে জীবনিবহ। এক পথে ঊর্দ্ধ, ঊর্দ্ধতর ও ক্রমে চরম ঊর্দ্ধে উঠিতে পারা যায়। অপর পথে নীচু হইতে নীচু, নামিতে নামিতে ক্রমে অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছায়। সর্ব্বোচ্চ প্রান্তের নাম "ব্রাহ্মীস্থিতি"। সর্ব্ব অধস্তন প্রান্তের নাম বিনাশ (প্রণশ্যতি)। "প্রণশ্যতি" পদে শঙ্কর বলিয়াছেন, "পুরুষার্থাযোগ্যা ভবতি।" শ্রীধর বলিয়াছেন, "মৃততুল্যো ভবতি"। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কহিয়াছেন, "সংসারকূপে পততি।"

মধ্যস্থলে মানব। মননশীলতা তাহার ধর্ম্ম। মননশীলতা বুদ্ধির কার্য্য। এই বুদ্ধি দ্বিপ্রকার। আত্মপ্রবণা ও বিষয়প্রবণা। আত্মপ্রবণা বুদ্ধি সাধারণ জীবের পক্ষে রাত্রিবিশেষ। জড়মুগ্ধ জীব ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় প্রাপ্য বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থাকায় আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন।

পক্ষান্তরে বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধ জীব জাগ্রত থাকায় তন্নিষ্ঠ বিষয় শোকমোহাদি অনুভব করে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে তাহাই রাত্রি বিশেষ। তিনি সংসারী লোকের সুখদুঃখপ্রদ বিষয়সকল উদাসীন ভাবে দেখেন। স্বভোগ্য বিষয় নির্লিপ্ত ভাবে গ্রহণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

দুইটা পথের পার্থক্য রাত্রি ও দিবার মত। যারা উর্দ্ধমুখে ছুটিতেছে তারা নীচের অন্ধকারের দিকে তাকায় না। যত উঠে ততই আলো পায়, চরমে "বরেণ্যং ভর্গঃ" লাভ করে। যারা নিম্নমুখে নামিতেছে, তারা উপরের আলো কিছু দেখে না। যত নামে ততই গাঢ়তর অন্ধকারে যায়, চরমে "অন্ধং তমঃ" মধ্যে প্রবেশ করে। একই সিঁড়ি, ভগবদ্ভক্ত উঠে, বিষয়াসক্ত নামে। প্রেম উঠায়, কাম নামায়।

আমরা নীচের রাস্তাটার খবর আগে লইব। কারণ বিপদের স্থানগুলির (danger zone) খবর রাখাই পথিকের আগে প্রয়োজন। জীবের স্বাভাবিক স্থিতি-স্থান হইতে নিম্নতম অন্ধকূপে পতনের মধ্যে সাতখানি সিঁড়ি। সিঁড়িগুলি পিচ্ছিল। একটায় নামিলে আর একটায় পড়িয়া যাইবার ভয়। গীতশাস্ত্র সিঁড়ি সাতখানির নিম্নোক্ত নামকরণ করিয়াছেন—(১) বিষয়ধ্যান, (২) সঙ্গ, (৩) কাম, (৪) ক্রোধ, (৫) সংমোহ, (৬) স্মৃতিবিভ্রম, (৭) বুদ্ধিনাশ, চরমে—বিনাশ।

মন মনোময় কোষের রাজা। মনন বা ধ্যানই তার কার্য্য। মনের নিম্নে দুইটি ভূমি—প্রাণময় ও অন্নময়। মনের উর্দ্ধে দুইটি ভূমি—বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। মনের ধ্যানের বস্তু নিম্নভূমির বিষয়ও হইতে পারে, উর্দ্ধভূমির তত্ত্বও হইতে পারে। এই কথাটাই অন্নময়াদি তৈত্তিরীয় শ্রুতির পরিভাষায় না বলিয়া যদি মাণ্ডুক্য শ্রুতির পরিভাষায় বলি, তবে বলিব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন "তৈজস-ভূমিতে" থাকে। তার নিম্নে "বৈশ্বানর-ভূমি", উর্দ্ধে "প্রাজ্ঞ-ভূমি।" প্রাজ্ঞ-ভূমিতে উঠিলেই "স্থিতপ্রজ্ঞ।" বৈশ্বানর-ভূমিতে নামিলেই অধোগতির সিঁড়ি মাড়ান সুরু হইল। বৈশ্বানর-ভূমিই জাগ্রত-ভূমি। প্রাজ্ঞ-ভূমি সুষুপ্তি-ভূমি। কাজেই সাধারণ জীব যখন বৈশ্বানর-ভূমিতে জাগে, সংযমী তখন সুষুপ্তি-ভূমিতে ঘুমায়।

প্রাজ্ঞ-ভূমিতে যাহা একত্ব ও পরমতত্ত্ব, বৈশ্বানর-ভূমিতে তাহাই বহুত্ব ও শব্দ স্পর্শ-রূপ রস-গন্ধ এই পঞ্চ জড় বিষয়। মন সাধারণতঃ ঐ সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য "বিষয়"ই ধ্যান করে। ঐ ধ্যান না করিয়া তার উপায় নাই। করিতেই হইবে। "পরং দৃষ্ট্বা" ছাড়া ঐ বিষয়-ধ্যান ঘুচিবার নয়। সেকথা পরে হইবে। আগে বিষয়-ধ্যানের কথাই হউক। বিষয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনের দ্বারা ঐ বিয়য়-সঙ্গে "সঙ্গ" হইবে। মনে করুন, আপনি প্রত্যহ সংবাদপত্রে মোটর গাড়ীর বিজ্ঞাপন পড়েন। উহা পড়িতে পড়িতে, ভাবিতে ভাবিতে মানসে উহার সঙ্গ হইবে। মনে মনে গাড়ীতে উঠিয়া চড়িয়া বেড়াইবার সুখটা যেন কিছু কিছু অনুভব হইতে থাকিবে। ইহাই "সঙ্গ"-পদবাচ্য।

"সঙ্গ" হইতে একটা গাড়ী কিনিয়া ভোগ করিবার কামনা চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিবে। ইহাই "কাম্য"। মনে করুন, কতিপয় যুক্তিযুক্ত কারণে আপনার অগ্রজ আপনাকে গাড়ী কিনিতে বাধা দিল। তখন আপনার দাদার উপর "ক্রোধ" হইবে। সংসারে কোন কাম্য বস্তুই বাধা ছাড়া মিলে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজেই ক্রোধ কামের পাশাপাশিই চলিবে। কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিপক্ষে যে প্রতিবন্ধক তাহার উপর ক্রোধ থাকিবেই। কাম ক্রোধ দুই মিলিয়া "সংমোহ"কে আহ্বান করিবে। সংমোহের মধ্যে দুইটা বৃত্তি আছে—গর্ব্ব ও ঈর্ষ্যা। তোমার গাড়ী আছে বা গাড়ী কিনিবার যোগ্যতা আছে, আমার নাই। তোমার গর্ব্ব হইবে। তোমার গাড়ী নাই বা কিনিবার যোগ্যতাও নাই, আমার আছে—তোমার আমার উপর ঈর্ষ্যা হইবে। এই গর্ব্ব ও ঈর্ষ্যা মিলিয়া "স্মৃতিবিভ্রম" ঘটাইবে। যেটুকু ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান তোমার ছিল তাহাও লোপ পাইবে। যেন তেন প্রকারেণ স্বার্থসিদ্ধির প্রবল বাসনা জাগিবে। জাল জুয়াচুরি মিথ্যা প্রবঞ্চনা কিছুই করিতে আটকাইবে না। মন তখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে অক্ষম হইবে—ইহাই "বুদ্ধিনাশ" নামক শেষ সিঁড়ি। এ অবস্থায় মনুষ্যত্ব চলিয়া যাইবে। কোন উপদেশই কার্য্যকরী হইবে না। ঘোর সংসারকূপে পতিত হইবে। মোক্ষ বা ধর্ম্ম তো অতি দূরের কথা, এমন কি কাম নামক পুরুষার্থ লাভেও সে অযোগ্য হইবে। ইহাই আধ্যাত্মিক জগতে বিনাশ। "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"

সংসার থাকিলে বিষয়-ধ্যান অনিবার্য্য। বিষয় চিন্তা আধ্যাত্মিক জীবনে বিনাশ আনিবেই। তবে কি সন্ন্যাসই শ্রেয়োমার্গ নহে? গীতা বলিলেন—না। বস্তুতঃ সন্ন্যাস লইয়া কোথায় পলায়ন করিবে? দেহ আছে, দেহে ইন্দ্রিয় আছে, বাহিরে শব্দস্পর্শাদি বিষয়নিচয় আছে। এসব ছাড়িয়া যাইবার স্থান কোথায়? এই দেহ গেলে সঞ্চিত কর্ম্মবীজ আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি দেহ তৈয়ারী করিয়া আনিয়া দিবে। রেহাই দিবে না। তবে উপায় কি? উপায়, প্রজ্ঞা-ভূমিতে স্থিত হওয়া—স্থিতপ্রজ্ঞ হও। যে স্থিতপ্রজ্ঞ "স শান্তিমাপ্নোতি।" ঊর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধে সে ভূমি। ব্রাহ্মীস্থিতি পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি। তবু সাধককে চলিতেই হইবে। চলার পথে ঐ ঊর্দ্ধভূমি লক্ষ্য করিয়াই আমাদের যাত্রা। বদ্রীযাত্রীরা হৃষীকেশ পর্য্যন্ত আগাইয়া আসুন না?

(৩)

বদ্রীবিশালের সুদীর্ঘ সরণি। কেহ উঠিতেছে, কেহ নামিতেছে। পথ একটি, গতি দুইটি। নির্ভর করিতেছে—যাত্রীর মুখ কোন্ মুখে, তারই উপর। বাহিরের দিকে যার মুখ, বুদ্ধি যার বিষয়-প্রবণা, সে চলিয়াছে নীচের দিকে। নামিতে নামিতে বুদ্ধিভ্রষ্টতায় আসিয়া সে "প্রণশ্যতি"র সীমায় ঠেকিবে। অন্তরের দিকে যার মুখ, বুদ্ধি যার আত্ম-প্রবণা, তার দৃষ্টি ঊর্দ্ধে, সে চলিয়াছে উপরের দিকে। চলিতে চলিতে তার প্রজ্ঞার সাক্ষাৎকার ঘটিবে। তারপর সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়া ব্রাহ্মীভূমিতে স্থিতিলাভ করিবে। সেথায় স্থিত থাকিলে অন্তেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাইবে।

নীচের শঙ্কাযুক্ত পিচ্ছিল সিঁড়িগুলি দেখিয়াছি। এবার উপরের শঙ্খাবৃত্ত—স্পাইরাল সিঁড়িগুলি দেখিব। পড়িয়া যাওয়া সকল সময়ই সম্ভব। উঠা কিন্তু প্রস্তুতি-সাপেক্ষ। মন যার বশবর্ত্তী সে-ই প্রস্তুত। প্রস্তুত বা প্রবর্ত্তক জীবের নাম "বিধেয়াত্মা"—কিঙ্করীকৃতমনাঃ। মন-মহিষাসুর-পতনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরের ভূমিকাতেই রাগদ্বেষ শুম্ভ-নিশুম্ভের নিপাত। রাগদ্বেষ-বিযুক্তাত্মা হইলেই আসে আত্মপ্রসাদ। তখন সাধক "প্রসন্নাত্মা"। প্রসাদপ্রাপ্তিফলে "সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ।" তখন তিনি অ-শোকাত্মা। দুঃখ দূর হইলেই বুদ্ধির পর্য্যবসান হয় অভীষ্ট বস্তুতে (বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে)। তখনই সাধক স্থিতপ্রজ্ঞ—প্রজ্ঞায় স্থিতি হয় তাঁহার। তারপর ব্রাহ্মীস্থিতি, সাধক তখন ব্রহ্মভূতঃ। সর্ব্বশেষ—শেষকালে (অন্তকালে) ব্রহ্মনির্ব্বাণ। বিধেয়াত্মা, বিযুক্তাত্মা, প্রসন্নাত্মা, অ-শোকাত্মা, স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা পরাশান্তি।

পরাশান্তি সকলেই চায়। পায় না কিন্তু অনেকেই। পায় না কেন? জীবের চিত্ত অশান্ত বলিয়াই পায় না। (অশান্তস্য কুতঃ সুখং)। চিত্তটা অশান্ত হইল কেন? মানুষ কেবল বিষয় চিন্তা করে, আত্মচিন্তা করে না তাই (ন চাভাবয়তঃ শান্তি)। মানুষ আত্মচিন্তা করে না কেন? আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা নাই বলিয়া (নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য)। প্রজ্ঞা নাই কেন? প্রজ্ঞা চুরি হইয়া গিয়াছে (তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং)। চুরি করিল কে? "ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে"—বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয়গণের যে-কোন একজনই ভাল চোর। যে-কোন একজনই বুদ্ধি চুরি করিয়া বিনাশের পথে ঠেলিয়া দিতে সমর্থ। চুরির প্রমাণ চান? দেখুন—

পতঙ্গের বুদ্ধি চুরি করে চক্ষু, অগ্নির রূপে আকৃষ্ট হইয়া—ফল তার মৃত্যু। হস্তীর বুদ্ধি চুরি করে ত্বক্, হস্তিনীর স্পর্শে আকৃষ্ট হইয়া—লাভ করে সে বন্ধন। ভ্রমরের বুদ্ধি চুরি করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার নাসিকা, পদ্মের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া—মাতোয়ারা হইয়া সে পদ্মের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। হরিণের বুদ্ধি চুরি করে কর্ণ, ব্যাধের বাঁশীর শব্দে মুগ্ধ হইয়া—তখন সে প্রাণ হারায়। মৎস্যের বুদ্ধি চুরি করে জিহ্বা, বড়শীস্থিত খাদ্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া—তখন মরণ বরণ করে। যে কোন একটি ইন্দ্রিয়ই পাকা চোর—বিপদ্‌মুখে ফেলিতে ওস্তাদ। সবগুলি ইন্দ্রিয়ই যার অবশীভূত, তার দুর্গতি হইবে না তো হইবে কাহার? তাই ঊর্দ্ধমুখে যাত্রার প্রথম কল্পই হইল ইন্দ্রিয়সংযম। ইন্দ্রিয়গণ যাঁর সংযত তিনি বিধেয়াত্মা—উৎরাই চড়াই চলিতে তিনি সমর্থ।

অসংযমী চক্রের মত ঘুরিতে ঘুরিতে ছিট্‌কাইয়া পড়ে। সংযমী সাধক শঙ্খের মত ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধভূমিতে আরোহণ করেন। ক্রমে অনুকূল বিষয়গুলি আকর্ষণ করিয়া, প্রতিকূল বিষয়গুলি বিকর্ষণ করিয়া আর তাহাকে পথভ্রষ্ট করে না। তখন সাধক রাগদ্বেষবিমুক্ত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ঐ অবস্থায় পৌঁছিতে কি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ একান্তই প্রয়োজন? বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়বর্গকে সম্পূর্ণ বিনিবর্ত্তন করিয়া কি সন্ন্যাসাবলম্বন করা একান্তই দরকার? গীতার উত্তর—না। ইন্দ্রিয়ও থাকিবে, বিষয়ও থাকিবে—গ্রহণও করিতে হইবে। কিন্তু করিতে হইবে বশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা।

বশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণে আত্মপ্রসাদের উদয় হয়। অবশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগে আত্মগ্লানি মাত্র লভ্য হয়। যে বস্তুতে যে আসক্ত, সেই বস্তু ভোগে তার সুখের উদয় হয় না। লোভী ব্যক্তি আহারের সুখ পায় না। মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুন আপনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় প্রত্যহ শয়ন করেন, শয়ন করিতে করিতে এমন হইয়াছে যে, শয্যাটি ঐরূপ না হইলে আপনার আর নিদ্রা হয় না। এখন আপনি ঐ কোমল শয্যার কোমলতার স্পর্শজন্য যে সুখ তাহা আর ভোগ করিতেছেন না। মনে করুন আমি বাহু উপাধানে ভূমিশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া গাঢ় নিদ্রা-সুখ ভোগ করিতে পারি। আমাকে যদি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতে দেন তবে ঐ কোমলতার স্পর্শসুখ আমার যেমন হইবে আপনার তার শতাংশও হইবে না।

ভোগী ভোগে বঞ্চিত, ত্যাগীই ভোগের অধিকারী। এ এক রহস্য বটে! সংযতেন্দ্রিয় দ্বারা ভোগে আত্মার প্রসারণ হয়। প্রসারিত হওয়াই আত্মার স্বভাব। সঙ্কুচিত হইলেই বিষণ্ণ হয়। প্রসারিত হইতে সুযোগ পাইলেই প্রসন্ন হয় (প্রসন্নচেতসঃ)। আত্ম-প্রসন্নতায় সর্ব্বদুঃখের বিরতি। প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধিই প্রতিষ্ঠিত। প্রাজ্ঞ ভূমিতেই সাধক বহির্ব্বিষয় নিরপেক্ষ। তাই আত্মপ্রসাদে ভরপূর। অন্যকে দেখিতে চেষ্টা করে বলিয়াই আত্মা নিজেকে দেখে না। অন্যকে দেখা বন্ধ করিলেই নিজেকে দেখা আরম্ভ হয়। নিজেকে দেখাই পরম প্রসাদ। নিজ স্বরূপ-সত্তার উপলব্ধিই আনন্দের খনি। নিজেকে দেখা হইলেই অন্যকে দেখা যথাযথ হয়। তখন খনির আনন্দ সমুদ্রে মিশায়।

মনন হইল মনের প্রকৃষ্ট কার্য্য। শুদ্ধ মনন-ভূমিই শ্রুতির ভাষায় তৈজস-ভূমি। প্রত্যেক মানুষই স্বপ্নে সেই ভূমিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। মন বশীভূত নয় বলিয়া অসম্বন্ধ স্বপ্ন হয়। সাধারণের স্বপ্ন-ভূমিই সাধকের ধ্যান-ভূমি। ধ্যানে সাধক তৈজস-ভূমিতে বিচরণ করে। ধ্যান ভাঙ্গিলে জাগ্রত অবস্থায় সাধক, অসাধক সকলেই বৈশ্বানর-ভূমিতে নামে। ধ্যান না ভাঙ্গিয়া প্রগাঢ়তর হইলে সাধক ঊর্দ্ধে উঠে। মনন স্থগিত হইয়া যায়। প্রজ্ঞা-ভূমিতে স্থিতি হয়। প্রত্যেক নরনারীই সুষুপ্তি অবস্থায় প্রজ্ঞা-ভূমির আনন্দাবস্থার কিঞ্চিৎ সন্ধান পায়। সুষুপ্তি অবস্থায় সকলেরই শরীর-মনের সকল ক্লান্তি কাটিয়া যায়।

প্রজ্ঞা-ভূমিতে সাধকের সকল দুঃখের হানি হয়। পুত্র-শোকাতুরা মাতাও সুষুপ্তি অবস্থায় পুত্রশোক ভুলিয়া যায়। প্রজ্ঞা-ভূমিতে স্থিতপ্রজ্ঞ সাধকও সেইরূপ শোকহীন হন। নিত্যকার সুষুপ্তি অবস্থা ও প্রজ্ঞা-ভূমিস্থ সাধকদের অবস্থার পার্থক্য এই যে, সুষুপ্তি ভঙ্গে মাতার পুত্রশোক পূর্ব্ববৎ ফিরিয়া আসে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সাধককে শোকদুঃখ আর স্পর্শ করে না। সুষুপ্তিতে একটি অপরিসীম অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উপলব্ধি হয়—সকলেরই হয়। ইহা প্রজ্ঞা-ভূমির আত্মপ্রসাদের একটু আভাস মাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি গীতার সূত্রস্বরূপ। সমগ্র গীতার কথাই সূত্রাকারে এই অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। গীতার লক্ষ্য জীবকে জীবন্মুক্ত অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেওয়া। স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থাই সেই জীবন্মুক্ত অবস্থা। গাঢ় নিদ্রায় মানুষ যেমন শান্ত, জাগরণ কালে সেই শান্ত অবস্থাটি যদি সে বজায় রাখিতে পারে, তবেই সে অনেকটা স্থিতপ্রজ্ঞের অনুরূপ হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রগাঢ় সুষুপ্তি ও জাগরিত অবস্থা এই দুইকে যে জীবনের মধ্যে যুগপৎ সমন্বয় সাধন করিতে পারে, সে-ই স্থিতপ্রজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত।

এই অবস্থায় পৌঁছিবার দুইটি মুখ্য উপায় গীতা শাস্ত্রে কথিত আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্রাকারে তাহা উক্ত হইয়াছে। (১) যুক্ত আসীত মৎপরঃ। (২) পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। এই দুইটি কথা ভাষান্তরে গীতায় বহুবারই উচ্চারিত হইয়াছে। গীতার উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ে "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই "গুহ্যতম" মন্ত্রদ্বয়—"মৎপরঃ" এবং পরং "দৃষ্ট্বা" বাক্যেরই সুপরিস্ফুট রূপ। এই পথের প্রস্তুতিতেই ইন্দ্রিয় সংযম। বিবেক বিচার দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম হয় না। কেন না, বিচার দ্বারা বিষয়ানুরাগ একটুও কমে না।

একমাত্র ভগবৎ-পরায়ণ (মৎপরঃ) ব্যক্তিরই ইন্দ্রিয় সংযম সম্ভবপর। বিষয় ত্যাগ করিলেই ত্যাগ হয় না। ভিতরে বিষয়তৃষ্ণা থাকিলে জোর পূর্ব্বক ত্যাগ—ত্যাগই নহে। বিষয়তৃষ্ণা যার কাটিয়া গিয়াছে, বাহিরে ত্যাগীর মত দৃষ্ট না হইলেও সে-ই প্রকৃত ত্যাগী। বিষয়তৃষ্ণাটা যাওয়ার উপায় কি? উপায় বহু আছে। শ্রীগীতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় "পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে—পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বা উপলভ্য নিবর্ত্ততে নির্বীজং বিষয়জ্ঞানং সম্পদ্যতে। নাসতি সম্যগ্‌দর্শনে রসস্য উচ্ছেদঃ।" শ্রীশঙ্কর ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মদর্শন হইলে বিষয়জ্ঞান নির্বীজ হইয়া গেল। সম্যগ্‌দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় রসের উচ্ছেদ হইবে না। স্থিতপ্রজ্ঞের চিত্ত পরমধ্যেয় বস্তুতে সমাহিত হওয়ায় আর বিষয় সেবায় ধাবিত হয় না। তাঁহার "ইন্দ্রিয়াণি" কেবল যে নিরুদ্ধ হয় তাহা নহে। তাহারা তাঁহার আত্মার স্বরূপানন্দরসেও নিমজ্জিত হইয়া যায়। সমুদ্রে সকল নদ নদী জল ঢালে কিন্তু সমুদ্র অচল প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ পরম সত্তাকে দর্শন করায় সকল কামনা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ভোগময় জগতের রূপরসাদির সংবাদ জীবনের দুয়ারে উপস্থিত হইলেও, স্থিতপ্রজ্ঞ শান্ত ও অচল। এই অবস্থাই বিপুল আনন্দের আকর। সংসারে এই বস্তু সুদুর্লভ। একমাত্র "কৃষ্ণকামী ইহা লাভ করিতে পারে—"কামকামীর" পক্ষে ইহা দুষ্প্রাপ্য।

প্রজ্ঞাভূমির উপরেই তুরীয় ও ব্রহ্মভূমি। প্রজ্ঞাভূমিতেই ব্রহ্মভূমি প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞাভূমিতে থাকিয়া যখনই "পরং" বস্তুকে অনুভব করেন, তখনই সাধকের ব্রাহ্মীস্থিতি। প্রজ্ঞাভূমির আনন্দ আত্মপ্রসাদ। আর, ব্রহ্মভূমির আনন্দ পরমাত্মার প্রসাদ। এই পার্থক্য। পরম বস্তুর সাক্ষাৎকার হইলে আত্মা জানিতে পারে, তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি সবই পরমাত্মার। স্থিতপ্রজ্ঞের প্রজ্ঞা বুঝিতে পারে যে, "তোমারি গরবে গরবিনী হাম।" আমার যাহা কিছু সুখের সবই তাহার।

"জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমীশং
অস্য মহিমানং ইতি বীতশোকঃ।"

পরম বস্তুকে দর্শন করিলে এইরূপই অনুভব হয় যে, আমার মহিমা (বড়ত্ব) তিনিই। আমার ঐশ্বর্য্য তাঁহারই, আমার শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি, আর আমার সবই তাঁহার। এই অভেদ দৃষ্টি ব্রাহ্মীস্থিতি। প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞার ইহাই মূল ভিত্তি। যিনি এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহার অজ্ঞানতার পুনরভ্যুদয়ের আর আশঙ্কা নাই। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার আসে না, ব্রাহ্মীস্থিতির নির্ম্মল প্রতিভার সম্মুখেও অজ্ঞানতার আবির্ভাব হয় না।

অধ্যায়ের শেষ মন্ত্রে ব্রাহ্মীস্থিতির কথা বলার পরেই "স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি" বলিয়াছেন। অর্থাৎ অন্তকালেও এই ব্রাহ্মীস্থিতিতে ভর দিয়া থাকায় জীবন্মুক্ত সাধক ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে যুবরাজ যেমন পূর্ব্বাধিকৃত যৌবরাজ্যের আধিপত্যে ভর করিয়া উত্তরাধিকৃত রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, ঠিক তেমনি জীবন্মুক্ত ব্রাহ্মীস্থিতিতে ভর করিয়া অন্তকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণ কূলে উপনীত হন। যাহা জীবনকালে ব্রাহ্মীস্থিতি, তাহাই অন্তকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণ। রাজকুমারের পূর্ব্বের যৌবরাজ্যই আজ উত্তরাধিকৃত পৈতৃক রাজ্য। ব্রাহ্মীস্থিতি ব্রহ্মনির্ব্বাণের কেবল জীবাতু নহে। উহারা অভিন্নই। "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা।" সাধনের ভাবনা ও সিদ্ধের পাওনা, একই বস্তু।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ অবস্থাটি কিরূপ, গীতাই পঞ্চম অধ্যায়ে তাহার আভাস দিয়াছেন—

"যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥" ৫।২৪

অন্তরাত্মাতেই যাঁর সুখ, অন্তরাত্মাতেই যাঁর রতি, অন্তরাত্মাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁর জ্ঞানের আলো—নিজের বলিতে যা কিছু সবই অন্তরাত্মার, এই অববোধই ব্রহ্মনির্ব্বাণ। ব্রহ্মসত্তায় জীবভাবের লয়। সমুদ্রে তরঙ্গ মিশায়, ইহা বিনাশ নয়—ভূমায় অবস্থিত। ডিম্বস্থ পাখীর মুক্ত আকাশে উড্ডয়ন—ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতার নির্ব্বাপণ। ইহাতে সকল আর্ত্তির তৃপ্তি, সকল আকুতির পরিসমাপ্তি। ইহার চাবীকাঠি দুইটি, ছোট কথায়—(১) যুক্ত আসীত মৎপরঃ (২) পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

ভগবানের কথা শেষ হইয়া গেল। অর্জ্জুন প্রশ্ন না তুলিলে গীতা আর চলিত না। কেন, কি প্রশ্ন জাগিল অর্জ্জুনের মনে তাহাই এখন শুনিবার বিষয়। ক্রমে সব শুনিব এ আশা অন্তরে জাগরূক রহিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন

আমরা শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনা করিয়াছি। আত্মতত্ত্ব, স্বধর্ম্ম, বুদ্ধিযোগ ও স্থিতপ্রজ্ঞ এই চারিটি প্রকরণের সম্বন্ধ ও যুক্তিযুক্ততা বিশ্লেষণপূর্ব্বক সাংখ্যযোগ আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়টিকে আমরা আর একবার তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিব।

আমরা বলিয়াছি, দ্বিতীয় অধ্যায় সমগ্র গ্রন্থের সূত্রস্বরূপ। মনে হয়, যাহা কিছু বলিবার দ্বিতীয় অধ্যায় মধ্যে বলিয়াই ভগবান গীতা শেষ করিতেছিলেন। শেষ শ্লোকে যখন ব্রাহ্মীস্থিতির পর ব্রহ্মনির্ব্বাণ আসিল, তখন বলিবার আর কিছুই বাকী রহিল না। তারপর তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই অর্জ্জুন একটি অতি সুচিন্তিত সুকঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। প্রশ্নটি না উঠিলে আর গীতা শুনিবার ভাগ্য হইত না— অর্জ্জুনেরও নয়—আমাদেরও নয়। তাই প্রশ্নটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অর্জ্জুনের প্রশ্নটি নিতান্তই বাস্তব, জীবন-সমস্যার সঙ্গে নিবিড়ভাবেই বিজড়িত। পরম সারগর্ভ জিজ্ঞাসা, শূন্যগর্ভ ফাঁকা আওয়াজ বা ছাত্র-ঠকানো ফক্কিকার মাত্র নহে। ভগবানের উক্তি সমূহের সারমর্ম্ম গ্রহণে চেষ্টিত হইয়া অর্জ্জুন তাহাদের মধ্যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত সিদ্ধান্ত বা পথের নির্দ্দেশ দেখিতে পান নাই। কথাগুলিকে পরস্পর একত্রিত করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা করিলে উহারা তাঁহার নিকট অসংলগ্ন উক্তির মত প্রতিভাত হইয়াছে।

কোন প্রকারেই সামঞ্জস্য করা যায় না, এইরূপ দুইটি কথা শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে অর্জ্জুনের কর্ণে আসিয়াছে। অর্জ্জুন শুনিয়াছেন, (৩৮ শ্লোকে) "ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব।" আবার অর্জ্জুন শুনিয়াছেন, (৫০ শ্লোকে) "তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব," "অতএব যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও"—"অতএব যোগার্থ উদ্‌যুক্ত হও।"

কোনও বিচার (argument) অবতারণার পর সিদ্ধান্তের প্রাক্কালে "অতঃ" "ততঃ" "তস্মাৎ" এই সব পদ ব্যবহৃত হয়। একই ব্যক্তি বিচারযুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক একই লোককে একই সময় "যুদ্ধায়" ও "যোগায়" প্রণোদিত করিতেছেন, ইহা যে কি প্রকারে সম্ভব, তাহা অর্জ্জুন কিছুতেই সমাধান করিতে পারিতেছেন না। এ যেন একই ছাত্রকে একই সময় মাঠে গিয়া খেলা করিতে ও পাঠাগারে বসিয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ তৈয়ারী করিতে বলা। এই পরস্পর বিরোধী উপদেশই অর্জ্জুনের ভাষায় ব্যামিশ্র-বাক্য।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" (৬২) হইতে "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি" (৬৩) পর্য্যন্ত বিষয়ধ্যান ও বিষয়-সঙ্গের বিষময় বিনাশরূপ ফলের কথা বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে, "রাগদ্বেষ বিযুক্তৈস্তু" (৬৪) হইতে "স শান্তিমধিগচ্ছতি" (৭১) পর্য্যন্ত নিস্পৃহতা, প্রসাদ, প্রসন্নতা ও প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞায় অমৃতময় শান্তিরূপ ফলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। "প্রণশ্যতি" ও "শান্তিমধিগচ্ছতি" এই দুই, দুইটি বিপরীতমুখী গতির পরিণতি। আমরা ইহাকে বদ্রীবিশালে উঠিবার ও নামিবার পথের সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলনা করিয়াছি। কোনও দিশারী যদি কোনও যাত্রীকে একই সময় দুই মুখে চলিবার উপদেশ দেন অর্থাৎ বদ্রীনাথ দর্শনে আরোহণ করিতেও বলেন, নিম্নতম ভূমিতে অবরোহণ করিতেও বলেন, তাহা হইলে আমরা সকলেই একবাক্যে তাঁহার বাক্যকে 'স্ববিরোধী' বলিব।

অর্জ্জুনের মনে হইতেছে, জনার্দ্দন তাঁহাকে একই সময় নামিতে ও উঠিতে বলিতেছেন। অর্জ্জুনের "জনার্দ্দন" সম্বোধন পদটির মধ্যেও একটি স্ববিরোধিতার শ্লেষ আছে। অর্দ্দ ধাতুর অর্থ—পীড়া দেওয়া। মানুষকে যিনি পীড়া দেন তিনি জনার্দ্দন। আবার "জন" নামা অসুর বধ করিয়া যিনি ভক্তকে তপলোকে, মহর্লোকে যাইবার সুযোগ ঘটাইয়া দেন তিনি জনার্দ্দন। সম্বোধনটির সুরের মধ্য দিয়াই অর্জ্জুন যেন বলিতেছেন, ঠাকুর! তুমি যেমন জীবকে পীড়া দিয়া কষ্ট দাও, আবার মহর্লোকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া শান্তিও দাও, আজ আমাকেও সেইরূপ যুগপৎ ব্রাহ্মীস্থিতিরূপ তুঙ্গশৃঙ্গে উঠিতে ও "ঘোর" কর্ম্মরূপ গুহাগহ্বরে নামিতে উপদেশ দিতেছ।

শ্রীকৃষ্ণের মতে কর্ম্ম-মাত্রই যখন "দূরেণ হ্যবরং" (৪৯) নিতান্তই নিকৃষ্ট, তখন যুদ্ধরূপ হিংসাত্মক কর্ম্ম – যুদ্ধে আত্মীয় ও গুরুজন বধরূপ মহৎ পাপ নিশ্চয়ই নিকৃষ্টতম—সর্ব্বতোভাবে বিগর্হিত। অর্জ্জুনের বিবেচনায় ও ভাষায় তাহাই "ঘোরে কর্ম্মণি"। এইরূপ ঘোর কর্ম্মে নিয়োগ করিবার জন্যই অর্জ্জুন আপত্তি তুলিয়াছেন। "কিং নিয়োজয়সি" কথাটার "কিং" শব্দের মধ্যে কেন এবং কিরূপে (why and how) দুইটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসাই অন্তর্নিহিত। কেন করিতেছ? কথাটা ঠিক নহে। কিরূপে করিতেছ? কোন্ যুক্তিবলে কি পন্থায় ইহা সম্ভব হইতে পারে? তোমার মত ও পথ দুই-ই যেন অযৌক্তিকতা দোষদুষ্ট।

একথা ঠিক যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন। "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা" (৪৮)। কিন্তু এই সব কথা অর্জ্জুনের বিবেচনায় "সোনার পাথরের বাটি"র মত বাস্তবতাহীন। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ও অবস্থা শুনিবার ফলে অর্জ্জুনের এ ধারণা দৃঢ়তর হইয়াছে। কেন? শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ হইবার উপায় বলিয়াছেন—সমাধিতে নিশ্চলা বুদ্ধি "সমাধৌ অচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি" (৫৩)। সমাধিতে অচলা বুদ্ধি বা প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিই "বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে" (৬৫) স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা। স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার পূর্ণতাতেই ব্রাহ্মীস্থিতি। ব্রাহ্মীস্থিতি হইলেই সাধক উত্তুঙ্গশিখরে আরোহণ করিল। "যোগস্থ অবস্থার এই পরম পরিণতিরূপ ব্রাহ্মীস্থিতিতে "কুরু কর্ম্মাণি" কথাটা খাটিবে কিরূপে? যে কর্ম্ম "বুদ্ধিযোগাৎ অবরং"—বুদ্ধিযোগ হইতে নিকৃষ্ট, যোগস্থ অবস্থায় সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলা আর বদ্রীনাথে উঠিয়াও সমতল ভূমিতে পা রাখিয়া ছুটাছুটি করিতে বলা একই কথা। বিষয়ধ্যান করিলেই "সঙ্গস্তেষূপজায়তে"—তাহাতে সঙ্গ জন্মিবে—এমতাবস্থায় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের মত হীন বিষয়-কর্ম্ম করিতে বলা জল না ছুঁইয়া মাছ ধরিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলার মতই কথা। নানাদিক দিয়াই অৰ্জ্জুন ভগবানের কথাগুলিকে স্ববিরোধী মনে করিতেছেন। কেবল "কনট্রারী" নহে, "কনট্রাডিক্টরী"। বিরোধী বিষয়েরও সমাধান করা সম্ভব—কিন্তু আলো-আঁধার, বিষামৃত বা ওঠা-নামার মত বিপরীতমুখী গতিধারাকে কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। তাই তো অৰ্জ্জুন বলিয়াছেন,—"বুদ্ধিং মোহয়সীব মে", আমার বুদ্ধিকে যেন মোহগ্রস্ত করিতেছে। অৰ্জ্জুনের এই উক্তিটি বড়ই কঠোর অথচ ব্যথাপূর্ণ। শিষ্য চাহিতেছেন আচার্য্যের নিকট আরও আলো। আচার্য্য যে কেবল আলো দেন নাই তাহা নহে, যেটুকু আলো ছিল তাহাও যেন নিভাইয়া দিয়া শিষ্যকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া দিয়াছেন। শিষ্য তখন "মোহয়সি" ছাড়া আর কি বলিবে ?

এতাদৃশ কার্য্য কোন আচার্য্যের পক্ষে নিতান্তই অশোভন। এইরূপ অশোভন কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ করিতেছেন ইহা মনে করা এবং বলা অৰ্জ্জুনের পক্ষেও অশোভন, ইহা বুঝিয়াই অৰ্জ্জুন দুইটি "ইব" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃই কি তুমি-হেন ব্যক্তি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিতে পার ? কিছুতেই পার না। বস্তুতঃই কি তোমার বাক্য ব্যামিশ্র হইতে পারে ? কখনই নহে। আমারই অল্পজ্ঞতা, অনুধাবন করিবার অযোগ্যতা আমাকে ঐরূপ মনে করাইতেছে। তোমার বাক্য যেন ব্যামিশ্র, তুমি যেন তাহা দ্বারা আমার বুদ্ধি মোহযুক্ত করিতেছ। এইরূপ মনে করার দোষটা নিশ্চয়ই তোমার বা তোমার কথার নহে, উহা সর্ব্বতোভাবেই আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অক্ষমতামূলক। এই কথার মধ্যে অর্জ্জুনের ব্যথা আছে। তিনি এত করিয়া প্রাণপণ করিয়া বুঝাইতেছেন আর অর্জ্জুন বুঝিতেছেন না। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ভগবদ্‌যুক্তির উক্ত কঠোর সমালোচনামূলক প্রশ্নে যুগল 'ইব'-শব্দ দৈন্যমিশ্রিত কোমলতা আনিয়াছে, তীব্রতায় মৃদুতা ও ব্যথার প্রলেপ দিয়া, ভদ্রোচিত সৌজন্যের সীমার মধ্যে রাখিয়া জিজ্ঞাসাকে মাধুর্য্যযুক্ত করিয়াছে। অর্জ্জুনে দক্ষতা ও দীনতার অপূর্ব্ব সম্মেলন হইয়াছে।

অর্জ্জুন তর্ক-বিতর্ক করিতে প্রয়াসী নহেন। তাঁহার যুক্তি চাহে সত্যসিদ্ধান্ত, তাঁহার ইচ্ছা চাহে সত্যসিদ্ধান্তানুকূল কার্য্যের পথ। শ্রেয়ঃ বলিতে অর্জ্জুন ইহাই বোঝেন। অর্জ্জুন শ্রেয়ঃ-অনুসন্ধান-পর। পূর্ব্বেও বলিয়াছেন "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি"—অনুসন্ধান করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতে পাইতেছি না। অর্জ্জুন যাহাতে শ্রেয়োলাভ করেন শ্রীকৃষ্ণও তাহাই চাহেন। তথাপি অর্জ্জুন ঐ কথাটি আর একবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—"যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্—যাহাতে, যাহা দ্বারা, যেরূপে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি, সেইরূপ বল। অবশ্য তুমিও তাহাই করিতেছ, তবু যখন আমি বুঝিতে পারি নাই, "যুদ্ধায়" ও "যোগায়" দু'য়ের মধ্যে একটির উপর তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া "নিশ্চিত" বল যাহাতে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

এই লৌকিক জগতের আপাত শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তথ্যবিষয়ে নিশ্চিত না হইয়াও পথ চলা যায়। সম্ভাবনা (probability), পরিকল্পনা (hypothesis) লইয়াও এই ব্যবহারিক জগতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রসর হওয়া যায়। বিন্দু, রেখা, তল (plane) কাল্পনিক হইলেও জ্যামিতি চলে ; ইথার, ইলেক্ট্রন, হাইপোথিসিস হইলেও পদার্থবিদ্যা বা রসায়ণশাস্ত্র চলে। আদর্শ গণতন্ত্র বাস্তবে না থাকিলেও সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করিয়া রাজনীতি গড়া চলে। কিন্তু ঈশ্বর সত্য সত্যই না থাকিলে পূজা নিবেদন চলে না। পারমার্থিক ক্ষেত্রে নিশ্চিত সত্য (absolute truth) চাই-ই। এ ক্ষেত্রে একটু সংশয়াত্মা হইলেই বিনশ্যতি। অর্জ্জুন নিঃসংশয়িতভাবে প্রকৃষ্ট শ্রেয়ঃ খুঁজিতেছেন। কাজেই নিশ্চিত হওয়া চাই-ই।

ভগবান কি উত্তর করেন শুনিবার জন্য অর্জ্জুন উৎকর্ণ হইয়াছেন। আমাদেরও হওয়া প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুচ্চয়ে গীতার রূপ

শাস্ত্র-রসিক পণ্ডিতগণ গীতাকে বলিয়াছেন দুগ্ধ। শ্রুতিকে কহিয়াছেন গাভী। গাভী দোহন করিয়াছেন গোপেন্দ্রনন্দন স্বয়ং গোপাল। শ্রীমান্ অর্জ্জুন হইতেছেন বৎস। গাভী ও গোপাল অতি সুযোগ্য হইলেও বৎস ছাড়া দোহন কার্য্যটি সুকঠিন। বৎসের কার্য্য হইল দুগ্ধাধার স্তন্যকে দুগ্ধদানে উন্মুখী করা, বাংলা কথায় "দুধ পানান"। এই কার্য্যটি যথাযথ না হইলে গাভীর স্তন্য হইতে ক্ষীর ক্ষরণ হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতা শেষ হইতেছিল। দুগ্ধ বুঝি আর ক্ষরিত হইবে না এমত মনে হইতেছিল। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" ও "ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন" এই শ্লোক দুইটি দ্বারা বৎস আবার গাভী "পানাইয়া" দিলেন। না দিলে সুধীজন আর গীতামৃত পান করিবার সৌভাগ্য পাইতেন না। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে পুনরায় "সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি" (৫।১) শ্লোকে ঐ একই প্রশ্ন ভাষান্তরে উত্থাপন করিয়া আরও একটু "পানাইয়া" দিলেন। শ্রুতি-দোহন চলিতে লাগিল।

ঠিক কোন্ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর ইহা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলা শক্ত। সমগ্র গ্রন্থ লইয়াই প্রশ্নের মীমাংসা ইহা বলাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসাই গীতার আকৃতি ফুটাইয়া দিয়াছে। নবম অধ্যায় রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যযোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্য্যন্ত গীতার রূপ ফুটিয়াছে। দশম অধ্যায় হইতে রূপের সজ্জা আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথমে আমরা শ্লোক বা প্রকরণ ধরিয়া আলোচনা না করিয়া অগ্রে সমগ্র রূপটি দর্শন করিতে চেষ্টা পাইব। এক একটি করিয়া গাছ দেখিতে দেখিতে পাছে বনের শোভাটি হারাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় সর্ব্বাগ্রে সামগ্রিকভাবে বনটি দেখিয়া লইব। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, শাস্ত্রবেত্তা সকলেই এইরূপ করেন। আগে বিহঙ্গম-দৃষ্টিতে সবটা দেখিয়া লয়েন, পরে টুকরো টুকরো করিয়া দেখেন। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি সমুচ্চয়ে গীতার যে অখণ্ড রূপটি তাহাই আমরা অগ্রে দর্শন-প্রয়াসী হইব।

অর্জ্জুন বুঝিতেছেন যে, তিনি অনেক নীচেতে নামিয়া গিয়াছেন, তাই আর্য্য হইয়া "অনার্য্যজুষ্ট কশ্মলের" অধীন হইয়া "ক্লৈব্য" প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে উঠিতে হইবে অনেকখানি। উপদেষ্টাও পুনঃ পুনঃ "উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়" বলিয়া ডাকিতেছেন। কিন্তু শুধু ডাকেই তো উঠা যায় না। উঠিতে হইলে সিঁড়ি চাই। মনুমেণ্টে উঠিবার মত তৈয়ারী সোপান চাই। অর্জ্জুন ঐরূপ একটা কিছুর অপেক্ষায় আছেন। সারথি এখন রাজমিস্ত্রীর ভূমিকায় সিঁড়ি গাঁথিতেছেন। অর্জ্জুন আশা করিতেছেন, সখা তাঁহার জন্য একটা উচু মানমন্দির তৈয়ারী করিবেন, যাহাতে উঠিয়া দেখিলেই সম্যক্ দর্শন হইবে ও সেই দর্শনের ফলে সকল দ্বন্দ্বের সমাধান হইয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন নিবিষ্টভাবে শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছে যে, তাহাকে উপরে তুলিবার জন্য পাশাপাশি যেন দুইটি মনুমেণ্ট তৈয়ারী হইতেছে। একই কালে একই ব্যক্তির পক্ষে দুইটা আলাদা মনুমেণ্টে আরোহণ করা অসম্ভব, ইহা সকলেই বুঝে. অর্জ্জুন নিজেও আরোহণেচ্ছু, কিন্তু রাজমিস্ত্রী কেন যুগপৎ দুইটি মানমন্দির তুলিতেছেন, এবং কেনই বা একই কালে অর্জ্জুনকে দুইটাতেই আরোহণ করিতে বলিতেছেন, ইহাই হইল তাঁহার জিজ্ঞাসা। ভগবান্ প্রথমে বলিলেন, অর্জ্জুন! এই যে দুইটি বিষয় তাহা তো তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—"পুরা প্রোক্তা" (৩।৩)। তোমাকে বলিয়া অসিয়াছি, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" (২।৩৯)। সাংখ্যের কথা অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের কথা বলা হইল, এখন যোগ কিনা, কর্ম্মযোগের বিষয় কিছু বলি শোন। আগেও বলিয়াছি, এখনও আবার বলিতেছি। বিষয় হইল দুইটি "দ্বিবিধা নিষ্ঠা" (৩।৩)—আত্মজ্ঞদের জ্ঞানযোগ, কর্ম্মীদের কর্ম্মযোগ।

বিষয় যে দুইটি ইহা তো অর্জ্জুনও বলিতেছেন। এ কোন নূতন সংবাদ নয় বা প্রশ্নের সমাধানও নয়। অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইল, দুইটি কথা একই সময় পালন করিতে বল কেন? ঊর্দ্ধ ভূমিতে উঠিবার জন্য দুইটি পৃথক মনুমেণ্ট একইকালে নির্ম্মাণ করিতেছেন কেন? ভগবান এই কথার কোন উত্তর না দিয়া ইটের উপর ইট সাজাইবার মত শ্লোকের পর শ্লোক বলিয়া গাঁথুনি গাঁথিয়া চলিলেন। পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক পর্য্যন্ত আসিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! এই দুইটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়কে দুইটি যারা বলে তারা নিতান্ত নাবালক "সাংখ্য-যোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি।" এখন একবার তাকাইয়া দেখ দেখি—ঐ দুই বস্তুকে একই বস্তু মনে হইতেছে কি না। ঐ দুইকে এক বলিয়া যখন দেখিবে তখনই যথার্থ দেখা হইবে। "একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" (৫।৫)।

অর্জ্জুন মনে করিতেছেন উপরে উঠিবার জন্য দুইটি পৃথক্ সোপান তৈয়ারী হইতেছে। কিন্তু যিনি তৈয়ারী করিতেছেন তিনি আদপেই স্বর্গের সিঁড়ি গাঁথিতেছেন না। তিনি করিতেছেন দ্বন্দ্বাতীত শান্তিপুরে যাইবার জন্য একটি নিরুপম "গোপুরম্"। যাহা নির্ম্মিত হইতেছে তাহা আদপেই দুইটি মনুমেণ্ট নহে। বস্তুতঃ নির্ম্মিত হইতেছে পুরুষোত্তমপুরে পৌঁছিবার জন্য একটি ক্রমোর্দ্ধ পথ, আর সেই পথাগ্রে এক অভিনব তোরণ। প্রথমে তোরণের দুই দিকে দুইটি স্তম্ভ উঠিতেছে। ভগবান তখন বলিতেছেন, দুইটি বস্তুর কথাটি বলিতেছি। পরে যখন তোরণের আর্চ (arch) তৈয়ারী আরম্ভ করিবার জন্য দুইদিক হইতে আগাইয়া আসিতেছেন, তখন বলিতেছেন, অর্জ্জুন! ইহা একটি বস্তুটি কি না তাকাইয়া দেখ। দেখ, ইহার একটি প্রবেশ দ্বার।

দুইদিক্ হইতে ধীরে সুকৌশলে অগ্রসর হইতেছেন। সকল কর্ম্মকে আনিয়া জ্ঞানে সমাপ্ত করিতেছেন। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" (৪।৩৩)। আবার জ্ঞানীকে "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" কহিয়া জ্ঞানকে আনিয়া কর্ম্মে লাগাইতেছেন। গীতাশিল্পীর এই কলা-কৌশল আমরা ক্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুস্পষ্টভাবে দেখিবার চেষ্টা করিব। আমরা অর্জ্জুনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখিব। অর্জ্জুন এখন পর্য্যন্ত দেখেন নাই। দেখা পূর্ণ হইবে নবম অধ্যায়ে। তখন দেখিবেন, জ্ঞান ও কর্ম্মের সুদৃঢ় দুই সু-উচ্চ স্তম্ভের উপরে ভক্তির খিলান করা নিরুপম "গোপুরম্"—যেন গোলোকে যাইবার এক গগনচুম্বী গেট। ভাল করিয়া দেখিবার পরেই আমরা অর্জ্জুনের মুখে শুনিতে পাইব—"যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম" (১১।১) যে পরম বাক্য বলিয়াছ তাহা শ্রবণ করিয়া মোহান্ধকার কাটিয়া গিয়াছে।

তখন অর্জ্জুনের সঙ্গে আমরাও দেখিব—অতুলনীয় কারুকার্য্য-খচিত কর্ম্ম-জ্ঞানের স্তম্ভযুগলের উপরে ভক্তির বিচিত্র তোরণ। জীবন-সংগ্রামে ইহাই গীতা-প্রদর্শিত সুপ্রশস্ত রাজপথ—পথের অগ্রে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি সমুচ্চয়ে সুদৃশ্য সিংহদ্বার। এই পথে চলিতে চলিতে যুক্ততম সাধক পথিক নিজ অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। জ্ঞানী হইয়া "সঙ্গবর্জ্জিত" হয়, কর্ম্মী হইয়া "মৎকর্ম্মকৃৎ" হয় ও ভক্ত হইয়া "মদ্ভক্তঃ" হয়—তিনের সমুচ্চয়ে—"মৎকর্ম্মকৃৎ মৎ পরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ" (১১।৫৫) হইয়া "যঃ স মামেতি পাণ্ডব।" (১১।৫৫)। এই শ্রীকণ্ঠোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যানুসারে পুরুষোত্তমের পাদমূলে পৌঁছিয়া জীব সর্ব্বভাবে তাঁহার ভজনা করে "ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন।" (১৫।১৯)

মনুমেণ্ট যত উচু হউক না কেন তাহার উপরে ছুটাছুটি করা চলে না। জ্ঞান মানুষকে অনেক ঊর্দ্ধে তোলে বটে কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে উঠিয়া আর সংগ্রাম চলে না। কর্ম্ম সংগ্রাম করায়, কিন্তু বেশী উচুতে উঠিতে দেয় না, বরং ক্রমশঃ যেন নীচুতেই নামায়। গীতা চাহেন সাধককে উপরেও তুলিবেন, সংগ্রামও করাইবেন। সাধকের নিজের আর তখন সংগ্রামের প্রয়োজন নাই; তিনি তখন সংগ্রাম করিবেন "লোকসংগ্রহের" জন্য। ইহাই গীতার জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়। জ্ঞান কর্ম্ম দুই ইষ্টক মিশিতে চায় না—ভক্তি-সিমেণ্টের কার্য্য করিয়া দুইকে এক করিয়া রাখে। এই তিনের মহাসম্মিলিত পথে চলিতে চলিতে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতরে—আরোহণ করিয়া "অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ" (১২।৮) পরিণামে পরম ধামে বাস করিবে। এই পথ পবিত্র উত্তম ও সুখসাধ্য "সুসুখং কর্ত্তুং" (৯।২)। এই পথে উর্দ্ধে উঠিতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে চলিয়া মাংস-পেশীকে ক্লেশ দিতে হয় না। ইহাতে ধীরে ক্রমোন্নত পথে উর্দ্ধে উঠিতে হয়, যেন স্পাইরাল পথে পর্ব্বতে উঠা।

অর্জ্জুন ভাবিয়াছেন, জ্ঞান-পথে চলিলে শেষ ফল সমাধি। কর্ম্মের "ঘোর" পথে চলিলে ফল শোকময় সংগ্রাম। নীরব নির্জ্জনে যোগনিদ্রায় কৃপায় সমাধি লাভ এবং কোলাহলময় কর্ম্মভূমিতে নিয়ত প্রধাবনপর হইয়া যুদ্ধে জয় পরাজয়—এই দুই নিতান্তই বিরোধী কর্ম্ম। অর্জ্জুন যাহা ভাবিতেছেন তাহা ঠিকই। বিশ্রাম আর শ্রম, বিরোধী তো বটেই। ইহাদের আবার সামঞ্জস্য কিরূপ? বক্তা ভগবান কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতেছেন না। যাঁহারা তর্ক-শাস্ত্রের ছাত্র তাঁহারা যেখানে ঘোরতর অসামঞ্জস্য দেখেন, যাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন-শাস্ত্রের তত্ত্ববেত্তা তাঁহারা সেখানে বিন্দুমাত্রও অসঙ্গতি দেখেন না। লজিকে বিশ্রাম আর পরিশ্রম বিরোধী বিষয়—যেখানে একটি আছে সেখানে অপরটি নাই। জীবন-শাস্ত্রে কিন্তু ইহারা সদা শৃঙ্খলিত সম্যক্ সুসম্বন্ধ—এক অপরের নিত্য পরিপূরক। যে পরিশ্রম করে, বিশ্রাম তারই হয়। যে বিশ্রাম করে, সে-ই পরিশ্রম করিতে পারে। যে ব্যক্তি ঘুমায় ভাল, সে-ই পারে সারা দিন খাটিতে। যে সারাদিন খাটে, নিদ্রা তারই প্রগাঢ় ও সুগভীর। যিনি কর্ম্ম করেন, যথাযথ ধ্যান তাঁহারই হইবে। যিনি ধ্যানী তাঁহারই কর্ম্ম "ধর্ম্ম্যং" হইবে। শিকার ধরিবার অগ্রে ব্যাঘ্র আঁড়ি ধরে। আঁড়ি ধরাই ধ্যান, শিকারের উপর লম্ফ প্রদানই কর্ম্ম। জীবনশাস্ত্রে ইহারা প্রতিনিয়ত পরস্পর পরস্পরের পরিপোষক ও পরিপূরক।

যে ভোগী তার ভোগে সুখ নাই। যে ত্যাগী, তারই ভোগ্য বিষয়ের সুষ্ঠু আস্বাদন হয়। যে লোভী সে আহার করিয়া সুখ পায় না। যে নির্লোভ, লোভনীয় আহার্য্য আস্বাদনে তাহারই সুখাধিক্য হয়। নির্লোভ হইতে হইলেই অনাহারী হইতে হইবে না। অহিংস হইতে গেলেই সংগ্রাম-শূন্য হইবার দরকার নাই। ধ্যানী হইলেই কর্ম্মকুণ্ঠ হইতে হইবে কেন? কর্ম্মী হইলেই বা ধ্যান বর্জ্জন করিতে হইবে কি নিমিত্ত? ন্যায়-দর্শন (লজিক) বলেন, এসব বিরোধী ধর্ম্ম, ইহাদের একত্রাবস্থান অসম্ভব। জীবন-দর্শন বলেন, পূর্ণ জীবনের মধ্যে ইহারা সর্ব্বাঙ্গীণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহাদের পরিপূরকতার দ্বারেই জীবনের পরিপূর্ণতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মই ঘোর অবিদ্যা ("অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা")। যে শুধু কর্ম্ম করে—কেবলই খাটে, নিয়তই ক্রীড়ামত্ত, সে তো শীঘ্রই ধ্বংসের সঙ্গে কোলাকুলি করিবে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, কেবল অবিদ্যাকে উপাসনা করিয়া জীব অন্ধতমে প্রবেশ করিবে। জ্ঞান বিদ্যা বটে। কিন্তু শুধু যে জ্ঞানপথে চলিয়া ধ্যান করে, সে তো জমাট বাঁধিয়া যাইবে। শ্রুতি বলেন, সে আরও গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করিবে।

পরিশ্রম বিশ্রামের কারণও বটে, কার্য্যও বটে। বিশ্রামের প্রয়োজন, শ্রম করি বলিয়াই। বিশ্রাম করিতে পারিয়াছি বলিয়াই শ্রম করিতে সক্ষম হই। রাত্রে বিশ্রান্তির ফলেই দিবসের কোলাহলময় প্রধাবন। দিনের কর্ম্মফলেই রাত্রের কর্ম্মক্ষয়। কর্ম্মক্ষয়ই নবতর কর্ম্মের জনক। রাত্রের ধ্যান-সমাধির ফলেই নব জীবন, প্রভাতে নবোদ্যমে নূতন কর্ম্মে প্রবেশ। তাইতো বলিয়াছেন, কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই "অনারম্ভাৎ" (৩।৪) নৈষ্কর্ম্ম হয় না। সারাদিন অলসভাবে কাটাইলে রাত্রে আর ঘুম আসে না। অনিদ্রা হইলেই জিতনিদ্র হয় না। "ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং।

মানুষ যেমন দুই পায়ে চলে, দুই চোখে দেখে, পাখী যেমন দুই পাখায় উড়ে, সাইকেল যেমন দুই চাকায় চলে, জীবনের সাধনার পথও সেইরূপ। যে নিয়ত কর্ম্মপ্রবণ, সে মহাদানব। যে নিয়ত ধ্যানপ্রবণ সে মহাদেব। যে হইবে মহামানব, সে ধ্যানও করিবে কর্ম্মও করিবে। কখনও ধ্যান, কখনও কর্ম্ম নহে। ধ্যানস্থ হইয়াই কর্ম্ম করিবে "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি। (২।৩৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যান আর কর্ম্ম এক সময়ই চলিবে। ধ্যানস্থ রহিব আবার কর্ম্মও করিব ইহাও কি সম্ভব? গীতা কিন্তু ইহাকে সম্ভব বলিয়া মনে করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, ইহাকেই একমাত্র পথ বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। গীতা বলিতেছেন, কর্ম্ম করিবে সে, যার কর্ম্ম নাই। তুমি কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পার না, কর্ম্মের তোমার প্রয়োজন আছে, তুমি কর্ম্মের অধীন। অতএব তোমার কর্ম্ম কর্ম্মযোগ নহে। আমি কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারি, "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং"। (৩।২২) আমি আত্মরতি, আমার কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। "আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।" (৩।১৭) কর্ম্ম আমার অধীন যেহেতু "ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা" (৪·১৪)। কর্ম্ম আমায় লিপ্ত করে না "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি", তাই আমার কর্ম্মই কর্ম্মযোগ।

কর্ম্ম যাহার নাই তাহার কর্ম্মই ঠিক কর্ম্ম। যার কর্ম্ম নাই সে স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞের কর্ম্মই যথার্থ কর্ম্ম। আমরা যখন সুষুপ্তির কোলে, তখনই আমরা প্রাজ্ঞভূমিতে থাকি— স্থিতপ্রজ্ঞ হই। তখন আমরা নিন্দা-স্তুতি, লাভ-অলাভ সকলের অতীত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠি। যদি সেই অবস্থাটি ঠিক রাখিয়া আমরা জাগ্রত অবস্থায় বিচরণ করিতে পারি ও সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি, তবেই তাহা যথার্থ কর্ম্ম হইবে। জাগ্রত সুষুপ্তিই জীবন্মুক্তি। ইহাই গীতার পরম অবস্থা— ব্রাহ্মীস্থিতি। এখানেই জ্ঞানকর্ম্মের অখণ্ড সম্মেলন। এই অখণ্ড মিলনটি প্রকটিত হয় ভক্তির মাধ্যমে। ভক্তিই পক্ষিশ্রেষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম"—বিনতানন্দন ভক্তি গরুড়ই দুই পক্ষপুট বিস্তার করতঃ মুক্ত গগনে উড়িয়া জ্ঞানকর্ম্মের পরমধামে প্রবেশ করেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশেই বৈকুণ্ঠেশ্বর সমাসীন। তিনের সমুচ্চয়ে গীতার রূপ। আমরা বৎস অর্জ্জুনকে সঙ্গে রাখিয়া এই রূপ আরও সম্যক্‌রূপে দর্শন করিবার আশা করি; সুধী ভোক্তাদের সঙ্গী পাইব এ ভরসাও রাখি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতায় ত্রিধারা

প্রথমে আমরা কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বুঝিয়া লইব। তারপর ভক্তিযোগে ছু'য়ের সমুচ্চয় দর্শন করিব। অবশেষে শ্রীগীতাকারের বাণীর অনুসরণ করিব।

আনন্দ লাভ করিবার জন্য সকলেই অনুসন্ধানপর। ভূমার সন্ধান ছাড়া আনন্দ লাভের আর অন্য পন্থা নাই; ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ", আমরা ক্ষুদ্র বলিয়াই আনন্দে বঞ্চিত। ভূমাজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমাত্মার উপলব্ধি। এই উপলব্ধি সুকঠিন হইলেও, উপায় আছে। আলো বিশ্বব্যাপী কিন্তু তদ্দর্শনের জন্য ছোট চক্ষু আছে। আলো বাহিরের বস্তু (objective), কিন্তু চক্ষু আমার নিজের (subjective), শব্দ আকাশ-বাতাস-ভরা (objective), শ্রবণের উপায় আমার কর্ণ আমাতেই আছে (subjective).

সেইরূপ বিশ্বচৈতন্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য আমার ক্ষুদ্র আধারে আছে জীবচৈতন্য। আলোর জন্যই যেমন চক্ষু, তেমনি পরমাত্মাকে জানিবার জন্যই জীবাত্মা। আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান একই জ্ঞানের এপিঠ ওপিঠ। আলো দেখাই দেখা। দেখা আলোই আলো। আত্মার আলোতেই ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শনেই আত্মার প্রকাশতা।

আলো তো আছেই, আমাকে লাভ করিতে হইবে চক্ষু। ব্রহ্মতো আছেনই—আমাকে লাভ করিতে হইবে আত্মা। আত্মালাভের ছুইটি প্রশস্ত রাজপথ। একটি কর্ম্মযোগের, অপরটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানযোগের (দ্বিবিধ নিষ্ঠা)। ইচ্ছাবৃত্তি-প্রধান মানুষ কর্ম্মযোগী হয়। বুদ্ধিবৃত্তি-প্রধান মানুষ জ্ঞানযোগী হয়।

কর্ম্মযোগী বলেন, সকল কর্ম্ম-চেষ্টার মূলে যে "অহং" পদ-বাচ্য কর্ত্তা, তিনিই আত্মা। দুইটি অহং আছে—একটি সত্যিকারের অহং, অপরটি কৃত্রিমতায় গড়া অহং। এই কৃত্রিম আমি সত্যিকারের আমিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কৃত্রিম অহংটাকে মুছিয়া ফেলিলেই সত্যিকারের অহং প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত হইলেই তাহাকে পাওয়া গেল। কৃত্রিম-"আমি" যে অন্ন ও পানীয় খাইয়া বাঁচে, তাহা বন্ধ করিয়া দিতে পারিলে সে অনশনে মরে। কৃত্রিম-আমির অন্ন হইল "আমি কর্ত্তা" এই অভিমান। কৃত্রিম-আমির পানীয় হইল, কার্য্য করিয়া ফল কামনা। এই অভিমান ও কামনা যে মাত্রায় কমিবে, কৃত্রিম-"আমি" সেই মাত্রায় উবিয়া যাইবে।

বিশ্বব্যাপী বিরাট কর্ম্মশালার অনাদি অনন্ত কর্ম্মযজ্ঞের আমি একজন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশীদার। এই বিপুল কর্ম্মের আরম্ভ বা শেষ কিছুই আমার নয় বা আমার হাতে নয়। বিরাট কর্ম্মকর্ত্তা যে ক্ষুদ্র অংশ আজ আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন সেইটুকু সাধ্যমত করিয়া তাঁহাকে হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। এই বুদ্ধিতে নিত্য কর্ম্ম করিলে অভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা দুই-ই চলিয়া যায়।

মূল কর্ম্মকর্ত্তার আমি এক ক্ষুদ্রাংশের বাহক। তিনি কর্ম্ম করেন "জগদ্ধিতায়", আমিও তাহাই করিব। পরের জন্য, দেশের জন্য, দশের জন্য—"লোকসংগ্রহের" জন্য। এইভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম করিলেই অন্ন ও পানীয় অভাবে কৃত্রিমতার আমিত্ব মুছিয়া যায়। প্রকৃত-আমি উপলব্ধি আকারে ভাসিয়া উঠে। প্রত্যহ নিজ আহারের কথা ভাবি। তাই কূপমণ্ডুক হইয়া রই। উৎসবের দিন নিজের কথা ভুলিয়া অপরের তৃপ্তির কথা ভাবি, তাই সেদিন অনেক বড় হইয়া যাই। জীবনের মধ্যে উৎসব লাগাইয়া রাখার নামই কর্ম্মযোগ। বিশ্বব্যাপী নিত্য অনুষ্ঠিত বিরাট উৎসবের অংশীদার হইতে পারিলেই নিত্য আহারের পূর্ব্বে গীতার "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ......" মন্ত্রের উচ্চারণ সার্থক হয়। আমার কর্ম্মকে পৃথক্ না ভাবিয়া বিশ্বকর্ম্মের সহিত "যোগ" করিয়া দিলেই কর্ম্মযোগ সার্থকনামা হয়।

জ্ঞানযোগের পথ অন্যরূপ। জ্ঞানযোগী বলেন, কর্ম্মদ্বারা কখনও কর্ম্মক্ষয় হইবে না। বন্ধন হইবেই, কারণ কর্ম্মের প্রেরণাই মিথ্যা কামনার মধ্যে নিহিত। মিথ্যা হইতে যার জন্ম সে নিজেও মিথ্যা। আর, মিথ্যা পুঞ্জীভূত হইলেও সত্য সৃষ্ট হইবে না। অতএব কর্ম্ম ছাড়িতেই হইবে।

জ্ঞানী বলেন, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, এজন্য কর্ম্মের প্রয়োজনই বা কি? বস্তুতঃপক্ষে আত্মাই আমি। আমার দেহ মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় কেহই "আমি" নই। আমি যাহা নই পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্ব্বক তাহা অস্বীকার করিলেই প্রকৃত "আমি" স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়। এই বিচারপূর্ব্বক অস্বীকৃতির নাম "নেতি নেতি" বিচার। "এতন্ন", "এতন্ন"—ইহা আমি নহি, ইহা আমি নহি, এইমত ধ্যান করিতে করিতে মিথ্যা আমিত্বের মিথ্যা বন্ধন মিথ্যার মত উড়িয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাস্কর এক খণ্ড পাথর লইয়া বসিয়াছেন। শিব-মূর্ত্তি তৈয়ারী হইবে। ভাস্কর কী করিতেছেন? নিজ অস্ত্র দ্বারা শিবে যাহা লাগিবে না অর্থাৎ যাহা অ-শিব তাহা কাটিয়া কাটিয়া বাদ দিয়া ফেলিতেছেন। সকল অ-শিব চলিয়া গেলে শিব প্রকটিত হন। কোথাও হইতে অন্য কিছু আমদানী করিতে হয় না। ঠিক তদ্রূপ জীব-প্রস্তরের মধ্যেই শিব ঘুমাইয়া আছেন। "নেতি নেতি" বিচার দ্বারা অ-শিব দূরীভূত হইলেই শিবত্ব প্রাপ্তি হয়। এজন্য কর্ম্মের আমদানী নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়।

জ্ঞানযোগের কথা যেমন সহজ, উহা কার্য্যে পরিণত করা তেমন সহজ নহে। অ-শিব অংশকে সর্ব্বতোভাবে বাদ দিলেই শিব ব্যক্ত হইবেন, এই দৃষ্টান্ত ঠিক বটে, কিন্তু অ-শিবকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিহার করিতেই শিবের ধ্যানটি যে অতি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন ইহা অনস্বীকার্য্য। বিচারের পরে যাহা পাইব, পূর্ব্বাহ্নেই তাহাকে চাই। জ্ঞানের পথে ইহা একটা দুর্লঙ্ঘ্য কঠিনতা।

কর্ম্মের পথও সহজ নয়। সম্পূর্ণ স্বার্থহীন হইয়া পরার্থে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহা অতি সুকঠিন। মানুষের স্বভাবগত আত্মসুখানুসন্ধান পরিত্যাগ করা এক কঠিন কার্য্য। সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হইয়া আপন পর ভেদ-জ্ঞানের অতীত হইয়া কর্ম্ম করা আর এক কঠিন কার্য্য। অথচ এই দুই (স্বার্থহীনতা ও সমদৃষ্টি) না হইলে কর্ম্মযোগ হয় না। কর্ম্ম কু কর্ম্ম, বি-কর্ম্ম হইয়া যায়, কর্ম্মযোগ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দুই পথের সর্ব্বপ্রকার কঠিনতা নিরাকরণ করিয়া সহজ ও সামঞ্জস্যের পথ দেখাইয়াছে ভক্তিযোগ।

কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা একেবারেই অসম্ভব, তাহা নহে। মানুষের মধ্যে আত্মপ্রীতিই প্রবল। আমরা যদি কাহাকেও ভালবাসিয়া আত্মতুল্য বা আত্মীয় করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে তাহার জন্য নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া আমরা নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারি। ঐরূপ আত্মতুল্য আত্মীয়ের সংখ্যা মানুষের খুব বেশী নাই, তবে দু'চার জন থাকা সম্ভব। ঐ সংখ্যা বাড়াইতে বাড়াইতে যদি বিশ্বের সকলকে আত্মীয় করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে 'সর্ব্বভূতহিতায়' নিষ্কাম কর্ম্ম করা সম্ভব।

জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকে আত্মীয় করিয়া লওয়া কি সম্ভব? দিনের পর দিন আত্মীয়ের সংখ্যা বাড়াইয়া ঐরূপ অবস্থায় পৌঁছান মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সর্ব্বজনকে প্রীতির ভূমিতে আপন করিয়া লইবার কোন সাধারণ সূত্র বা "কর্ম্মসু কৌশলম্" যদি কিছু পাওয়া যায় তাহা হইলেই সম্ভব।

পত্নী যেমন একমাত্র পতিকে ভালবাসিয়া পতির সমগ্র সংসার ও স্বজনকে আপন আত্মীয় করিয়া লয়, ঠিক সেইরূপ নিখিল বিশ্ব-পরিবারের যিনি একমাত্র পতি, তাঁহার সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ পাতাইতে পারিলেই নিখিল জীবনিবহকে প্রকৃত আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা যায়। ইহাই ভক্তিযোগ, এই ভক্তিযোগেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সুদৃঢ় ভূমিকা।

সর্ব্বাগ্রে বিশ্বপতির সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ পাতানই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিযোগের মূলকথা। ইহাকে আমরা সহজ বলিয়াছি। গীতা বলিয়াছেন, "সুসুখং কর্ত্তুং" সহজ অর্থ (innate), যাহা জন্মাবধি আছে। আমাদের জন্মাবধি একটি বৃত্তি প্রবলতমভাবে আছে—সেটি হইল আত্মপ্রীতি। সকলেই সর্ব্বাপেক্ষা নিজ আত্মাকে বেশী ভালবাসে। প্রত্যেকেরই দেহ অপেক্ষা আত্মায় অধিক প্রীতি। দেহাত্মবাদীরা আত্মা অপেক্ষা দেহকে অধিক প্রীতি করে বটে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া ভুল করে। অতএব মূলতঃ উহা আত্মপ্রীতিই হইল। ভুল ভাঙ্গিলেই প্রীতিটা প্রকৃত আত্মাতেই পড়িবে।

শ্রীভগবানে প্রীতি এই আত্মপ্রীতিরই নির্ম্মলতম রূপ। আমাদের দেহের সঙ্গে আত্মার যে সম্বন্ধ, আমাদের সকলের আত্মার সঙ্গে আত্মার আত্মা পরমাত্মার সেই সম্বন্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মানাম", অখিল আত্মার আত্মাই শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে প্রীত করা নির্দ্দোষ নিরুপাধি আত্মপ্রীতিরই স-হজ অবস্থা। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের যাহা দান ভক্তিযোগে তাহা সুসমাহিত। ঐ দুইয়ের যাহা কাঠিন্য, ভক্তিযোগে তাহা নিরাকৃত।

একটি বিষয়ে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দুইয়েরই মতের একত্ব আছে। উভয় মতেই মিথ্যার "আমি" ভুলিতে হইবে। কর্ম্মী বলেন, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারাই ঐ বিস্মরণ সম্ভব। জ্ঞানী বলেন, নেতি নেতি বিচার পূর্ব্বক অসত্যকে পুনঃ পুনঃ অস্বীকার দ্বারা উহা সম্ভব। দুই পথই ক্লেশকর।

ভক্ত বলেন, মিথ্যা আমিকে ভুলিয়া যাওয়া কঠিন কথাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে খুব বড় কথাও নহে। সত্যিকারের আমিকে আঁকড়াইয়া ধরাই সহজ পথ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কথা।

সত্যিকার আমি হইল বিশ্বের "পরম-আমি" শ্রীভগবানের অংশ—মমৈবাংশো জীবলোকে" (১৫।৭)। কেবল অংশই নহে, তাঁহার সঙ্গে কিছু কুটুম্বিতা দ্বারাও সম্পর্কান্বিত। তিনি পুরুষ—পুরুষোত্তম "প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ"। আর জীব তাঁহারই পরা প্রকৃতি—"প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্" (৭।৫)। প্রকৃতির নিজের কোন কার্য্য নাই। পুরুষোত্তমের সেবাই তাহার একমাত্র কর্ম্ম—"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো" (১১।৫৫)।

পুরুষোত্তমের সেবা-কর্ম্মেই জীব-প্রকৃতি আপন স্বরূপে স্থিত হইতে পারে। পুত্রের পালনেই মায়ের মাতৃত্বের প্রকাশ। মায়ের প্রতি কর্ত্তব্য পালনেই পুত্রের পুত্রত্বের বোধ। পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনে ও প্রীতি বিধানেই স্বামীর স্বামিত্ব প্রকটিত। স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনে, সেবায় ও প্রীতি সংবিধানেই পত্নীর পত্নীত্ব। সেইমত জীব-প্রকৃতির স্বরূপে স্থিতি বা স্বরূপ আস্বাদন সম্ভব, কেবলমাত্র পুরুষোত্তমের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে, সেবনে, ভজনে "মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ" হইলে।

সূর্য্যের আলোতেই চন্দ্রের প্রকাশতা ও উজ্জ্বলতা। স্বরূপে স্থিতি হইলেই প্রকৃতির সত্যিকার আমিত্ব সেই পরম আমিত্বের আলোকে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। তখনই আত্মবোধ হয়। আত্মবোধ হইলে নেতি নেতি বিচার সম্ভব, তৎপূর্ব্বে নহে। অথবা তখন নেতি নেতি বিচার ছাড়াই মিথ্যার আমিত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনা আপনি অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়ে। অথবা আরও সত্য কথা হইল এই যে, তখন মিথ্যার আমিত্ব খসিয়া না পড়িয়া ইষ্টসেবার উপকরণরূপে আপনাকে নিয়োগ করে। আলো আঁধার দুই মিলিয়া যেমন ফটোগ্রাফীর বৈচিত্র্য, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ভক্তের সেবা-বৈচিত্র্যে সত্যিকারের স্বরূপবোধ ও মিথ্যার দেহাত্মবোধ—দু'য়েরই মিলিত দান সুবিন্যস্ত। ইহাই পরাভক্তির ভূমি—"মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" (১৮।৫৪)। তাই বলিয়াছেন, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"। তাই বলিয়াছেন অর্জ্জুনকে—সর্ব্বলোকমহেশ্বর আমাকে যে সুহৃদ জানিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্মীর কর্ম্মযজ্ঞ ও জ্ঞানীর জ্ঞান-তপস্যা দুইই সুষ্ঠুভাবে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ মন্ত্র দেখুন কি সুন্দর।

"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥" ৫।২৯

অর্জ্জুন, আমাকে সুহৃদ জানিলেই শান্তি। অর্জ্জুনকে অর্জ্জুন-সখা সেই শান্তি দিতে চাহিতেছেন। আমরাও সেই শান্তিরই প্রত্যাশী। আসুন না, সবাই মিলিয়া পথ খুঁজি। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ তৎসৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা ।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্ ।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী পাণ্ডব ।
কি করিল হে সঞ্জয় মম পুত্র সব ? ১

সঞ্জয় বলিলেন,

ব্যূহাকারে স্থিত হেরি পাণ্ডব সেনানী ।
কহে রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যে এ বাণী ॥ ২
বুদ্ধিমান শিষ্য তব দ্রুপদ কুমার ।
রচিয়াছে ব্যূহ এই পাণ্ডব সেনার ॥ ৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথঃ॥ ৬
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাট দ্রুপদ শৈব্য যুধামন্যু বীর।
উত্তমৌজা অভিমন্যু পুরুজিৎ ধীর ॥ ৪
কুন্তিভোজ ধৃষ্টকেতু চেকিতান আর।
যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন সম দ্রৌপদী কুমার ॥ ৫
যুযুধান, কাশিরাজ মহাবীর্য্যবান্।
মহারথী এই সব কর অবধান ॥ ৬
মোদের সহায় আছে সেরা যত বীর।
শুনুন তাঁদের নাম ওহে দ্বিজ ধীর ॥ ৭
ভীষ্ম কর্ণ কৃপ আর অশ্বত্থামা বীর।
ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ আপনি সুধীর ॥ ৮
রণদক্ষ আরো বহু শস্ত্রধারী বীর।
মোর তরে প্রাণ দিতে আছে হেথা স্থির ॥ ৯
ভীষ্মাশ্রিত মোর সেনা প্রচুর নিশ্চয়।
ভীমাশ্রিত সেনা এই ক্ষুদ্র মনে হয় ॥ ১০
নিজ নিজ ব্যূহদ্বারে করি অবস্থিতি।
ভীষ্মকে করুন রক্ষা হয়ে স্থির মতি ॥ ১১
দুর্য্যোধনে আনন্দিতে কুরুবৃদ্ধ বীর।
সিংহনাদ করি শঙ্খ বাজালেন ধীর ॥ ১২
আনক পণব ভেরী রণবাদ্য সব।
শিঙ্গা শঙ্খ বেজে উঠে তুমুল সে রব ॥ ১৩
শ্বেত অশ্বযুক্ত রথে বসিয়া মাধব।
বাজালেন দিব্য শঙ্খ সঙ্গেতে পাণ্ডব ॥ ১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঞ্চজন্য দেবদত্ত পৌণ্ড্র শঙ্খত্রয়।
বাজালেন কৃষ্ণ পার্থ ভীম ক্রমান্বয় ॥ ১৫
অনন্ত বিজয় শঙ্খ যুধিষ্ঠির ঘোষে।
মনিপুষ্প সহদেব নকুল সুঘোষে ॥ ১৬
মহারথী কাশিরাজ দ্রৌপদী কুমার।
শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অভিমন্যু আর ॥ ১৭
দ্রুপদ বিরাট রাজ রণে দক্ষ সব।
সাত্যকির শঙ্খ বাজে ভিন্ন ভিন্ন রব ॥ ১৮
সৈন্য সহ ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় বিদারী।
বাজে শঙ্খ ব্যোম-স্থল প্রতিধ্বনি করি ॥ ১৯
শস্ত্র ক্ষেপে দুই পক্ষে প্রস্তুত দেখিয়া।
শ্রীকৃষ্ণে কহেন পার্থ ধনুক তুলিয়া ॥ ২০

অর্জ্জুন বলিলেন,

যুদ্ধকামী হয়ে হেথা যারা উপস্থিত।
যাহাদের সঙ্গে রণ হবে সুনিশ্চিত ॥ ২১
যাবৎ নিরখি আমি তাদের সকলে।
তাবৎ রাখহ রথ সেনা মধ্যস্থলে ॥ ২২
ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্ম্মতির প্রিয়কার্য্য তরে।
যুদ্ধ হেতু হেথা যারা হেরিব তাদেরে ॥ ২৩

সঞ্জয় কহিলেন,

অর্জ্জুনের বাক্য কৃষ্ণ শুনিয়া তখন।
সেনাদল মধ্যে রথ করিলা স্থাপন ॥ ২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্ ।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীষ্ম দ্রোণ, মহীপাল সম্মুখে আসিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, পার্থ হের মন দিয়া॥ ২৫
পিতাপুত্র পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
পার্থ দেখে, আছে পৌত্র বন্ধু ভ্রাতৃকুল॥
সুহৃদ শ্বশুর দেখে দুই দলে কত।
রণলিপ্সু হয়ে যারা হেথা সমাগত॥ ২৬
হেরি পার্থ বন্ধুগণে শোকাকুল মন।
সদয় হইয়া তবে এই কথা কন॥ ২৭

অর্জ্জুন বলিলেন,

শরীর অবশ হ'ল—হ'ল শুষ্ক মুখ।
যুদ্ধার্থী স্বজন হেরি একি মহাদুখ॥ ২৮
দেহেতে কম্পন আর রোমহর্ষ হয়।
হস্তচ্যুত হয় ধনু ত্বক জ্বালাময়॥ ২৯
কহে পার্থ, হে কেশব রহিতে না পারি।
ঘুরিতেছে মম মন অশুভ নেহারি॥ ৩০
স্বজন বধিয়া রণে মঙ্গল না হেরি।
রাজ্যজয় সুখ তাই চাহি না শ্রীহরি॥ ৩১
যাদের লাগিয়া ইচ্ছি রাজ্য-ভোগ-সুখ।
ধনপ্রাণ ত্যজি তারা যুদ্ধেতে উৎসুক॥ ৩২
আচার্য্য পিতৃব্য পুত্র মাতুল শ্বশুর।
শ্যালক কুটুম্ব পৌত্র কত মহাশূর॥ ৩৩
যদি বা ইহারা বধে নাহি তাহে দুখ।
তথাপি বধিতে এদের নহি ত ইচ্ছুক॥ ৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরাতলে রাজ্যভোগ তুচ্ছ বলে মানি।
ত্রিভুবন রাজ্যসুখ সেও তুচ্ছ গণি ॥
এদের বধিয়া রণে সুখ নাহি পাব।
আততায়ী বধিলেও পাপেতে ডুবিব ॥
বন্ধু সহ ধার্ত্তরাষ্ট্রে করিলে নিধন।
অনুচিত কর্ম্মে সুখ কোথা তপোধন ॥ ৩৫-৩৬

কুলক্ষয়ে মহাদোষ মিত্রদ্রোহে পাপ।
লোভ হেতু হতবুদ্ধি না সহে সন্তাপ ॥ ৩৭
কুলনাশে হয় দোষ মোরা অবগত।
তবু কেন এই কার্য্যে না হব বিরত ॥ ৩৮
সনাতন কুলধর্ম্ম কুলক্ষয়ে নাশ।
ধর্ম্ম নষ্টে সর্ব্বকুল অধর্ম্মেতে গ্রাস ॥ ৩৯
অধর্ম্মেতে কুলনারী ব্যভিচারী হয়।
ব্যভিচারে হয় বর্ণশঙ্কর উদয় ॥ ৪০

বর্ণের শঙ্কর হ'লে নরক ভীষণ।
ফলে লুপ্ত পিণ্ডজল, দুঃখ অগণন ॥ ৪১

বর্ণশঙ্করের পাপ যাহারা সৃজয়।
কুলজাতি ধর্ম্মনাশ তাহারা করয় ॥ ৪২

কুলধর্ম্ম নাশে হয় নরকেতে বাস ॥
জনার্দ্দন এই কথা আছে যে প্রকাশ ॥ ৪৩

রাজত্বের মহালোভে বধিয়া স্বজন।
মহাপাপে লিপ্ত মোরা হ'তেছি এখন ॥ ৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অর্জ্জুন-
বিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শস্ত্রহীন মোরে যদি বধে কুরুগণ।
তাতেও কল্যাণ গণি ওহে তপোধন ॥ ৪৫

সঞ্জয় বলিলেন,

এইরূপ বলি পার্থ শোকাকুল মন।
ধনুর্ব্বাণ ছাড়ি রথে বসিলা তখন ॥ ৪৬

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অর্জ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় বলিলেন,

মোহাবিষ্ট শোকাকুল সজল-নয়ন।
দেখি পার্থে এই বাক্য ক'ন নারায়ণ॥ ১

শ্রীভগবান কহিলেন,

বিষম সঙ্কটকালে আর্য্য-অনুচিৎ।
স্বর্গকীর্ত্তিহর মোহ কেন উপস্থিত॥ ২
এই ক্লৈব্য পরন্তপ তব যোগ্য নয়।
হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ছাড়ি উঠ ধনঞ্জয়॥ ৩

অর্জ্জুন বলিলেন,

পূজনীয় ভীষ্ম-দ্রোণে হে মধুসূদন!
কেমনে করিব রণে বাণ নিক্ষেপণ? ৪
মহাপ্রাণ গুরুজনে বধ না করিয়া।
শ্রেয়ঃ হেথা দেহযাত্রা ভিক্ষাচর্য্যা নিয়া॥
গুরুবধে লভ্য যাহা রাজ্যভোগ ধন।
রুধিরাক্ত সেই ভোগ-হবে তপোধন॥ ৫
যুদ্ধে জয় কিংবা যদি হয় পরাজয়।
মঙ্গল যে কিসে হবে বুঝি না নিশ্চয়॥
যাহাদের বধি মোরা বাঁচিব না সুখে।
সেই কুরুগণ এবে দাঁড়ায়ে সম্মুখে॥ ৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭
নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বজন-মৃত্যুর ভয়ে বুদ্ধি হ'ল ম্লান।
কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম নাহি মম জ্ঞান॥
কিসে শ্রেয়ঃ হবে কহ সুনিশ্চয় ক'রে।
প্রপন্ন শিষ্য যে আমি শিক্ষা দাও মোরে॥ ৭
নিষ্কণ্টক রাজ্য মর্ত্ত্যে সর্ব্বভোগময়।
কিংবা যদি সুরলোকে আধিপত্য হয়॥
ইন্দ্রিয়ের তেজনাশা শোক অতিশয়।
কিসে দূর হবে তাহা না জানি নিশ্চয়॥ ৮

সঞ্জয় বলিলেন,

এত বলি জিতনিদ্র পার্থ হৃষিকেশে।
"করিব না যুদ্ধ" কহি র'ন মৌনাবেশে॥ ৯
উভয় সৈন্যের মাঝে বিষণ্ণ অর্জ্জুনে।
এই বাক্য হৃষিকেশ ক'ন স্মিতাননে॥ ১০

শ্রীভগবান্ কহিলেন,

অশোচ্যতে কর শোক বচনে পণ্ডিত।
জীবিতে বা মৃতে শোক নহে প্রাজ্ঞোচিত॥ ১১
এমন তো নয় আমি তুমি নৃপগণ।
পূর্ব্বে নাহি ছিনু পরে-না রব কখন॥ ১২
বাল বৃদ্ধ যুবা ভাব যথা দেহ ধরে।
মৃত্যু তথা জেনে জ্ঞানী শোক নাহি করে॥ ১৩
বিষয়-ইন্দ্রিয়যোগে শীত উষ্ণ আদি।
আসে যায়, নিত্য নহে সহ নিরবধি॥ ১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সব যে ধীরজনে নাহি দেয় ব্যথা।
সুখদুঃখে সমজ্ঞান পায় অমরতা ॥ ১৫
অসতের সত্তা নাই, নাই বিনাশ সতের।
তত্ত্বদর্শী দেখেছেন অন্ত উভয়ের ॥১৬
জেনো অবিনাশী আত্মা সর্ব্বব্যাপী হয়ে।
রয়েছেন কেহ নারে নাশিতে অব্যয়ে ॥ ১৭
অনিত্য দেহে দেহী নিত্য অবিনাশী।
অপ্রমেয় জেনে হও যুদ্ধের প্রয়াসী ॥ ১৮
আত্মা হন্তা আত্মা হত অজ্ঞানীরা কয়।
আত্মা নাহি করে হত্যা হত নাহি হয় ॥ ১৯
অজ নিত্য আত্মা সে যে জন্ম-মৃত্যুহীন।
জন্মিয়া মরিলে পুনঃ নহে জন্মহীন ॥
দেহনাশে নাহি নাশ শাশ্বত পুরাণ।
আত্মার স্বরূপ এই জানে জ্ঞানবান ॥ ২০
যে জানে নিত্যের নাই জন্ম-মৃত্যু-ক্ষয়।
সে কেমনে সাধে কারো হত্যা বা বিলয়? ২১
বস্ত্র পুরাতন হ'লে মানুষ যেমন।
ত্যজিয়া সে বস্ত্র করে নূতন গ্রহণ ॥
সেইরূপ জরা যবে দেহ গ্রাস করে।
সেই দেহ ছাড়ি আত্মা নব দেহ ধরে ॥ ২২
অস্ত্রে নাহি ছিন্ন হয়, পোড়ে না অনলে।
বায়ুতে না শুষ্ক হয় জলে নাহি গলে ॥ ২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে নত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেদ্য দাহ্য ক্লেদ্য নহে সর্ব্বব্যাপী স্থির।
শাশ্বত অশোষ্য নিত্য জানে তাহা ধীর ॥ ২৪
অচিন্ত্য অব্যক্ত আত্মা অবিকারী রয়।
এই তত্ত্ব জেনো পার্থ শোক কভু নয় ॥ ২৫
সদাই জন্মিছে আত্মা নিত্যই মরিছে।
এও যদি বল তবু শোক করা মিছে ॥ ২৬
মরিলে জনম হয় জন্মিলে মরণ।
অনিবার্য্য এই ধর্মে শোক কি কারণ ॥ ২৭
আদিতে অব্যক্ত দেহ প্রলয়েতে নাই।
মধ্যেতে প্রকাশ শুধু বৃথা শোক তাই ॥ ২৮
কেহ দেখে অত্যাশ্চর্য্য আত্মার ধরম।
অত্যাশ্চর্য্য বলে কেহ অতি মনোরম ॥
আত্মার আশ্চর্য্যরূপ শোনে অন্য জন।
শুনিয়াও কেহ নাহি অবগত হন ॥ ৩৯
সর্ব্বদেহে স্থিত আত্মা বধ্য কভু নয়।
কারো তরে শোক তাই উচিত না হয় ॥ ৩০
স্বধর্ম্মও যদি মানো অনুচিত ভয়।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ শ্রেয়ঃ অতিশয় ॥ ৩১
উন্মোচিয়া স্বর্গদ্বার নিজে উপস্থিত।
হেন যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য নিশ্চিত ॥ ৩২
তুমি যদি হও এই ধর্ম্মযুদ্ধত্যাগী।
স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তিনাশে হবে পাপভাগী ॥ ৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্ ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহাতো ভয়াৎ ॥ ৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফল প্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াঽপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরস্থায়ী অপযশ গা'বে চরাচর।
মৃত্যু হ'তে অধিক তা' গণে মানী নর ॥ ৩৪

মৃত্যুভয়ে ভীত তুমি মহারথী ভাবে।
যাহাদের মান্য তুমি, তারা লঘু কবে ॥ ৩৫

সামর্থ্যের মিথ্যা নিন্দা ঘোষে যদি দ্বেষী।
ইহাপেক্ষা দুঃখ আর কিবা বল বেশী ? ৩৬

মরিলে লভিবে স্বর্গ পৃথ্বীভোগ জয়ে।
যুদ্ধ লাগি উঠ পার্থ স্থিরবুদ্ধি হয়ে ॥ ৩৭

সুখদুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়।
সমজ্ঞানে যুদ্ধ কর তাহে পাপ নয় ॥ ৩৮

সাংখ্যজ্ঞান বলা হ'ল, বলি কর্ম্মযোগ।
কর্ম্মযোগে হ'লে নিষ্ঠ যাবে কর্ম্মভোগ ॥ ৩৯

আরম্ভের নাশ নাই নাহি প্রত্যবায়।
এ ধর্ম্মের স্বল্পমাত্রে মহাভয় যায় ॥ ৪০

কর্ম্মযোগে বুদ্ধি স্থির এক লক্ষ্য রয়।
সকামীর বুদ্ধি কিন্তু বহুমুখী হয় ॥ ৪১

বেদ-উক্ত কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ স্বর্গ পুরুষার্থ।
ফলকামীগণ বলে আর সব ব্যর্থ ॥ ৪২

জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্যময়।
মনোহর বেদবাক্যে লোভ অতিশয় ॥ ৪৩

ভোগপ্রদ এই সব কর্মে যার মতি।
ঈশ্বরেতে বুদ্ধি তার নাহি হয় স্থিতি ॥ ৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥৪৬

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥ ৫০

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধী কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিগুণ বিষয় বেদ হও গুণাতীত।
যোগ-ক্ষেম দ্বন্দ্ব-মুক্ত সদা সত্ত্বে স্থিত ॥ ৪৫

সর্ব্বত্র প্লাবনে ব্যর্থ যথা জলাশয়।
বেদ-প্রয়োজন তথা জ্ঞানীর না রয় ॥ ৪৬

কর্ম্মেতেই অধিকার ফলভাগী নহ।
ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যজ আর অকর্ম্মের মোহ ॥ ৪৭

আসক্তি তেয়াগি যোগে কর্ম্ম করি চল।
সমত্বই যোগ মানো তুল্য ফলাফল ॥ ৪৮

শ্রেষ্ঠ নয় কর্ম্ম কভু বুদ্ধিযোগহীন।
ফল ছাড়ি কর কর্ম্ম ফলকামী দীন ॥ ৪৯

যোগীজন দুই-ই ছাড়ে সুকৃত-দুষ্কৃত।
কর্ম্মের কৌশল যোগ, হও যোগে স্থিত ॥ ৫০

বুদ্ধি-যোগে যুক্ত হয় জ্ঞানীগণ যবে।
ফলত্যাগে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুপদ লভে ॥ ৫১

মোহ ত্যজি বুদ্ধি যবে গুণাতীত হয়।
শ্রুত আর শ্রোতব্যেতে বৈরাগ্য উদয় ॥ ৫২

বেদবাক্যে লোকবাক্যে ক্ষিপ্ত তব মন।
ঈশ্বরেতে যুক্ত হ'লে পাবে যোগধন ॥ ৫৩

অর্জ্জুন বলিলেন,

হে কেশব কহ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ।
স্থিতি গতি কিবা তাঁর কিরূপ ভাষণ ॥ ৫৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান বলিলেন,

মনের কামনা সব যাঁর ত্যাগ হয়।
আত্মাতেই তুষ্ট তাঁরে স্থিতপ্রজ্ঞ কয়॥ ৫৫
সুখে যার নাহি স্পৃহা দুঃখে স্থৈর্য্যহানি।
রাগ-ভয়-ক্রোধহীনে স্থিতপ্রজ্ঞ মানি॥ ৫৬
আনন্দ বিরাগ যার নাহি শুভাশুভে।
কিছুতেই নাহি টান স্থিতপ্রজ্ঞ তবে॥ ৫৭
স্বীয় অঙ্গ সঙ্কোচন করে কূর্ম্ম যথা।
ইন্দ্রিয়-জয়ীর প্রজ্ঞা স্থির হয় তথা॥ ৫৮
বিষয়-নিবৃত্তে নহে বাসনার ক্ষয়।
আত্মার দর্শনে শুধু সর্ব্বরাগ জয়॥ ৫৯
বলবান ইন্দ্রিয়ের শক্তি অতিশয়।
যত্নশীল জ্ঞানীরও মন হরি লয়॥ ৬০
ইন্দ্রিয় সংযত করি মোর ধ্যানে রত।
জিতেন্দ্রিয় হ'লে হয় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত॥ ৬১
বিষয়ে আসক্তি আসে বিষয়ের ধ্যানে।
আসক্তিতে জন্মে কাম কামে ক্রোধ আনে॥ ৬২
ক্রোধ হ'তে জন্মে মোহ মোহে স্মৃতিনাশ।
স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিলোপ তা'হ'তে বিনাশ॥ ৬৩
রাগদ্বেষ নাহি যার সংযমী যে হয়।
বিষয়ে সংযুক্ত তবু মনে শান্তি রয়॥ ৬৪
প্রসাদেই হয় শীঘ্র সর্ব্বদুঃখ নাশ।
প্রসাদেতে বুদ্ধি স্থির নাহি অন্য আশ॥ ৬৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯
আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থঃ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অযুক্তের বুদ্ধি আত্মভাবনাবিমুখ।
ধ্যানবিনা কোথা শান্তি, অশান্তের সুখ॥ ৬৬
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় চিত্ত যবে।
বাতাহত নৌকা সম মন ক্ষিপ্ত তবে॥ ৬৭
বিষয়ে না রহে যার ইন্দ্রিয় সকল।
তারি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত জানিহ কেবল॥ ৬৮
আত্মজ্ঞানী মুনি যবে করে জাগরণ।
হেনকালে মূঢ় জীব ঘুমে অচেতন॥ ৬৯
সমুদ্রেতে পশি নদী ঢালে কত জল।
তাতেও সাগর কভু নহে স্ফীতবল॥
সকল কামনারাশি অস্তমিত যাহে।
সেই লভে শান্তি-ধন কামকামী নহে॥৭০
কামনা মমতা আর স্পৃহাশূন্য যিনি।
অহঙ্কারমুক্ত হয়ে শান্তি পান তিনি॥৭১
ব্রাহ্মীস্থিতি এই পার্থ যাহে মোহ নয়।
মৃত্যুকালে লভি যাহা মোক্ষে হয় লয়॥ ৭২

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

অর্জ্জুন বলিলেন,

বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ যদি হয় কর্ম্ম হ'তে।
তবে কেন ঘোর কর্ম্ম বলহ করিতে॥ ১
ব্যামিশ্রিত বাক্যে তব বুদ্ধি মোহগত।
নিশ্চয় করিয়া বল যাহে লভি হিত॥ ২

ভগবান বলিলেন,

বলেছি তোমায় পূর্ব্বে নিষ্ঠা দু'প্রকার।
সাংখ্যযোগে জ্ঞানী—কর্ম্মী কর্ম্মযোগে আর॥ ৩
কর্ম্মত্যাগেই নৈষ্কর্ম্ম্য লভ্য কভু নয়।
কর্ম্মত্যাগে হয় সিদ্ধি তাহাও তো নয়॥ ৪
ক্ষণকাল কর্ম্ম ছাড়ি কে থাকিতে পারে।
প্রকৃতির বশে কর্ম্ম সবাই যে করে॥ ৫
বাহিরে সংযত কিন্তু মন বিষয়েতে।
সেই মূঢ় মিথ্যাচারী ভুল নাহি তাতে॥ ৬
মন দ্বারা ইন্দ্রিয়কে করি নিয়মন।
অনাসক্ত কর্ম্মী যে বা সেই মহাজন॥ ৭
কর্ম্ম ছাড়ি দেহ রক্ষা কখনো না হয়।
নিত্যকর্ম্ম কর পার্থ—কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হয়॥ ৮
কর্ম্মেতেই কর যজ্ঞ না হ'লে বন্ধন।
যজ্ঞরূপে কর কর্ম্ম অনাসক্ত মন॥ ৯
যজ্ঞসহ প্রজাসৃষ্টি করি প্রজাপতি।
কহিলেন, যজ্ঞে বৃদ্ধি—যজ্ঞে ইষ্টগতি॥ ১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর ।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞে তোষি দেবগণে পাও বৃদ্ধি তাতে।
পরস্পর সংবর্দ্ধনে শ্রেয়োলাভ যাতে ॥ ১১
দেবদত্ত ভোগ্য বস্তু দেবে নাহি দানি।
ভুঞ্জ যদি তা'হলে ত চোর বলে গণি ॥ ১২
যজ্ঞশেষে ভোজনেতে পাপ বিদূরিত।
নিজ হেতু রন্ধনেতে পাপই ভুঞ্জিত ॥ ১৩
অন্ন হ'তে জীব দেহ—অন্ন মেঘ হ'তে।
যজ্ঞ হ'তে হয় মেঘ—যজ্ঞ কর্ম্ম হ'তে ॥ ১৪
বেদ হ'তে কর্ম্ম সৃষ্টি—বেদে ব্রহ্ম রয়।
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তাই যজ্ঞে সুনিশ্চয় ॥ ১৫
এইরূপ কর্ম্মে যার মতি নাহি হয়।
ভোগাসক্ত পাপী সে তো বৃথা দেহ বয় ॥ ১৬
আত্মাতেই রতি যার—সন্তোষ আত্মায়।
কর্ম্মবাধ্য সে কখনো হয় না ধরায় ॥ ১৭
কৃত্যে বা অকৃত্যে যার লভ্য কিছু নয়।
প্রয়োজন নাহি তার কারো তরে রয় ॥ ১৮
কর্ম্মে যদি অনাসক্ত হয় তব মন।
তাহাতেই পাবে মুক্তি—পাবে মোক্ষধন ॥ ১৯
কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হয় জনকাদি যত।
করি কর্ম্ম কর অন্যে স্বধর্ম্মে নিরত ॥ ২০
শ্রেষ্ঠের কর্ম্মেতে হয় আদর্শ স্থাপন।
সেই কর্ম্ম অনুসরি চলে হীন জন ॥ ২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপ্রাপ্য বা প্রাপ্যণীয় মোর কিছুই নাই।
তথাপি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করি যে সদাই ॥ ২২

অনলস হয়ে যদি কর্ম্ম নাহি করি।
কর্ম্মহীন হবে লোক মোরে অনুসরি ॥ ২৩

কর্ম্মহীন হই যদি বর্ণশঙ্কর প্রকাশ।
প্রজাধ্বংস হবে তাতে—হবে লোকনাশ ॥ ২৪

আসক্তিতে করে কর্ম্ম অজ্ঞানী যেমন।
অনাসক্ত জ্ঞানী কর্ম্ম করয়ে তেমন ॥ ২৫

অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ কভু না করিবে।
আচরি স্বধর্ম্ম অজ্ঞে কর্ম্মে নিয়োজিবে ॥ ২৬

প্রকৃতির গুণে কার্য্য হয় সম্পাদন।
"আমি কর্ত্তা" ভাবে মূঢ় অহঙ্কারী জন ॥ ২৭

গুণ-কর্ম্ম-ভেদ তত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞ যে হয়।
কর্ম্মমূলে গুণ জেনে অনাসক্ত রয় ॥ ২৮

প্রকৃতির গুণবশে কর্ম্মাসক্ত যারা।
কর্ম্মে মতি তাহাদের না করিবে ছাড়া ॥ ২৯

সমর্পিয়া কর্ম্ম আর কর্ম্মফল যত।
মমতা ও মোহ ত্যজি হও যুদ্ধে রত ॥ ৩০

মম বাক্যে শ্রদ্ধাবান্—দোষদৃষ্টি হীন।
মম মত অনুসরি বন্ধ হয় ক্ষীণ ॥ ৩১

দোষ দৃষ্টে মম বাক্যে যার হয় মন।
ইষ্টভ্রষ্ট হতবুদ্ধি মূঢ় সেই জন ॥ ৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির বশে কর্ম্ম করে জ্ঞানীগণ।
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তাই ব্যর্থ আয়োজন॥ ৩৩
বিষয়েতে ইন্দ্রিয়ের রাগ দ্বেষ রয়।
বশীভূত নাহি হও—হ'লে ইষ্ট নয়॥ ৩৪
দোষযুক্ত স্বধর্ম্মেও মৃত্যু শ্রেয়স্কর।
দোষহীন পরধর্ম্ম তবুও ভয়ঙ্কর॥ ৩৫

অর্জ্জুন বলিলেন,

পাপে মতি নাহি মম তবু জোর করি।
কেবা পাপে করে লিপ্ত বলহ শ্রীহরি॥ ৩৬

ভগবান বলিলেন,

রজ হ'তে কাম ক্রোধ, তৃপ্ত কভু নয়।
পাপরূপী এরাই তো শ্রেয়ে বৈরী হয়॥ ৩৭
অগ্নি ধূমে, মলে আর্শি আবৃত যে হয়।
চর্ম্মে গর্ভ, কামে জ্ঞান তথা ঢাকা রয়॥ ৩৮
নিত্য বৈরী এই কাম তৃপ্ত কভু নয়।
তৃষ্ণারূপে এই কাম জ্ঞান ঢেকে রয়॥ ৩৯
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়েতে কাম বাস করে।
বিমোহিত করি জীবে জ্ঞান তার হরে॥ ৪০
সকল ইন্দ্রিয় পার্থ অগ্রে বশ করি।
নাশ কাম জ্ঞানবৈরী বিজ্ঞানের অরি॥ ৪১
দেহ শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়াদি তার শ্রেষ্ঠ মন।
মন হ'তে বুদ্ধি আত্মা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হন॥ ৪২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

বুদ্ধির অতীত আত্মা হয়ে অবগত।
সমাধিস্থ হয়ে নাশ কাম দুর্বিনীত ॥ ৪৩

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদ্বন্ধু

শ্রীশ্রীহরি শরণং

শ্রীউমাপদ মুখার্জী বি. এ.
কাব্যতীর্থ স্মৃতিবাচস্পতি

ভাতুড়ীপাড়া, কালনা, বর্দ্ধমান

আমার প্রিয়তম শিষ্য পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যব্যাকরণস্মৃতি-তীর্থ আমাকে "উদ্ধবসন্দেশ" ও "চণ্ডীচিন্তা" পুস্তক দুইখানি উপহার দিয়াছেন। এবং "গীতাধ্যান" প্রথম ভাগ পুস্তকখানি আপনি স্বয়ং দিয়াছেন, যেদিন সর্ব্বপ্রথম আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কালনাতে আপনার প্রিয় শিষ্যার আলয়ে।

বঙ্কিম ১লা বৈশাখ ১৩৭৭ মমালয়ে আসিয়াছিল এবং শুনিলাম পুস্তক পাঠের আমার মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। এক কথায় আমার ধারণা, আপনার পুস্তকগুলি Superbond splendid. যিনি যে ভাবে এই পুস্তকগুলি পাঠ করিবেন তিনি সেইভাবে ইহার রসাস্বাদন করিবেন। Phylosophy Romance and Mysticism এর কি অপূর্ব্ব সমন্বয়। এই রস কেবলমাত্র আস্বাদ্য। আস্বাদন না করিলে বাক্য দ্বারা বুঝান অসম্ভব। আমার এই প্রায় অশীতিপর বয়সে আপনার

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুস্তকত্রয় একমাত্র সঙ্গী ও সান্ত্বনা সুখে ও দুঃখে। অমৃত কি জানি না—আপনার অমৃত-নিঃস্যন্দিনী লেখনীমুখে যাহা আসিয়াছে তাহা "শুকমুখাদমৃত দ্রবসংযুতম্" তাহা কেবল ভাবুক, রসিক জন্য নয় অভাবুক ও অরসিকেও ক্ষণকালের জন্য অনির্ব্বচনীয় হইবে এই পুস্তক পাঠকালে। নববর্ষের অভিবাদন জানাই। স্বাস্থ্য ও শতায়ু কামনা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈনিক বসুমতি বলেন—

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত। ধর্ম্মবক্তারূপে তাঁহার খ্যাতি আন্তর্জাতিক। সর্ব্বোপরি তিনি একজন বিশিষ্ট সাধক। তাঁহার সাধনা ও পাণ্ডিত্যের ধারার সম্মিলনে গীতাধ্যানের উদ্ভব। বস্তুতঃ গীতার এমন মৌলিক ব্যাখ্যা দুর্লভ।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"গীতাধ্যান" বইখানি পরম আনন্দে ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। হিন্দুর মহাগ্রন্থ এই গীতাকে আপনি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিয়াছেন ও ইহার উপর সম্পূর্ণ আলোকপাত করিয়াছেন।

সুসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেন বলিয়াছেন—

আপনার "গীতাধ্যান" একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ। গীতার অন্তর্নিহিত অভ্রান্ত অর্থটিকে উপলব্ধির সহজ আলোতে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

গৌর-কথা

গ্রন্থ সম্বন্ধে পরম ভাগবত বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনীগ্রন্থের অসদ্ভাব নাই, কিন্তু সুধিজনের মতে গৌর-কথার এমন সুন্দর মধুক্ষরা জীবনী এবং গৌরতত্ত্বের এমন অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ প্রায় দৃষ্ট হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহানামের গৌর-কথায় সেই নামদাতা, প্রেমদাতা দয়ার অবতার দেবতাই আমাদের চিত্তে প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছেন। "আজানুলম্বিত দুই ভুজ উর্দ্ধে করি, প্রেমভরে সঘনে বোলয়ে হরি হরি" প্রত্যক্ষ করিতেছি এই মাধুরী। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের কৃপারই যে সাক্ষাৎ সম্পর্কে এই সংবেদন—কৃষ্ণনাম গৌরনামের এমন স্ফুরণ! জয় প্রভু জগদ্বন্ধু জয়। জয় তাঁহার কৃপাধন্য নামদানে বদান্যব্রত মহানামের জয়। নাম-রসে তিনি আমাদিগকে সতত সঞ্জীবিত রাখুন। তাহার বচন-সুধা প্রাণভরিয়া পান করিয়া যেন মানবজন্ম ধন্য করিতে পারি। এই প্রার্থনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীহরিকথা ৩'০০
চন্দ্রপাত '২০
উদ্ধারণ ১'০০
সংকীর্ত্তন-পদাবলী '৭৫
সংকীর্ত্তন-পদামৃত ১'২৫
চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু ২'০০
মহামৃত্যু-রঙ্গ ২'০০
মহাকীর্ত্তন মাধুরী '৫০
শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী
১ম খণ্ড ২'৫০, ২য় ২'৫০,
৩য় ২'৫০, ৪র্থ ২'৫০, ৫ম ২'৭৫,
৬ষ্ঠ ৩'০০, ৭ম ২'৫০, ৮ম ২'৫০,
৯ম ৩'০০, ১০ম ৩'০০
বন্ধুবার্ত্তা ৫'০০
ব্রহ্মগায়ত্রী '৬০
উপনিষদ্ ও শ্রীকৃষ্ণ ৩'০০
শ্রীশ্রীবন্ধুস্মরণ মঙ্গল '৭৫
স্মরণ-মঞ্জরী '৩৭
বিশ্বধর্ম্ম '২৫
শ্রীশ্রীবন্ধু স্তোত্র রত্নাবলী '২০
গৌরকথা ১ম খণ্ড ২'৫০
২য় ২'৫০, ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ
শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী ১'৫০
শ্রীগৌরস্মরণ মঙ্গল ১'০০
শ্রীহরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল '৭৫
শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন ১'৫০

রাধাকৃষ্ণ স্মরণ মঙ্গল '৫
গোপীমন্ত্র মাধুরী '৫
বন্ধুগীতি কুসুমাঞ্জলি '৭
বন্ধু কে ? '৫
বন্ধুকরুণা কণিকা '৫
মহানাম-মহাকীর্ত্তন আস্বাদন '২
আমেরিকা পথে
ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ১'৫
ধর্ম্মপ্রসঙ্গে মিশনারী ও
ভারতীয় সাধু '
প্রেমের বাণী '
ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতিঃ '
প্রেমের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধু ১'
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু '
গীতাধ্যান ১ম খণ্ড ২'৫০ ২য় ২'
৩য় ২'৫০, ৪র্থ ২'০০, ৫ম ২'
৬ষ্ঠ ২'৫০
সপ্তশতী চণ্ডীচিন্তা ৪'
উদ্ধব-সন্দেশ ৩'
বন্ধুলীলা সুধানিধি
১ম খণ্ড ৩'০০, ২য় খণ্ড ৩'
ভাগবত ১ম খণ্ড ১৫'
" ২য় " ৮'
মহানামব্রতের
পাঁচটী ভাষণ ২'
জয়নিতাইদেবের ইষ্টগোষ্ঠী ১'

প্রাপ্তিস্থান

মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১ মহানাম মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। ভাগবত সঙ্ঘ, ১৬/ ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯। ফোন: ৪৬-১৪৫৮ মহেশ লাইব্রে 2/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা। সংস্কৃত পু ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বন্ধুপ্রিয়া পু ভাণ্ডার, ৪, তালতলা লেন, কলিকাতা-১৪।

প্রচ্ছদপট ব্লক ও মুদ্রণ: রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi